বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.emrd.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.emrd.gov.bd

সূচীপত্র

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের গঠন ও কার্যবন্টন	৫
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ	৭
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন পেট্রোবাংলা) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	৯
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	৬৫
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম	১০৬
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম	১২৫
হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম	১২৭
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)-এর কার্যক্রম	১৩০
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম	১৩৩
বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম	১৩৫

নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জ্বালানি দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের দ্রুত ও বাস্তবায়নযোগ্য সিদ্ধান্তের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জ্বালানি চাহিদাও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সরকারের গৃহীত সময়োপযোগী জ্বালানি কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে সুফল দিতে শুরু করেছে। জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রাথমিক জ্বালানি তথা তেল, গ্যাস ও কয়লার অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মহলে সমাদৃত হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির অধিকাংশ পূরণ করে। দেশে বর্তমানে আবিস্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি, যার মধ্যে ২০টি বর্তমানে উৎপাদনে আছে। জানুয়ারি-২০০৯-এ দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল গড়ে ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে এ সকল গ্যাস ক্ষেত্র হতে দৈনিক প্রায় ২৭৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। বিগত প্রায় সাড়ে ৭ বছরে ৭টি অনুসন্ধান কুপ (বাপেক্স-৬টি, আইওসি-১টি) খননের মাধ্যমে ৩টি নতুন গ্যাস ক্ষেত্র (সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ) আবিস্কৃত হয়েছে। দেশের স্থলভাগে সম্ভাব্য স্থানসমূহে বাপেক্স কর্তৃক তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক মোট ১০৮ টি কুপ খনন (৫৩টি অনুসন্ধান কুপ, ৩৫টি উন্নয়ন কুপ এবং ২০ টি ওয়ার্কওভার কুপ) করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ সকল কুপ হতে দৈনিক প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার এলএনজি আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) ভিত্তিক LNG Terminal স্থাপনের জন্য Excelerate Energy Limited Partnership, USA-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগামী ২০১৮ সালের শুরুতে এলএনজি আমদানির মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সরকারের কাঙ্খিত ভিশন-২০২১ অর্জন যথাসময়ে সম্ভব হবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি, এ প্রতিবেদন নানাবিধ গবেষণায় অবদান রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হউক।

(নসরুল হামিদ)

নাজিমউদ্দিন চৌধুরী
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের প্রধানতম জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জাতীয় কোম্পানি "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রডাকশন কোম্পানি লিমিটেড" এর সক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জ্বালনি বিভাগ প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১১ সালের মধ্যে ৫৯টি অনুসন্ধান কূপ, ৩৭টি উন্নয়ন কূপ ও ২৩টি ওয়ার্কওভার কূপ সহ সর্বমোট ১১৯টি কূপ খনন করা হবে। সম্প্রতি বিদেশি তেল কোম্পানি সন্তোষ, গ্যাজপ্রম ও বাপেক্স যৌথভাবে অফশোর/অনশোরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সরকার এলএনজি আমদানির উদ্যেগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় ২০১৮ সালের শুরুতে এলএনজি আমাদানির মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

জ্বালানি তেল আমদানি এবং তা দ্রুততম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে সরবরাাহের লক্ষ্যে চট্রগ্রামে থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৭০ কিলোমিটার পাইপ লাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অধিকন্তু, ভারত থেকে জ্বালানি তেল আমদানির লক্ষ্যে ভারতের নুমালীগড় হতে পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের বিষয়টিও সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। এছাড়া, জ্বালানির স্থাপনাসমূহ (KPI) ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা বাহিনী গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের পাশাপাশি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যবণ্টন

দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খনিজ সম্পদের সুশৃঙ্খল উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে এ সংশ্লিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির নিমিত্ত সরকার ১৯৯৮ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নামে পুনর্গঠন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) সংশোধনক্রমে নিম্নরূপভাবে নবগঠিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যবণ্টন করেনঃ

১. পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সকল বিষয় ও নীতি;

২. পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ছাড়া অন্যান্য সকল খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত নীতি;

৩. পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সাধারণ নীতি (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক);

৪. ১৯৭৪ সালের পেট্রোলিয়াম অর্ডিন্যান্স (১৯৭৪ এর ১৬ নং আইন) এবং বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল অর্ডিন্যান্সে (১৯৮৬ সালের ১১ নং আইন) বর্ণিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে;

৫. বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডার ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং-১২০) [বর্তমাননে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশনে (পেট্রোবাংলা) একীভূত] এ উল্লিখিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে;

৬. ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংক্রান্ত প্রশাসন, পরিকল্পনা, কর্মসূচিপ্রণয়ন ও নীতি;

৭. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল বিষয়;

৮. নিম্নবর্ণিতপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে অন্য যে কোন বিষয়ঃ

ক. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

খ. বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

গ. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

ঘ. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)

ঙ. হাইড্রোকার্বন ইউনিট

চ. এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ছ. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ. বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৯. এ বিভাগে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

১০. এ বিভাগ ও অধীনস্থ সকল সংযুক্ত দপ্তর/কর্পোরেশন/অফিসের বাজেট এবং সকলপ্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ;

১১. এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান;

১২. আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ফি;

১৩. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং চুক্তি সংক্রান্ত সকল বিষয়।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তর/কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

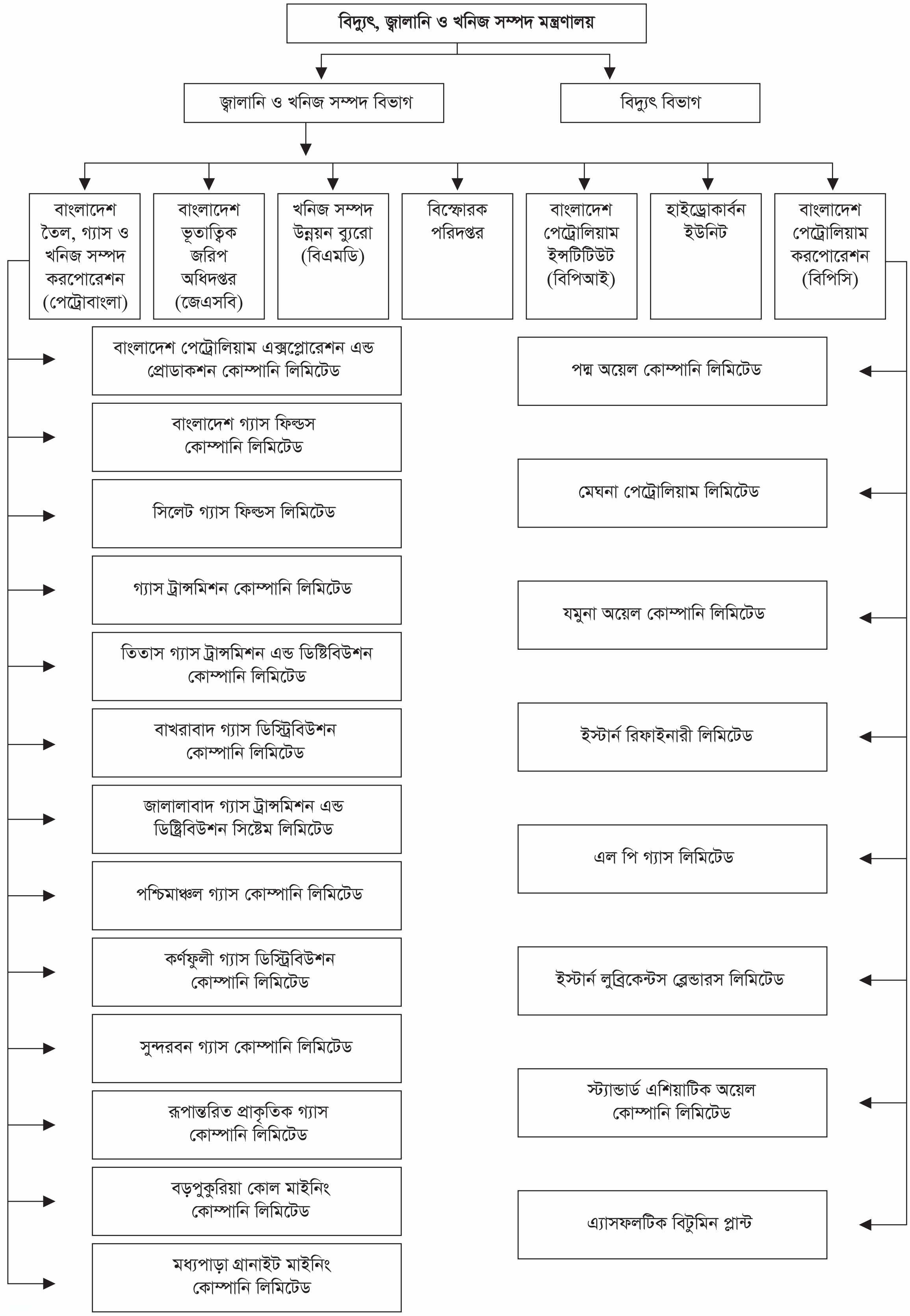

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১০-২০১৫ মেয়াদে কার্যাবলীঃ

আইন ও বিধিপ্রণয়নঃ

গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়নঃ

২০০৯-২০১৩ সময়ে গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়নের ফলে গ্যাস চুরি, মিটার বাইপাস, অবৈধ সংযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়নঃ

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯৮ এর ৪ ধারার ক্ষমতাবলে "খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে খনি ও কোয়ারী ইজারা এবং অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়নঃ

গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল গঠনের মূল লক্ষ্য হলো গ্যাস সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ কমিয়ে নিজস্ব তহবিল দ্বারা পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। ০১ আগস্ট, ২০০৯ তারিখ হতে এ তহবিলে অর্থ আহরণ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটে এ তহবিলের অনুকূলে ৭৮.০০ কোটি টাকা, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪৮.২১ কোটি টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬৬৩.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থ বিশেষ করে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন এবং সঞ্চালন/বিতরণের জন্য সংযোগ পাইপলাইন নির্মাণে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নপ্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। এ প্রেক্ষিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের উদ্যোগ Bangladesh Infrastucture Finance Fund (BIFF) নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছে। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনে এই তহবিল ব্যবহার করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালনঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে জাতীয় জ্বালানির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নির্দেশনামতে ১৯৭৫ সালের ০৯ আগস্ট তৎকালীন বিদেশী তেল কোম্পানি 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড' এর মালিকানাধীন দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ফিল্ড যথাঃ- তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ বাংলাদেশ সরকার মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করে। এ নাম মাত্র মূল্যে ক্রয়কৃত গ্যাসক্ষেত্রে মজুদ গ্যাসের বর্তমান মুল্য প্রায় ১,৬৫,০০০ কোটি টাকা। বিষয়টি মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অবহিতকরণের জন্য ০৯/০৮/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে প্রতিবছর ০৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিবছর 'খ' শ্রেণিভূক্ত দিবস' এর মর্যাদায় "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে।

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের পরিচিতি ও কার্যাবলী সংক্রান্ত তথ্যাদি

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

পেট্রোবাংলার পরিচিতি ঃ

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন করপোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১'কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৯৮৫ সালে ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই করপোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমুহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের অন্যতম জ্বালানি উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। পেট্রোবাংলা এর অধীন ১৩টি কোম্পানির মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সব কার্যক্রমের মধ্যে গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট/এনজিএল থেকে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন, এলপিজি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে দেশে কয়লা আহরণ এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে গ্রানাইট আহরণের কার্যক্রমে পেট্রোবাংলা নিয়োজিত। পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১টি অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি, ২টি উৎপাদন কোম্পানি, ১টি সঞ্চালন কোম্পানি, ৬টি বিতরণ কোম্পানি, ১টি রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি এবং ১টি কয়লা ও ১টি গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১২টি কোম্পানির ১০০% শেয়ার সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা ধারণ করে। কেবলমাত্র গ্যাস বিপণন কার্যক্রমে নিয়োজিত তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড-এর ৭৫% শেয়ার পেট্রোবাংলা ধারণ করে।

পেট্রোবাংলার দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

- তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের নিতি অনুযায়ী তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) অধীনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পিএসসি কার্যাদির তদারকি, মনিটর ও সমন্বয়;
- আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয়, পরিকল্পনা ও তদারকি;
- দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তেল এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়;
- এ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানি হিসেবে)	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বাপেক্স পুনঃগঠন (অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি)	:	২৩ এপ্রিল, ২০০২
রেজিস্টার্ড অফিস	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বা/এ, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২-৮১৮৯১৪৭, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৮১৮৯১৪৬ ইমেইল: secretary@bapex.com.bd ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd
স্থায়ী জনবল	:	মোট ৭৭৪ জন (কর্মকর্তা ৩৬৮ জন এবং কর্মচারী ৪০৩ জন)
মোট অনুসন্ধান কূপ	:	৭ টি (মোবারকপুর চলমান)
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	:	৫ টি
উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র	:	৮ টি
মোট গ্যাস মজুদ	:	১.৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	:	১৩০ মিলিয়ন ঘনফুট
মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ	:	২৪৩৫ লাইন-কিলোমিটার
মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৭৩১৫ লাইন-কিলোমিটার
মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	২৩৮০ বর্গ কিলোমিটার
খনন রিগের সংখ্যা	:	৪ টি
ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা	:	২ টি
মাড ল্যাবরেটরি	:	৩ টি
মাডলগিং ইউনিট	:	৩ টি
সিমেন্টিং ইউনিট	:	২ টি

দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

ভূতাত্ত্বিক জরীপ ও মূল্যায়ন, ভূ-কম্পন জরীপ (দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ), কূপ খনন ও ওয়ার্ক-ওভার, রিগ ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানান্তর, সংযোজন ও বিয়োজন, মাডলগিং ও মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, ওয়েল সিমেন্টিং, কূপ পরীক্ষণ, তৈল-গ্যাস ও শিলানমুনা বিশ্লেষণ, ভূতাত্ত্বিক/ভূ-পদার্থিক/খনন/তেল-গ্যাস উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, তৈল-গ্যাস মজুদ নির্ণয়, খনন ও খনন সংক্রান্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, গ্যাস উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ; এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী তেল-গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিকে ভূতাত্ত্বিক সেবা, ল্যাবরেটরি সার্ভিস, ভূ-কম্পন জরীপ, কূপ খনন স্থান চিহ্নিতকরণ, খনন ও ওয়ার্ক-ওভার এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিশেষায়িত সেবা।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

শেল অয়েল কোম্পানির আবিস্কৃত রশিদপুর, কৈলাসটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ এবং বাখরাবাদ-এ ৫টি গ্যাস ফিল্ড ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভূক্ত করা হয়। এ ৫টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ এবং বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড পরিচালনার দায়িত্ব বিজিএফসিএল পায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শেল অয়েল কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড' (বিজিএফসিএল) করা হয়। বর্তমানে তিতাস, হবিগঞ্জ", বাখরাবাদ, মেঘনা, নরসিংদী ও কামতা ফিল্ড বিজিএফসিএল-এর পরিচালনাধীন রয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অয়েল কোম্পানি স্যান্টোস পরিচালিত সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের সিলিমপুরস্থ প্ল্যান্ট স্থাপনা সম্প্রতি বিজিএফসিএল-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। বিজিএফসিএল কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪ (সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনে ন্যস্ত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ প্রাকৃতিক গ্যাস-এর উত্তোলন এবং গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিয়োজিত থেকে বিজিএফসিএল রাস্ট্রীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি এর উৎপাদনক্ষম ৫টি ফিল্ডের ৩৮টি কূপ থেকে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮১৫.৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করছে, যা দেশের মোট গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৩০%। পাশাপাশি গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে জ্বালানি তেলের চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করছে। এছাড়া কোম্পানি সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ এবং আয়কর বাবদ সরকারি কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব জমা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার আওতাভূক্ত গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিস্কার, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত প্রায় পাঁচ যুগ ধরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিষ্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্বকালে পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (পিপিএল) নামে সিলেট ও ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র নিয়ে কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনাধীন ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে এবং ৮ই মে ১৯৮২ সালে পিপিএল/বিপিএল-এর সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দায়-দেনা নিয়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

বর্তমানে কোম্পানির অধীনে ৪টি উৎপাদন গ্যাস ক্ষেত্র যথাঃ হরিপুর, কৈলাশটিলা, বিয়ানিবাজার ও রশিদপুর গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে। হরিপুর, কৈলাশটিলা ও বিয়ানিবাজার গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদিত গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য হারে সহজাত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদিত হয়। রশিদপুরে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানিতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে এ কোম্পানি দেশের অর্থনিতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৈলাশটিলায় স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো-এক্সপান্ডার পান্টে উৎপাদিত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে স্বল্পমূল্যে দেশে এলপিজি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

এসজিএফএল-এর অধীনে বর্তমানে ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১৪টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে ১৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে তিতাস, জালালাবাদ, বাখরাবাদ এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড অধিভূক্ত এলাকায় সরবরাহ করা হয়।

কোম্পানির উৎপাদিত গ্যাসের সাথে সহজাত হিসেবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট আহরিত হয়। আহরিত কনডেনসেট নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়, যা বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা, মেঘনা,

যমুনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

কোম্পানির অধীনস্থ কৈলাশটিলা ফিল্ডে স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার সীভ টার্বো এক্সপান্ডার প্ল্যান্টের মাধ্যমে এনজিএল আহরণ করা হয় যা পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর নিকট সরবরাহ করা হয়। উক্ত এনজিএল এলপিজি উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস সহজাত কনডেনসেট রশিদপুরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করে বিপিসি'র মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড প্রোডাক্টশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মৌলভীবাজার ফিল্ডের গ্যাস সহজাত কনডেনসেটসহ বিবিয়ানা ও জালালাবাদ ফিল্ডের উদ্বৃত্ত কনডেনসেট এসজিএফএল-এর মাধ্যমে দেশে বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ১৩টি ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টের নিকট চুক্তি অনুযায়ী কনডেনসেট সরবরাহ করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

১৯৬২ সালে ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিরাট গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর জন্মলাভ করে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪চ ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের পর ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান সাহেব-এর বাসায় প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। একটি প্রগতিশীল জাতি ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগনের আস্থাভাজন হবার গৌরব অর্জন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের আগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনিতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান এর অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তমান। ২০১৪ সালের ১৯ নভেম্বর তিতাস গ্যাসের ৫০ বছর পূর্তি হবে। কালের যাত্রা পথে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তিতাস গ্যাস তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ করে এর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও প্রগতির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিতাস গ্যাস ৫০ বছরের পথ পেরিয়ে আসছে, এগিয়ে যাবে সামনের দিকে।

কোম্পানি গঠনের শুরু থেকে ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০%-এর মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লিখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা ।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিতাস অধিভূক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলী এ কোম্পানির দায়িত্ব। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

(ক)	কোম্পানির নাম	ঃ	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।
(খ)	কোম্পানি প্রতিষ্ঠার তারিখ	ঃ	০৭ জুন, ১৯৮০ খ্রিঃ।
(গ)	রেজিষ্টার্ড অফিস	ঃ	প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্স, চাঁপাপুর, কুমিল্লা-৩৫০০।
(ঘ)	নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
(ঙ)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
(চ)	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ শুরু	ঃ	২০ মে, ১৯৮৪ ইং হতে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড কর্তৃক উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস জিটিসিএল ও টিজিটিডিসিএল-এর সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাস অত্র কোম্পানির নিম্নোক্ত ফ্রাঞ্চাইজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক যথা বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক গ্রাহকের নিকট বিতরণ করাঃ

(ক) কুমিল্লা জেলা সদর, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, বরুড়া, বুড়িচং এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

(খ) চাঁদপুর জেলা সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, কচুয়া, এবং শাহরাস্তী উপজেলা।

(গ) ফেণী জেলা সদর, দাগণভূঞা, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী এবং ফুলগাজী উপজেলা।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সদর, বসুরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি এবং চাটখিল উপজেলা।

(ঙ) লক্ষীপুর জেলা সদর।

(চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর, আশুগঞ্জ, কসবা এবং বাঞ্ছারামপুর।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্যাস ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক (Rationalization) গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানির সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত করণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই, ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এ গ্যাস পাইপ লাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে উক্ত এলাকায় জনগণের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে

জমা প্রদান করা। কেজিডিসিএল গ্রাহকগণের গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও সেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি দৈব দূর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) এর অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ১৬.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৬৬.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কেজিডিসিএল কর্তৃক সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক চাহিদার আলোকে গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের অভিপ্রায়ে “সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প”-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প দু'টি একীভূত করার পর ১৯৭৮ সালে সিলেট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্যাস সরবরাহের সূচনা করা হয়। সিলেট চা বাগান গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প-১, সুনামগঞ্জ শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প, কৈলাশটিলা-ছাতক পাইপলাইন প্রকল্প ও ছাতক শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সিলেট অঞ্চলে গ্যাস নেটওয়ার্কের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর হতে কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড পেট্রোবাংলার অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এর আওতাভূক্ত সিলেট বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণ পূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তরে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পার্শ্বে কামারখন্দ উপজেলার নলকায় অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে দেশের অনগ্রসর পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সহায়ক ভূমিকা পালন এবং এতদঅঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজস্ব ব্যায়ে উন্নয়নমূলক পাইপলাইন সম্প্রসারণ, পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে খুলনাস্থ Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে ৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের মোট শেয়ার ৭০০ (সাতশত) টাকা যা কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মুলধন। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-এ Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং প্রতিজনের নামে ১ টি করে শেয়ার বরাদ্দ রয়েছে। Memorandum and Articles of Association -এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলা যথা কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা (মংলাসহ), বাগেরহাট গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত করা হলেও পরবর্তীতে এ কোম্পানির উপর খুলনা বরিশাল ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় গ্যাস বিপণনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ইতোমধ্যে ভোলা শহরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক সংযোগসহ একটি রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং ২২৫ মেগাওয়াটের একটি পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে খুলনার বয়রাস্থ ভাড়া করা অফিস এবং পেট্রোসেন্টার ভবনের ১৪ তলায় ভাড়া করে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া ভোলাস্থ নিজস্ব ভবনে ভোলা এলাকার বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড

পরিচিতি ঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব এ কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারী পয়েন্ট দ্বারা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানিসমূহের অধিকারভূক্ত এলাকায় সর্বমোট ১৯৬৪.২৬ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ১২.৮২% বেশী। অপরদিকে উল্লেখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র হতে ৮৪১.২৭ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৫৯.৫৪% কম।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

পরিচিতি ঃ

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদূষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

কোম্পানির নাম	ঃ	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড।
রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	ঃ	০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা	ঃ	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২, খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯।
নিয়ন্ত্রণকারী করপোরেশন	ঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
প্রশাসনিক দপ্তর	ঃ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)।
কোম্পানির ধরণ	ঃ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
পরিশোধিত মূলধন	ঃ	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন ২০১৫ পর্যন্ত)।
পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যা	ঃ	০৯ জন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম।
- অতিসম্প্রতি পেট্রোবাংলা তথা অত্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

পরিচিতি ঃ

নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড।
২	কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।
৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
৫	পাবলিক লিঃ কোং হিসাবে নিবন্ধিত	৪ আগস্ট ১৯৯৮।
৬	কোম্পানির রেজিষ্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮।
৭	কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ (Date of Commencement)	৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮।
৮	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়	চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
৯	লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
১২	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	০৭ (সাত) জন।
১৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মুলধনের পরিমাণ	৩৫০ কোটি টাকা।
১৪	কোম্পানির পরিশোধিত মুলধনের পরিমাণ	১,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যের ১,৭৫,০০০টি শেয়ার)
১৫	বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি)।
১৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি	জুন ২০০৫।
১৭	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন	সেপ্টেম্বর ২০০৫।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

পরিচিতি ঃ

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১৩৮ মিটার গভীরতায় কঠিন শিলা আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয়া ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটির কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে মেসার্স জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ৬(ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock Mine শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক খনিটি পরিচালিত হচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানো হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য ঃ

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানি সমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
১।	পেট্রোবাংলা	৬৫২	৩৮৯	২৬৩
২।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	১৭৫৩	৭১৩	১০৪০
৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	১৩৯০	৮৬৫	৫২৫
৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৪০	৫৮৫	৩৫৫
৫।	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৩,৬২৯	২২৪৪	১৩৮৫
৬।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	৯২০	৫৪৬	৩৭৪
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	১১০৬	৭৫০	৩৫৬
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৮৯৩	৭৩৯	১৫৪
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩০৭	১৬০	১৪৭
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	১৩৩	১১	১২২
১১।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৯০৭	৪৯৩	৪১৪
১২।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	২৭৮	১৪৫	১৩৩
১৩।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৭৬৬	১৫০	৬১৬
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩৯৪	২৭৩	১২১
	সর্বমোট =	১৪,০৬৮	৮০৬৩	৬০০৫

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

ক) গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের চিত্র ঃ

গ্যাস ঃ বিসিএফ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য ঃ হাজার লিটার এবং কয়লা ও কঠিন শিলা ঃ মেট্রিক টন।

গ্যাস	৯৭৭.০৮৮
কনডেনসেট	৬,৬৫,২৭৮.৭৫৭
মোটর স্পিরিট	৮৮,৭৪০.৪৯৫
এইচএসডি	৫৫,৬৯৩.৫৫৪
কেরোসিন	১৬,২৬৬.৬৭৩
কয়লা	১০,২২,০৩৩.৪৬
কঠিন শিলা	১,৫৩,৫৩৯.৩৬

খ) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে (আরএডিপিভূক্ত, নিজেস্ব তহবিল এবং জিডিএফ) প্রকল্পসমুহের বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে জুন, ২০১৬ মাসে অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ ঃ

লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের আরএডিপিভূক্ত, নিজেস্বতহবিল এবং জিডিএফ বরাদ্দ			জুন, ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দর বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
০১	আরএডিপিভূক্ত কর্মসূচী (২০টি প্রকল্প) (বিনিয়োগ কমসূচী ১৯টি এবং ১টি কারিগরী সহায়তা কর্মসূচী)	১০৩৮৩০	৭৩৭৯০	৩০০৪০	১০৩৪৭৬.৮১ (৯৯.৬৬%)	৬৯৯৩৫.৩১ (৯৪.৭৮%)	৩৩৫৪১.৫০ (১১১.৬৬%)
০২	পেট্রোবাংলার নিজেস্ব কর্মসুচীভূক্ত প্রকল্প চীনভুক্ত প্রকল্প (৯টি প্রকল্প)	২৩৫৪১	২০৯৭৫	-	২২৩৯৯.৮০ (৯৫.১৫%)	২০০৪৬.২২ (৯৫.৫৭)	-
০৩	জিডিসিএফ ভূক্ত কর্মসূচী (১৭টি প্রকল্প)	৬৮৫২৩	২২৪৯৮	-	৬৫৬৫০.৪২ (৯৫.৮১%)	২২০২৩.৭৮ (৯৭.৮৯%)	-
সর্বমোট ৪৬ টি প্রকল্প		১৯৫৮৯৪	১১৭২৬৩	৩০০৪০	১৯১৫২৭.০৩ (৯৭.৭৭%)	১১২০০৫.৩১ (৯৫.৫২%)	৩৩৫৪১.৫০ (১১১.৬৬%)

গ) পিএসসি কার্যক্রম ঃ

১. Chevron Bangladesh Ltd. (Blocky-12 , 13 & 14):

ব্লক # ১২ এর পিএসসি'র আওতায় শেভরন বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ বছরে নতুন ১৪টি উন্নয়ন কূপ খনন সম্পন্ন করে। বর্তমানে বিবিয়ানা ফিল্ড হতে বর্তমানে গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক প্রায় ১২০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। বিবিয়ানা সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় সাম্প্রতিক সময়ে Liquid Recovery Unit (LRU) কমিশনিং করা হয়েছে। ফলে কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ৫৭০০ ব্যারেল হতে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৯,৪৭৮ ব্যারেল এ উন্নীত হয়েছে।

ব্লক # ১৩ এর অন্তর্ভূক্ত জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ২৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৫ মাসে জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডে আরও ২টি উন্নয়ন কূপ ও ১টি Injection well খনন সম্পন্ন হয়। নতুন দুটি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হবার ফলে বর্তমানে জালালাবাদ ফিল্ড হতে দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ আরও প্রায় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২৭৪ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে।

ব্লক # ১৪ এর অন্তর্ভুক্ত মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।

২. Tullow/KrisEnergy Ltd (Block: 9):

ব্লক # ৯ এর অন্তর্ভূক্ত বাঙ্গুরা গ্যাস ফিল্ডে কূপসমূহের উৎপাদন অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্ন হয়। ফলে এ ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট বজায় রয়েছে। এছাড়াও কনডেনসেটের ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি ১৫০০ ব্যারেল ছিল যা বর্তমানে ৩৭৫০ ব্যারেল করা হয়েছে। বাংগুরা গ্যাস ফিল্ডে বর্তমানে ২টি উন্নয়ন কূপ খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. Santos-Kris Energy Ltd- Bapex (Block: SS-11):

SS-11 এর জন্য একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত পিএসসি মোতাবেক স্যান্টোসের ১৮৯৩ লাইন কিলোমিটার 2D seismic survey এবং ১টি exploratory well খনন করার বাধ্যবাধকতার বিপরীতে স্যান্টোস ডিসেম্বর ২০১৪-জানুয়ারি ২০১৫ সময়কালে উক্ত ব্লকটিতে ৩২২০ লাইন কিলোমিটার ২ড সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০১৭ সালের প্রথম মাঝামাঝি নাগাদ এ ব্লকে ৩ড সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হবে।

৪. ONGC Videsh Ltd.-Oil India Ltd-Bapex (Block: SS-04 & 09):

স্বাক্ষরিত পিএসসি মোতাবেক ওভিএল ব্লক SS-04 এ ২৭০০ লাইন কিলোমিটার 2D seismic survey এবং ১টি exploratory well এবং SS-09 এ ২৮৫০ লাইন কিলোমিটার 2D seismic survey এবং ২টি exploratory well খনন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মাসে ওভিএল ব্লক SS-04 এবং ব্লক SS-09 এ ৩০১০ লাইন কিলোমিটার মেরিন 2D সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। আরও প্রায় ২৪৪০ লাইন কিলোমিটার OBC সাইসমিক সার্ভে পরিচালনার জন্য বর্তমানে প্রয়োজনিয় প্রস্তুতি চলছে যা আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

৫. Santos (Block-16 Magnama):

ব্লক # ১৬ এ অবস্থিত ম্যাগনামা এলাকাটি বর্তমানে রিংফেন্সড করা আছে। স্যান্টোস আগামী ২০১৭ সালের প্রথম নাগাদ এ এলাকায় একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করবে এবং এ জন্য প্রয়োজনিয় প্রস্তুতি চলছে। ম্যাগনামা এলাকায় স্যান্টোস এর সঙ্গে বাপেক্স এর যৌথভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি স্যান্টোস এবং বাপেক্স এর মধ্যে একটি Binding Offer স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৬. 2D Non-Exclusive Multi Client Seismic Survey

সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে বিশাল জলরাশিতে গ্যাস, তেল ইত্যাদি জ্বালানি প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র এলাকার ভূ-গঠণ, তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং Database তৈরী করে আগ্রহী আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির কাছে বিক্রয় এবং বিডিং রাউন্ডে অধিকসংখ্যক আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে Multi-Client Seismic Survey পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ০৮/০২/২০১৫ তারিখে আন্তর্জাতিক বিড আহ্বান করা হয়। বিডসমূহ মূল্যায়ন শেষে সফল বিডারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদনের জন্য গত ১৩/০৪/২০১৫ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ০৫/১০/২০১৫ তারিখে সরকার Multi-Client Seismic Survey এর জন্য পূনঃদরপত্র আহ্বানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। গত ১৫/১২/২০১৫ তারিখে পূনঃদরপত্র আহ্বান করা হয় এবং ৩১ জানুয়ারী ২০১৬ পর্যন্ত বিড গ্রহন করা হয়। ৫টি কোম্পানি দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। (TGS - SCHLUMBERGER JV; DMNG Joint Stock Company (DMNG JSC); SPEC PARTNERS-SINOPEC- GEOTRACE JV; BGP INC, China National Petroleum Corporation - Ion Geophysical Corporation -Spectrum Geo Pty Ltd; Marine Arctic Geological Expedition Joint Stock Company (MAGE JSC)। উপযুক্ত বিডারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সরকারের অনুমোদনের বিষয়টি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৭. DS-12, DS-16 & DS-21

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" এর আওতায় গভীর সমুদ্রাঞ্চলের ব্লক DS-12, DS-16 ও DS-21 হতে গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি (IOC) সমূহ হতে EOI আহ্বান করা হয়। ২৫/০২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন IOC সমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত EOI গ্রহণ করা হয়। EOI সমূহ মূল্যায়ন করে KrisEnergy (Asia) Limited, POSCO Daewoo Corporation এবং Statoil কে ব্লক DS-12, DS-16 ও DS-21 এ তেল-গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য Request For Proposal (RFP) প্রেরণ করা হয়। Request For Proposal (RFP) সমূহ জমাদানের সর্বশেষ সময়সীমা ছিল ০৭/০৫/২০১৬ তারিখ। কেবল মাত্র POSCO Daewoo Corporation ব্লক DS-12 এর জন্য একটি প্রস্তাব দাখিল করে। প্রস্তাবের বিষয়ে Daewoo এর সঙ্গে আলোচনা সম্প্রতি শেষ হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদনের বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

৮. DS-10, DS-11 & SS-10:

গত ২২/০৬/২০১৬ এবং ২৩/০৬/২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় "বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন ২০১০" এর আওতায় ব্লক DS-10 ও DS-11 এবং SS-10 হতে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান/উত্তোলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খুব শীঘ্রই ব্লক গুলির জন্য আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির লক্ষ্যে EOI আহ্বান করা হবে।

৯. খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৬

নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহ্বানের লক্ষ্যে বিদ্যমান Revised Model PSC ২০১২ এ প্রয়োজনিয় সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক হালনাগাদ করে একটি খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৬ প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৬ বর্তমানে পরীক্ষাধীন রয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের পাওয়ার সেলের মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development (RE-RED-II) প্রকল্পের আওতায় পিএসসি হালনাগাদকরণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম হিসেবে EOI আহ্বান করা হয় এবং গত ২৬/০৭/২০১৬ পর্যন্ত তা গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে EOI সমূহ মূল্যায়ন চলছে।

১০. খসড়া অনশোর মডেল পিএসসি ২০১৬

বিদ্যমান Revised Model PSC ২০১২ অনশোর এবং অফশোর উভয়ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য একটি মডেল চুক্তি। অনশোরের জন্য বিডিং আহ্বান করার প্রাথমিক কার্যক্রম হিসাবে বিদ্যমান Revised Model PSC ২০১২ হতে শুধুমাত্র অনশোর এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলীসমূহ আলাদা করে একটি Draft Onshore Model PSC ২০১৬ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত খসড়া মডেলটির উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা/বিভাগ এর মতামত গ্রহণ করে চূড়ান্ত করা হবে। এছাড়া অনশোর এলাকায় ভবিষ্যতে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাপেক্স এর অনুকূলে প্রয়োজনিয় ring-fenced এলাকার প্রস্তাব বাপেক্স হতে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বাপেক্স এর জন্য প্রয়োজনিয় ব্লক এরিয়াসমূহ ring-fenced করে নতুন অনশোর ব্লক ম্যাপ প্রনয়ন করা হয়েছে। গত ২২/০৬/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নতুনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং তা অনুমোদনের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

ক) ভূ-তাত্ত্বিক কার্যক্রম ঃ

২০১৫-২০১৬ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ বান্দরবান জেলার মাতামুহুরী ভূগঠনে মোট ৮৫ লাইন-কিলোমিটার জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। ২০১৫-১৬ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ের জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে Lithological Thickness, Lithological Column এবং Correlation তৈরির কাজ চলছে। জরিপ কাজ হতে প্রাপ্ত সকল Lithological data, Survey data, Bed attitude, Gas sample locations, এবং Rock sample location ইত্যাদি তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে Software এর মাধ্যমে Geological map তৈরির কাজ চলছে। জরিপ কাজের সংগৃহিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক Geological report তৈরির কাজ চলছে। চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের ভান্ডারে রক্ষিত মালামাল সমূহের আভ্যন্তরীণ ইনভেন্টরি করতঃ অকেজো/অব্যবহারযোগ্য মালামাল যাচাই বাছাই করা হয়েছে। গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন তোয়াকুল ইউনিয়স্থ সোনার বাংলা (বীরকুলি) এলাকার থুবড়ি বিলের পাড়ে গ্যাস নির্গমনের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে ও কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

বাপেক্সে বিদ্যমান ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক ও খননকৃত কূপ সমূহের উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন Seismic Program, কূপ খননের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং খনন স্থান নির্ধারণের কাজ চলছে। শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় নতুন সংগৃহীত 3D Seismic উপাত্ত ও খননকৃত শ্রীকাইল # ১, ২, ৩ ও ৪ নং কূপের তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের পুনঃমূল্যায়ন এবং শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় নতুন কূপ খননের সম্ভাব্যতা যাচাই এর কাজ চলছে। শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র এলাকার 2D, 3D Seismic উপাত্ত ও খননকৃত কূপসমূহের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক G&G কমিটির সমন্বয়ে ভোলা নর্থ #১ অনুসন্ধান কূপের কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলছে। মোবারকপুর ভূগঠন এলাকার 2D Seismic উপাত্ত ও খননকৃত কূপের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক সরেজমিনে প্রদত্ত লোকেশনসহ G&G কমিটির সমন্বয়ে মোবারকপুর সাউথ-ইস্ট #১ অনুসন্ধান কূপের কূপ প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে। সুনেত্র ভূগঠনের 2D/3D Seismic এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহের Re-evaluation Report এর আলোকে সুনেত্র #২ নং কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলছে। ০৮ নং ব্লকে নতুন সংগৃহীত 2D Seismic উপাত্ত বিশ্লেষণের কাজ চলছে। শরীয়তপুর এলাকায় ২০১৩-২০১৪ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত Seismic উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ চলছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Gustavson Associates LLC, USA কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন Prospect and Lead Inventory-Bangladesh তালিকা হতে বাপেক্স এর আওতাধীন অংশে Lead কে Prospect এবং Prospect কে Reserve এ রূপান্তর করার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) তৈরী করার লক্ষ্যে স্থলভাগের ১১ নং ব্লকের উপর পরিকল্পনা প্রণয়নে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিলেশ্লষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

জরিপকালীন সময়ে নয়টি ছড়ায় অনুসন্ধান চালিয়ে ৪৩টি শিলা নমুনা ও ২টি গ্যাস নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। শিলা ও গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষাগার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। চেঙ্গুতাং ভূগঠনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি এবং শিলা ও গ্যাস নমুনার ভূরাসায়নিক বিশ্লেষণ ফলাফলসহ একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে সমাদৃত পেটরেল, পেট্রোমড এবং টেকলগ সফ্টয়্যারসমূহ সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পেটরেল দ্বারা ভূতাত্ত্বিক-ভূপদার্থিক উপাত্ত বিশ্লেষণ, পেট্রোমড সফ্টওয়্যার ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক ও ভূরাসায়নিক উপাত্ত সমন্বয়ে বেসিন মডেলিং করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। টেকলগ সফ্টওয়্যার দ্বারা স্বল্পসময়ে সঠিকভাবে ওয়্যারলাইন লগ উপাত্ত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। এ সকল আধুনিক সফ্টওয়্যার সমূহের মাধ্যমে কোন এলাকার তেল-গ্যাসের সম্ভাব্যতা সহজ ও নির্ভরযোগ্যভাবে নিরূপণ করা হয়।

পেট্রেল সফ্টওয়্যার দ্বারা ভূতাত্ত্বিক-ভূপদার্থিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেমুতাং দক্ষিণ-১ এবং শ্রীকাইল উত্তর-১ অনুসন্ধান কূপ এবং বেগমগঞ্জ-৪ কূপের উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপ প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সুনেত্র-১ অনুসন্ধান কূপের খনোত্তর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সম্প্রতি আহরিত থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভে উপাত্ত সমন্বয়ে সুনেত্র ভূগঠন পুনঃমূল্যায়ন করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে সুনেত্র-২ অনুসন্ধান কূপের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। রূপগঞ্জ-১ কূপে গ্যাস আবিষ্কারের ফলে পেট্রেল সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের প্রাথমিক গ্যাস মজুদ প্রাক্কলনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত গ্যাস জোনসমূহের রিজার্ভয়্যার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Gustavson Associates USA কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন Prospect and Lead Inventory-Bangladesh তালিকা হতে বাপেক্স-এর আওতাধীন অংশে লিড-কে প্রসপেক্ট এবং প্রসপেক্ট-কে রিজার্ভ-এ রূপান্তর করার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার লক্ষ্যে স্থলভাগের ১১নং ব্লকের উপর পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনিয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে।

শাহজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্রে সুন্দলপুর-২ কূপের ভূতাত্ত্বিক ও খনন প্রোগ্রাম সম্বলিত জিওলজিক্যাল টেকনিক্যাল অর্ডার (জিটিও) প্রণয়ন করার কাজ প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। বিজিএফসিএল-এর অনুরোধে বাখরাবাদ-১০ উন্নয়ন কূপের সংক্ষিপ্ত জিটিও প্রণয়ন করা হয়েছে। এপ্রেইজাল অব গ্যাস গ্যাসফিল্ডস্ প্রকল্পের আওতায় রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে সংগৃহিত থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর অনুরোধে পাঁচটি কূপের (কৈলাশটিলা-৯, রশিদপুর-৯, ১০ ও ১২ এবং সিলেট-৯) খসড়া জিটিও প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্যাসক্ষেত্রসমূহে থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফল পুনঃবিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পুনঃবিশ্লেষিত ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত জিটিও প্রণয়ন করা হবে।

ইপিসিবি প্রকল্পের অর্থায়নে ক্রয়কৃত নতুন কম্পিউটারাজ্ড অনলাইন মাডলগিং ইউনিটটি পাবনায় মোবারকপুর-১ অনুসন্ধান কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে পুরাতন ওএফআই মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সালদানদী-৪ কূপে সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। এসজিএফএল-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ওয়েদারফোর্ড ইউনিট দ্বারা কৈলাশটিলা-৭ কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে । এসজিএফএল এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ওয়েদারফোর্ড ইউনিট দ্বারা কৈলাশটিলা-৭ কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ

ক্রস বেডিং

খ) ভূপদার্থিক কার্যক্রমঃ

১. টু-ডি সাইসমিক সার্ভেঃ

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতোপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরীপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা ভূতাত্ত্বিক ভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত । ''টু-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অফ বাপেক্স'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইসমিক জরীপ সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের স্বল্প অনুসন্ধানকৃত জরীপ অঞ্চলের পাশাপাশি তেল/গ্যাস মজুদের জন্য প্রমাণিত অঞ্চল সমূহে অবশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক কাঠামো সমূহে সাইসমিক জরীপ পরিচালনা করে সম্ভাব্য কূপ খননের স্থান সমূহ নির্ধারণ করা। প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভিবাজার, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় চলতি ২০১৫-২০১৬ মাঠ মৌসুমে ১২০০ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক জরীপ সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাইসমিক পার্টি-১ কর্তৃক নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ৬৬৪ লাইন কিঃমিঃ উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। সাইসমিক পার্টি-২ কর্তৃক সাভার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ৩৮৪ লাইন কিঃমিঃ উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে অর্থাৎ বর্তমান মাঠ মৌসুমে ইতোমধ্যে সর্বমোট ১০৪৮ লইন কি.মি. উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

২. ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) সাইসমিক সার্ভেঃ

১. প্রকল্পের আওতায় বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র এলাকার উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে আগামী ২০১৬-২০১৭ মাঠ মৌসুমের উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে বিজিএফসিএল এর নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় মবিলাইজেশন এর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রাথমিকভাবে মালামাল শিফটিং চলমান আছে।

২. ২০১৫-২০১৬ মাঠ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ কাজের বিবরণঃ

Section	Monthly Total (Sq. km)	Cumulative (Sq. km)	Target (Sq. km)
Surveying	-	440	440
Drilling	05	440	440
Recording	08	440	440

৩. প্রকল্পের মোট উপাত্ত সংগ্রহ (ভেন্ত অগ্রগতি)ঃ সুনেত্র ভূগঠনে ২৬০ বর্গ কি.মি + শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ৬০০ বর্গ কি.মি + শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র ১৫০ বর্গ কি.মি + বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র ৪৪০ বর্গ কি.মি = ১৪৫০ বর্গ কি.মি. ।

গ) পরীক্ষাগার বিভাগের কার্যক্রমঃ

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ল্যাব সার্ভিসের অংশ হিসেবে এ বিভাগে গ্যাস, কনডেনসেট, পানি, রক কোর, আউটক্রপ, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-রসায়নিক ও পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। বাপেক্সের নিজস্ব ৭টি গ্যাসক্ষেত্র (সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর ও বেগমগঞ্জ) ও ২টি উন্নয়ন কূপ (সালদা #৪ ও শ্রীকাইল #৪) থেকে সংগৃহীত ১৮৮টি গ্যাস, ৮২টি কনডেনসেট ও ৭৭টি পানি নমুনা, মোবারকপুর #১ কূপ খনন প্রকল্প থেকে প্রেরিত ৩টি সিমেন্ট নমুনা, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ৯টি সীপ গ্যাস, টেংরাটিলা বেল্লোআউট এলাকা থেকে সংগৃহীত ২টি গ্যাস ও ৩টি পানি নমুনা, জলদি ও চেঙ্গুতাং ভূ-গঠনের ১১৭টি আউটক্রপ নমুনা এবং শাহবাজপুর #৪ উন্নয়ন কূপ থেকে সংগৃহীত ২৭টি whole core (পেট্রোফিজিক্যাল) নমুনাসহ সর্বমোট ৫০৮টি নমুনা বিশ্লেষণান্তে মোট ৮৪টি কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। চার্জের বিনিময়ে ঘোড়াশালস্থ ৭৮.৫ মেগাওয়াট ম্যাক্স পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ১৬৩ মেগাওয়াট কুশিয়ারা পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে সংগৃহীত ১১টি গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণ শেষে সর্বমোট ৩টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়।

KrisEnergy BD Ltd এর চাহিদাক্রমে পরীক্ষাগার বিভাগের কোর স্টোরে সংরক্ষিত বাঙ্গুরা #১ কূপের কাটিং নমুনা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের মাস্টার্স থিসিসের অংশ হিসাবে ৩টি সীপ গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীর ইন-প্ল্যান্ট ট্রেনিং, চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের থিসিসের কাজে সহায়তা, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের রিসার্চ প্রজেক্টে সহায়তা ও এমআইএসটিকে কোর প্লাগ প্রদান করা হয়েছে

এক্স-রে ডিফ্র্যাক্টোমিটার

এটোমিক এবজরপশন স্পেক্ট্রোস্কোপ

ঘ) খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ঃ

ফেঞ্চুগঞ্জ- ২ নং কূপের ওয়ার্কওভার ঃ পি-৮০ রিগ দ্বারা ফেঞ্চুগঞ্জ # ২ কূপ ওয়ার্ক ওভার করা হয়। লোয়ার জোন হতে কমপ্লিশন তুলে এনে সিমেন্ট স্কুইজ করে পারফোরেশন বন্ধ করে দেয়া হয়। মিডল জোনে কমপ্লিশন রান করে ১৪.৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস উৎপাদন শুরু করা হয়। গ্যাসের সাথে অতিরিক্ত পানি আসায় উৎপাদন আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

মোবারকপুর-১ নং কূপ খনন ঃ Directional Drilling Service ভাড়া করে মোবারকপুর # ১ কূপে সাইড ট্রাকিং করার জন্য প্রকল্পের আরডিপিপি বিষয়ে গত ২৮.১০.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আরডিপিপি সংশোধন পূর্বক ৩০-১২-১৫ তারিখে প্রেরণ করা হলে তা গত ০৯-০২-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ১০/০৫/২০১৬ তারিখে ৪৩৩৭ মিঃ হতে ৪৬১২ মিটার পর্যন্ত সিমেন্ট প্লাগ, ১৫/০৫/২০১৬ তারিখে ৩৪০০ মিঃ ব্রিজ প্লাগ স্থাপন, ১৬/০৫/২০১৬ ৩৩০৩ মিঃ - ৩৪০০ মিঃ সিমেন্ট প্লাগ এবং ২৩/০৫/২০১৬ তারিখে ১০৪ মিঃ - ২০০ মিঃ পর্যন্ত সিমেন্ট প্লাগ করে কূপের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

সালদানদী-৪ নং কূপ খনন ঃ ৪½"হোল সেকশন সাইড ট্রাকিং করে খনন, লাইনার সিমেন্টিং, ডিএসটি ও কমপ্লিশন রান করা হয়েছে। ২৫-১১-২০১৫ তারিখ হতে সাইড ট্রাকিং লিকুইড নাইট্রোজেন দ্বারা ব্রাইন অপসারণ করে ১৯-০২-২০১৬ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

সালদানদী-১ নং কূপের ওয়ার্কওভার ঃ নতুন ক্রয়কৃত রিগ ZJ40DB (বিজয়-১১) সালদা # ১ কূপে কমিশনিং করে ওয়ার্ক ওভার কাজ আরম্ভ করা হয়। পুরাতন ডুয়েল কমপ্লিশন তুলে এনে ২৫১০ মিটার হতে ২৮৩৯.৫০ মিটার পর্যন্ত নতুন খনন করা হয়। খনন কালে নতুন প্রাপ্ত ৩টি গ্যাস জোন ও পূর্বে ২টি জোনসহ ৫টি জোন পরীক্ষা করা হয়। উপরের জোনে ২১৬৯ মিটার হতে ২১৭৫ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করে ২ এমএমএসসিএফডি গ্যাস ৮৫০ পিএসআই চাপে ফ্লো করা হয়। ব্রাইন অপসারণে লিকুইড নাইট্রোজেন প্রয়োজন হওয়ায় এবং বাখরাবাদ ওয়ার্ক ওভার কাজে রিগ প্রেরণ করার নিমিত্তে প্যাকারের উপর সিমেন্ট প্লাগ করে রাখা হয়েছে।

ঙ) উৎপাদন কার্যক্রম ঃ

বাপেক্স এর আটটি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে সাতটি গ্যাস ফিল্ড হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মোট উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ছিল ৪৩.১৩ বিসিএফ। উৎপাদিত গ্যাস বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, এসজিসিএল এর নিকট বিক্রয় করা হয়। এছাড়া উপজাত হিসেবে মোট ৩৩৩২.১৪৬৬ হাজার লিটার কনডেনসেট উৎপন্ন হয় যা বিজিএফসিএল, এসজিএফসিএল এবং সুপার রিফাইনারী কোম্পানি লিমিটেড এর কাছে বিক্রি করা হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বিক্রয়কৃত গ্যাস ও কনডেনসেটের বিবরণ নিম্নের ছকে দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্রের নাম	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের উৎপাদন/বিক্রয়		
		গ্যাস (এমএমএসসিএম)	গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট)	কনডেনসেট(হাজার লিটার)
১।	সালদানদী	৯৪.১৪১৭	৩৩২৪.৫৮৫৯	৭৪.৮৬৫৩
২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	৩৬৪.৮৩৬৯	১২৮৮৪.১০৫৭	১৩৩৬.০৭৮৬
৩।	শাহবাজপুর	২৯৪.৮৮৫৯	১০৪১৩.৮০৭১	১৬৩.০৬৭৪
৪।	সেমুতাং	৩৪.৫১০৫	১২১৮.৭২৮০	৬০.০৮৩৩
৫।	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর	৩৫.২১৫৬	১২৪৩.৬২৮৩	৩.৫৭৭৫
৬।	শ্রীকাইল	৩৮৮.২৫৮১	১৩৭১১.২১৮৩	১৬৮৭.৩৭১৯
৭।	বেগমগঞ্জ	৯.৪৩৮২	৩৩৩.৩০৭২	৭.১০২৬
	মোট =	১২২১.২৮৬৯	৪৩১২৯.৩৮০৫	৩৩৩২.১৪৬৬

চ) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যক্রম ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ হতে নিম্নে বর্ণিত ৩ (তিন) ধরনের কারিগরি সেবা প্রদান করা হয়েছে।

মাড ইঞ্জিনিয়ারিংঃ ভূ-তাত্তিক ও খনন বিভাগ হতে প্রাপ্ত GTO & Drilling Program এর আলোকে খননরত কূপ সমূহের Mud Program তৈরী ও Mud Program অনুযায়ী Drilling Fluid/Mud এর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ Sp. Gr., Viscosity, pH, gel strength, Fluid loss, Yield piont, Solid percent, Chloride content, Oil content etc. ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে মাড এবং কমপ্লিশন ফ্লুইড তৈরী করে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান করা হয়। তাছাড়াও মোবারকপুর # ১, তিতাস # ১০ ও ১১ এবং শাহবাজপুর # ২ কূপ সম্পাদনের লক্ষ্যে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান চলমান রয়েছে।

ওয়েল সিমেন্টেশনঃ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খননকালে সংগৃহীত তথ্যও উপাত্তের ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ভিত্তিক কেসিং সিমেন্টিং এর সিমেন্ট, সিমেন্ট এডিটিভস নির্বাচনপূর্বক Slurry design, leak-off test এবং ওয়ার্কওভার কূপসমূহে কূপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে Bull heading, Cement squeezing, Plug placing, Stuck free fluid placing, Cementation services during DST/Production testing & Pressure testing during Completion phases, Well control etc. এবং সিমেন্টেশন সার্ভিস প্রদান এবং কূপ নিয়ন্ত্রণ এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়।

কূপ পরীক্ষণ সার্ভিসঃ কূপের মাডলগ এবং ওয়্যার লাইন লগ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নপূর্বক সম্ভাব্য হাইড্রোকার্বন মজুদ জোন সনাক্ত করা হয়। সনাক্তকৃত এ জোনগুলো Perforation করে DST & Production Test করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় কূপে উৎপাদনযোগ্য গ্যাস/কনডেনসেট এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে AOF/Optimum Flow নিরূপণ করা হয়। কূপ পরীক্ষণ উপ-বিভাগ কর্তৃক খনন কূপে DST এবং Flow Test সম্পাদন করা হয়েছে এবং সালদানদী # ৪ ও সালদানদী # ১ নং কূপে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রমঃ

কোম্পানির ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ, তদানুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত অত্র উপবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রনয়ণে এ বিভাগ অগণী ভুমিকা পালন করে থাকে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কোম্পানির বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্পের কাজের ভৌতিক ও আর্থিক অগ্রগতি তদারকী এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত, উৎপাদন সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ পেট্রোবাংলার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া রুটিন কাজ হিসেবে কোম্পানির বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ পেট্রোবাংলা, মন্ত্রণালয় ও প্লানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে । নতুন নতুন প্রকল্পের পিসিপি, পিডিপিপি, ডিপিপি, টিএপিপি প্রণয়ন করতঃ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা এ বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য অর্থ বছরে ২০,৩৭২.৪৩ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৫,০৭৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে “শ্রীকাইল # ৪ এপ্র্যাইজাল কাম ডেভেলপমেন্ট কূপ খনন প্রকল্প”-এর ডিপিপি প্রণয়নসহ আনুষাংগিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ ছাড়া বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জ) তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে ICT Department একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ICT উপবিভাগ বাপেক্সের ভবন ও Mail server পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ ছাড়া Dedicated internet line এর সাহায্যে Online Mud Logging unit, Digital Drilling এবং Seismic ও Geological data monitoring system সচল রাখছে। সমস্ত বাপেক্স ভবন Wifi network এর আওতাধীন। বর্তমানে বাপেক্সের ২২৭টি Desktop ও Laptop computer-এ Wifi এর সাহায্যে Internet সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ICT উপবিভাগের তত্ত্বধানে বাপেক্স ভবনে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন Internet Protocol PAWB (IP-PAWB) System চালু করা হয়েছে। ICT উপবিভাগ বাপেক্স ভবনে Video Conference System চালু করেছে। এ ছাড়া E-governance ও E-tendering system চালু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ICT উপবিভাগ বাপেক্সের Website portal নিয়মিতভাবে update করে থাকে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

ক) ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থাঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে ৫টি গ্যাস ফিল্ড উৎপাদনে ছিল এবং ৪০টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে মোট ২৯৮,২৬৬.৮৪৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। উক্ত অর্থবছরে গ্যাসের উপজাত হিসেবে ১,৬৯,৮৪৪ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের সার্বিক অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ফিল্ডের নাম	উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	প্রসেস প্লান্টের সংখ্যা ও টাইপ	উৎপাদন দৈনিক গড়	
			গ্যাস	কনডেনসেট
তিতাস ফিল্ড	২২	৮টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন ও ৬টি এলটিএস টাইপ	৫১২ মিঃ ঘনফুট	৩৬৬ ব্যারেল
হবিগঞ্জ ফিল্ড	০৭	৬টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ	২২৫ মিঃ ঘনফুট	১২ ব্যারেল
বাখরাবাদ ফিল্ড	০৮	৪টি সিলিকাজেল টাইপ	৩৮ মিঃ ঘনফুট	১৭ ব্যারেল
নরসিংদী ফিল্ড	০২	১টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ	২৮ মিঃ ঘনফুট	৪৯ ব্যারেল
মেঘনা ফিল্ড	০১	২টি এলটিএক্স টাইপ	১২ মিঃ ঘনফুট	২১ ব্যারেল

খ) উৎপাদনঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদনশীল কূপ হতে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

গ্যাস ফিল্ড	মোট কূপ সংখ্যা	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদিত গ্যাস		উৎপাদিত কনডেন-সেট (লিটার)
			(মিলিয়ন ঘনমিটার)	(মিলিয়ন ঘনফুট)	
তিতাস	২৫	২২	৫,৩১১.০৩৯	১,৮৭,৫৫৭.৮৮২	২,১২,৯৬,৩০১
হবিগঞ্জ	১১	০৭	২,৩৩১.০৪৯	৮২,৩২০.৩৫১	৬,৭২,৫৯১
বাখরাবাদ	১০	০৮	৩৯১.৭৯৩	১৩,৮৩৬.০৬৪	৯,৯০,১৮০
নরসিংদী	০২	০২	২৮৯.৮০৩	১০,২৩৪.৩২৫	২৮,২৭,৬৭১
মেঘনা	০১	০১	১২২.২৭৮	৪,৩১৮.২২৪	১২,১৪,০০১
মোটঃ	৪৯	৪০	৮,৪৪৫.৯৬২	২,৯৮,২৬৬.৮৪৬	২,৭০,০০,৭৪৪

গ) মজুদ ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদনঃ

কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের সর্বশেষ জরিপ তথ্যানুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২.০০ বিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে গত ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৭,৪২৬.৯১১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা হয়েছে যা উত্তোলনযোগ্য মোট মজুদের ৬০.৬২% ।

ঘ) সাফল্যঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণ তথা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত ০৯৯৫ করণ এবং আগামী দিনে গ্যাস সংকট মোকাবেলাসহ ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মোট ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান ছিল তন্মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ২টি, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১টি, জাইকার অর্থায়নে ১টি ও জিডিএফ অর্থায়নে ৫টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত।

গৃহীত প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে দৈনিক প্রায় ৬৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করতে অত্র কোম্পানি সমর্থ হয়েছে, যার মধ্যে ২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস অতিরিক্ত সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপসমূহ হতে গ্যাস উৎপাদনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

দৈনিক মোট গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	কূপের নাম	দৈনিক গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদন শুরুর সময়
৬৩	তিতাস-১১	৩০	এপ্রিল, ২০১৬
	তিতাস-২১	৮	জুন, ২০১৬
	বাখরাবাদ-১০	৫	জুন, ২০১৬
	তিতাস-১০	২০	জুলাই, ২০১৬

এছাড়া প্রকল্পসমূহের আওতায় বাখরাবাদ ফিল্ডে কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যমান গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

উক্ত অর্থবছরে কোম্পানির অধীনে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের খাত-ওয়ারি পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক গ্যাসঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানিবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ১৫২৭.১৩ এমএমএসসিএম গ্যাস উৎপাদিত হয়।

পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি ঃ

কনডেনসেটঃ

এ অর্থ বছরে হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানিবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৫৬০৪৪.৪১ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

এনজিএলঃ

এ অর্থবছরে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত মোট ২৫৭৬৪.০০ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির এলপিজি প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়।

পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনঃ

এ অর্থ বছরে কোম্পানি কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ৭৯২৩৯.৬১ কিলোলিটার পেট্রোল, ১৭০৩৬.৫৬৩ কিলোলিটার ডিজেল ও ১৬২৬৬.৬৭৩ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে।

সাফল্যঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিগত ৫ বছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করেছে।

৩.০ আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

বিক্রয়লব্ধ আয়ঃ

আলোচ্য অর্থ-বছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ

পণ্য	২০১৫-২০১৬
	আয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
গ্যাস	৪৮,৯৯২.৯৫
কনডেনসেট	১৫,৮০৫.৪৮
পেট্রোল	৪৫,৯০৮.৮৯
ডিজেল	১০,২৪২.২৯
কেরোসিন	১০,১১৩.৫৫
এনজিএল	৮,৬৩৮.৪৯
কনডেনসেট বিক্রির উপর প্রিমিয়াম	১,৩৯৪.৮৬
মোট আয়	১৪১,০৯৬.৫১

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি ঃ

(ক) কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কোম্পানিতে ০১টি কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স টীম, ০২টি টাস্কফোর্স, ০১টি কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স, জোনভিত্তিক ০৮টি ভিজিল্যান্স টিম, ০৩ টি আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম, ০২টি বাণিজ্যিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টীম ও ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের ০১টি টীমসহ সর্বমেট ১৮টি টীম পুর্ণগঠন করা হয়। ভিজিল্যান্স টীম পুর্ণগঠনের ফলে জুলাই-২০১৫ হতে জুন-২০১৬ পর্যন্ত ভিজিল্যান্স কার্যক্রমে বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে-

- ভিজিল্যান্স টিমসমূহ কর্তৃক পরিদর্শনকৃত গ্রাহকসংখ্যা মোট ৮৫৯৯ টি।
- বকেয়া গ্যাস বিল এবং অবৈধ কার্যকলাপের কারণে ১১৯০৯টি আবাসিক, ১১৩টি বাণিজ্যিক, ৪৪টি শিল্প ও ১৫টি সিএনজি সহ মোট ১২০৮১টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুনঃসংযোগ প্রদানকালে বকেয়া গ্যাস বিল, অনিবন্ধিত গ্যাস বিল, জরিমানা ইত্যাদি খাতে মোট ৩১,৮১,৫৫,৫৩৮.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

(খ) ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক সংযোগের বিবরণ নিচের ছকে প্রদর্শন করা হলো :

৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক সংযোগ বিবরণী

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ সংখ্যা
বিদ্যুৎ	০৫
সার	০৪
শিল্প	১,০৪৮
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৭৭
বাণিজ্যিক	২,৭৮৮
মৌসুমি	-
চা-বাগান	০২
সিএনজি	৬৮
গৃহস্থালি	৫,৯৭,১৮২
মোট	৬০,২০,৭৪

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

ক) রাইজার উত্তোলন ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৪১.০২ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য ১,৫৯৩টি রাইজার উত্তোলন করা হয়।

খ) গ্রাহক সংযোগ ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫,৫৩৮টি। কিন্তু আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০২টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ০২টি শিল্প, ০১টি চা বাগান, ১৩টি বাণিজ্যিক ও ১৪,৬২৫টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করে মোট ১৪,৬৪৩ জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১৬৪.৪১% বেশী। ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,২৩,৭৮৪ টি।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	২০১৫-২০১৬ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০১৫-২০১৬		৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
		প্রকৃত সংযোগ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন	
সারকারখানা	০১	-	-	০১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	-	১৪
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	০৩	০২	-	১০৮
সি এন জি	-	-	-	৫৬
শিল্প	০২	০২	-	১০১
চা-বাগান	-	০১	-	৯৪
বাণিজ্যিক	০৬	১৩	১১	১৬৯২
আবাসিক	৫৫২৬	১৪৬২৫	৩৩৭	২২১৭১৮
মোট	**৫৫৩৮**	**১৪৬৪৩**	**৩৪৮**	**২২৩৭৮৪**

গ) গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম প্রক্রিয়া। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০১টি চা বাগান, ০১টি শিল্প, ৬৫টি বাণিজ্যিক ও ২,৮১৫টি আবাসিকসহ মোট ২৮৮২ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ২.৯৬ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ২.৩৭ কোটি টাকা আদায় পূর্বক ০১টি চা বাগান, ৩৩টি বাণিজ্যিক ও আবাসিক ২৩০৪টি সহ সর্বমোট ২৩৩৮ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

গ্রাহক শ্রেণী	অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
চা বাগান	০১	০.০৬০২	০১	০.০৬০২
শিল্প	০১	০.০০৯৩	--	--
বাণিজ্যিক	৬৫	০.৪০	৩৩	০.২০
আবাসিক	২৮১৫	২.৪৯	২৩০৪	২.১১
মোট	**২৮৮২**	**২.৯৫৯৫**	**২৩৩৮**	**২.৩৭**

ঘ) নিরাপত্তা কার্যক্রম ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ০১টি অগ্নিদুর্ঘটনা সহ সর্বমোট ১৭৭৭টি দুর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। এ সমস্ত দুর্ঘটনার মধ্যে অগ্নিকান্ডজনিত ০১টি দুর্ঘটনায় সম্পদের নগণ্য ক্ষতি সাধিত হয়; আর্থিক দিক দিয়ে যার পরিমাণ ১,৫৬০/- (এক হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা মাত্র। এছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি, গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি এবং কেউ আহত হয়নি বা কারও জীবনহানি ঘটেনি।

গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিকরণ কমিটি কর্তৃক প্রতিমাসে স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে তদারকি করা হয়। উক্ত কমিটির তদারকি অব্যাহত আছে। কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/আবিকা/শাখার তথ্য মতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্বল্পচাপ পাইপলাইন ও রাইজারের লিকেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-২০১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	দুর্ঘটনার/অনুঘটনার বর্ণনা	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ
১।	অগ্নি দুর্ঘটনা	২৪	০১	বজ্রপাত
২।	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-এ লিকেজের সংখ্যা	৬৫	১৩২	দীর্ঘকালীন ব্যবহার
৩।	রাইজার হতে লিকেজের সংখ্যা	৬৬৭	৪৭৬	”
৪।	গ্রাহক আঙ্গিনাতে লিকেজের সংখ্যা	২৩৬	১৬৭	”
৫।	অন্যান্য	১৭৫	১০০১	নানাবিধ
		১১৬৭	১৭৭৭	

ঙ) সাফল্য ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫,৫৩৮টি। কিন্তু আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ০২টি শিল্প, ০১টি চা বাগান, ১৩টি বাণিজ্যিক ও ১৪,৬২৫টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করে মোট ১৪,৬৪৩ জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১৬৪.৪১% বেশী। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগসহ ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,২৩,৭৮৪ টি।

এছাড়া, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ২৪৯৮.৬৮০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ২৭০৮.৬৫১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১২৪৮.৯১ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ১৩৩১.৮২ কোটি টাকা।

অপরদিকে, গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ নিতি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২% কারিগরি সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলেও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সিস্টেম লস শূন্যতে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে।

জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিঃ লিঃ-এর সর্বিক কর্মকান্ডে কিছু ছবি তুলে ধরা হলোঃ

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা-২০১৫ উপলক্ষে জালালাবাদ গ্যাসের স্টল পরিদর্শন করছেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সিলেট সফরকালে জালালাবাদ গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ রেজাউল ইসলাম খান তাঁকে স্বাগত জানান।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

(ক) গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কভূক্ত এলাকায় ৬ ইঞ্চি ০.০০৬ কিঃমিঃ, ৪ ইঞ্চি ০.০৪৫ কিঃমিঃ, ২ ইঞ্চি ০.২৪৪ কিঃমিঃ, ১ ইঞ্চি ০.৬৬৬ কিঃমিঃ এবং ৩/৪ ইঞ্চি ০.৩২২ কিঃমিঃ অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১.২৮৩ কিঃমিঃ গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়।

(খ) গ্রাহক গ্যাস সংযোগ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পিজিসিএল-এর আওতাভূক্ত এলাকায় মোট ৪ টি শিল্প, ৯,৮৩৬ টি নতুন আবাসিক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

ক) বাংলাদেশের সিএনজি সম্প্রসারণ কর্মসূচি ঃ

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বায়ু-দূষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে। আরপিজিসিএল গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারসন ওয়ার্কশপ স্থাপনের অনুমোদন প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে সেবা ফি আদায়।
- কোম্পানির জোয়াসাহারাস্থ নিজস্ব সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে সিএনজি বিক্রয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান।
- কোম্পানির সেন্ট্রাল ও জোনাল ওয়ার্কশপ হতে ক্রেডিট/নগদ সুবিধায় গাড়ি কনভারসন, টিউনিং, সিলিন্ডার রি-টেস্টিং সেবা প্রদান।
- সিএনজি সংশ্লিষ্ট আমদানিকৃত মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি এসআরও-এর আওতায় ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সিএনজি কার্যক্রম তদারকি ও পরীবিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা।
- সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রয়োজনিয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পাঁচ বছর অন্তর অন্তর (Periodically) গাড়িতে সংযুক্ত ও সিএনজি স্টেশনের ক্যাসকেড সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ।
- সিএনজির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কিত জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি নিয়মিতভাবে বহুল প্রচারিত পত্রিকা এবং সরকারি ও বেসরকারি টিভিতে স্কল আকারে ও কোম্পানির ওয়েব (www.rpgcl.org.bd) সাইটে প্রকাশ করা হয়।
- সিএনজি যানবাহন সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনাসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়।
- জননিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে গাড়ীতে অবৈধ ও নিম্নমানের গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার বন্ধ এবং কাভার্ড ভ্যানে অবৈধভাবে সিলিন্ডার গ্যাস পরিবহন বন্ধ করার লক্ষ্যে মোবাইল টিম গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়াও, সময় সময় সরকার ও পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করা হয়।

বর্তমানে দেশের ২৩টি জেলায় গ্যাস নেটওয়ার্কের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৫৮৯টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং ১৮০ টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা চালু রয়েছে। তন্মধ্যে বিদ্যমান পেট্রোলপাম্পে ৩২টি, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে ৪৯৪টি, বরাদ্দপ্রাপ্ত সরকারি জমিতে ৬২টি এবং আরপিজিসিএল-এর প্রধান কার্যালয়ে নিজস্ব আঙ্গিনায় ০১টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন চলমান রয়েছে। এ সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন ২.৫ লক্ষের অধিক যানবাহনে নিরবচ্ছিন্নভাবে সিএনজি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানার অনুমোদনের বিপরীতে নির্ধারিত ফি আদায়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৩৭০টি সিএনজি স্টেশন ও ৭১টি সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ হতে অনুমোদন ফি বাবদ ১.১২ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

খ) বাংলাদেশে সিএনজি কার্যক্রমের চিত্র ঃ

সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ এবং বিআরটিএ'র তথ্য মোতাবেক সারাদেশে চলমান সিএনজি চালিত যানবাহনের সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

অর্থ বছর	স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনের (সংখ্যা)	স্থাপিত সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপের (সংখ্যা)	রূপান্তরিত গাড়ির (সংখ্যা)	মোট সিএনজিচালিত গাড়ির (সংখ্যা)
১৯৮৩-২০১০	৫৮২	১৭০	১,৫৩,৫৪৮	১,৯৩,৭০২
২০১০-২০১১	৫	১০	১৩৩৪৩	১৩৪৭৬
২০১১-২০১২	-	-	৫৭৯২	৫৮৮১
২০১২-২০১৩	-	-	৪৩৮২	৪৩৮৯
২০১৩-২০১৪	-	-	৬৪৮৭	৬৪৮৭
২০১৪-২০১৫	০২	-	৩৭,৩৬৮	৩৫,১১৫
২০১৫-২০১৬	-	-	৩২,২৮৯	৩৪,৫৪২

গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমুহঃ (টিজিটিডিসিএল/বিজিডিসিএল/জেজিটিডিএসএল/কেজিডিসিএল এবং পিজিসিএল) হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুন ২০১৬-এ ৫৫৪টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০২ এমএমসিএম (গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১২০ মিলিয়ন ঘনফুট) প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে, যা দেশের মোট ব্যবহারের প্রায় ৫%। জ্বালানি তেলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানি আমদানি খাতে সরকারের প্রতি মাসে গড়ে ১১১৭ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। সিএনজি'র বহুল ব্যবহারের কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। বায়ুদূষণ রোধকল্পে সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক অতীতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ন্যাচারাল গ্যাস ভেহিক্যাল (আইএএনজিভি) হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিএনজি চালিত যানবাহনে মোট সিএনজি ব্যবহারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৯ম এবং যানবাহনের ঘনত্বের হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়ায় ২য় ও বিশ্বে ৬ষ্ঠ।

গ) সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ মনিটরিং ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে চলমান সিএনজি স্টেশন/কনভারসন ওয়ার্কশপের মধ্যে ৮৮টি সিএনজি স্টেশন এবং ১২টি যানবাহন রূপান্তর কারখানা কোম্পানির প্রকৌশলী ও কারিগরী কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত সিএনজি স্টেশন/ওয়ার্কশপ প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনাবলীর বিপরীতে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আরপিজিসিএল কর্তৃক তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনিয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ঘ) সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা মনিটরিং ঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা সরেজমিন পরিদর্শন ও তদারকি করা হয়ে থাকে। দূর্ঘটনা পরিদর্শন পরবর্তী সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। সাধারণতঃ যেসকল কারণে সিএনজি সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা সংঘটিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

ক) অনুমোদিত ও মানসম্মত সিএনজি সিলিন্ডার, সিএনজি কিট ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার না করা।

খ) চালকদের অসচেতনতা ও বেপরোয়া গাড়ী চালনা।

গ) সিএনজি চালিত যানবাহনের নিরাপত্তা বিষয়ে গাড়ী চালকের প্রশিক্ষণ না থাকা ।

ঘ) ইলেকট্রিক সর্ট সার্কিট ও ইঞ্জিনে অতিরিক্ত তাপমাত্রা (Overheat)।

ঙ) সিএনজি সিলিন্ডার ও যন্ত্রাংশ সময়মত পুনঃপরীক্ষা না করা।

ঙ) সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ঃ

আরপিজিসিএল কর্তৃক সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সিএনজি'র মানসম্মত ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ লিফলেট ও ব্রশিওর বিতরণ কার্যক্রম এবং সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রল আকারে বিজ্ঞাপন অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানাসমূহ কোম্পানির প্রকৌশলী ও কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সময় সময় পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চ) এনজিভি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ কার্যক্রম ঃ

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী সিএনজিচালিত যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারসমূহ প্রতি ০৫ বছর অন্তর অন্তর পুনঃপরীক্ষণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিষয়টি সিএনজিচালিত যানবাহন ব্যবহারকারীর জান- মালের নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে সময় সময় যোগাযোগ করা হয়। এনজিভি সিলিন্ডার রিটেস্টিং বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন লিফলেট ও ব্রশিওর বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে এবং সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে স্ক্রল আকারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আরপিজিসিএল-এর দুটি রিটেস্টিং সেন্টারে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১৮৩৬টি সহ এযাবৎ ৫৬৩৬টি এনজিভি সিলিন্ডার রিটেস্ট করা হয়েছে। আরপিজিসিএল-এর পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি কনভারশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫৬,৫২৭টির অধিক এনজিভি সিলিন্ডার রিটেস্ট করা হয়েছে।

ছ) এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন ও বিপণনঃ

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমূখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অধীনে ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে কৈলাশটিলায় এলপিজি প্লান্ট (ইউনিট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্লান্ট (ইউনিট-২) টার্ণ-কী ভিত্তিতে বিদেশী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপন ও কমিশনিং পূর্বক চালু করা হয় এবং অপারেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্ল্যান্ট দু'টির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশবান্ধব এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান কৈলাশটিলাস্থ 'এলপি গ্যাস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত এমএস ও এইচএসডি বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

জ) আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রমঃ

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যেমন আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডস এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানিবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস-এর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়।

সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুদ করে সেখান থেকে বিপিসি'র পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তৈল বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে জাহাজযোগে চট্টগ্রামস্থ ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড-এ পরিশোধনের জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ। এছাড়া, জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে জরুরী প্রয়োজনে এ স্থাপনা হতে ট্যাংক লরিযোগে কনডেনসেট ডেলিভারি প্রদানের জন্য 'লোডিং-বে' নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে শেভরনের বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ বর্ধিত কনডেনসেট উৎপাদনের প্রেক্ষাপটে, বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট কনডেনসেট সরবরাহের জন্য সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা হতে নদী পথে জাহাজযোগে কনডেনসেট সরবরাহের নিমিত্ত চুক্তি অনুযায়ী বে-সরকারি উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ইতোমধ্যেই কনডেনসেট সরবরাহ শুরু করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

ক) কয়লা উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

৭ জুন ২০১৫ তারিখে এ ফেইস হতে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। ফেইসটির ডিজাইন স্ট্রাইক লেন্থ ৫৫৯ মিটার এবং ফেইস লেন্থ ১২৪.৫ মিটার। ফেইসটি থেকে শেয়ারার কাটিং এর মাধ্যমে ৩.০০ মিটার এবং Top Coal Caving এর মাধ্যমে ২.০০ মিটার উচ্চতাসহ মোট ৫.০০ মিটার কয়লা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ফেইসটি ৫৬১.৭০ মিটার রিট্রিট করে কয়লা উৎপাদন শেষ করা হয়। ফেইসটি হতে ৪,৪৮,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ৬,৩১,২২৮ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১,৫১,২২৮ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৩১.৫০% বেশি।

১২০৫ ফেইস থেকে ২১ এপ্রিল ২০১৫ তারিখ হতে কয়লা উৎপাদন শুরু করা হয়েছিল। কিন্ত ৯১.৮০ মিটার রিট্রিট করার পর ফেইস হতে অতিরিক্ত পানি নিঃসরণ হওয়ার ফলে ২০ জুন ২০১৪ তারিখ হতে নিরাপত্তাজনিত কারণে সাময়িকভাবে কয়লা উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৭০ মিটার নিরাপত্তা পিলার রেখে অবশিষ্ট ৬৪১ মিটার স্ট্রাইক লেন্থ-এর কয়লা লংওয়াল মাইনিং পদ্ধতিতে ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে উৎপাদন শুরু হয়ে ৩১ মে ২০১৬ তারিখে সাফল্যজনকভাবে শেষ হয়। ফেইসটি মোট ৬৭৩.৫৮ মিটার রিট্রিট করে এবং উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪,০০,০০০ মেট্রিক টন এর বিপরীতে মোট ৪,২২,২৮০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ২২,২৮০ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৫.৫৭% বেশি।

খ) কয়লা উৎপাদন ও রোডওয়ে উন্নয়ন ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১০,২১, ৬২৩.১০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে এবং মোট ২,৬৫৯.৪০ মিটার রোডওয়ের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূ-গর্ভের রোডওয়ে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তির এক সেট রোড হেডার (Model Boom type EBZ-132 Road Header) ক্রয় পূর্বক সংযোজন করা হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির শিলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমজিএমসিএল এবং জার্মানিয়া-ট্রেষ্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services" সংক্রান্ত ১৭১.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জিটিসি ছয় বছরে ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদনসহ ১২টি স্টোপ ও ভূ-গর্ভস্থ রোডওয়ে এর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় জিটিসি গত ২৪ ফেব্রুয়ারী হতে ১ম শিফট এবং ১৭-০৫-২০১৪ তারিখে ২য় শিফটের কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে খনি হতে মোট ১,৫৩,৭১৯ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদিত হয়েছে। এ সময় মোট ৬,২৫,৮৩১.০০ মেট্রিক টন শিলা বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া খনি হতে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন শুরু হওয়ায় শিলা বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানোসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে।

চুক্তি স্বাক্ষর

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক) সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থা/কোম্পানির নাম	খাত ভিত্তিক সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমাণ						সর্বমোট
		সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	কর্পোরেট ট্যাক্স	সিডি/ভ্যাট	ডিএসএল	রয়্যালটি	ডিভিডেন্ড	
১।	পেট্রোবাংলা	১৫৫৩.১৩	৭০৪.০০	-	-	-	-	২২৫৭.১৩
২।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিমিটেড	২৫০২.৬৬	১৪৫.৭৮	-	৫১.৬৬	-	৬৩.৫৪	২৭৬৩.৬৪
৩।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৪৭৭.০৫	১০৩.৮৯	-	৩.৪২	-	১৬৯.৫৭	৭৫৩.৯৩
৪।	বাপেক্স	২৭২.৭৮	৯.৯৬	-	১২.২০	-	-	২৯৪.৯৪
৫।	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিমিটেড	-	২৮৫.২০	৯.২৫	৩১.২২	-	৮৯.০৩	৪১৪.৭০
৬।	জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি স্টিমস লিঃ	-	৩৪.২৮	২.১৪	৪.০২	-	৩৫.১০	৭৫.৫৪
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	-	১৭.০৫	২৫.০১	৪.১৭	-	২৫.৩৪	৭১.৫৭
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	-	৬.২৪	৩.৪০	-	-	১৪৮.৫৫	১৫৮.১৯
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	-	১১.৪১	-	১৬.৮৭	-	১৩.৭০	৪১.৯৮
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	-	২.৭৫	-	-	-	-	২.৭৫
১১।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ	২৮.১৬	৮৯.৫৮	৬.৭৫	৫৯.২৯	৩১.০৮	৮১.৮৪	২৯৬.৭০
১২।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ	৯.৪৪	৩.৯০	২.৯৭	-	৩.৪৩	-	১৯.৭৪
১৩।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ	-	১৩০.২০	৪.১২	১১৫.৩৬	-	৪৩.৩০	২৯২.৯৮
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ	-	৮.১২	২০.৭৭	২৮.৭০	-	২০.১২	৭৭.৭১
	সর্বমোট =	৪৮৪৩.২২	১৫৫২.৩৬	৭৪.৪১	৩২৬.৯১	৩৪.৫১	৬৯০.০৯	৭৫২১.৫০

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমুহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য/উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ

১) মোবারকপুর তেল / গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প ।

২) হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

৩) সাপ্লাই ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট অব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি।

৪) বাপেক্স এর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সালদা # ৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫)।

৫) ভেড়ামারা খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।

৬) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্প।

৭) গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপসিটি এক্সপানশন প্রকল্প।

৮) অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাষ্ট ট্রাক প্রোগাম প্রকল্প।

৯) সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প।

খ) নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহ ঃ

১) রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন।

২) রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেরশন প্ল্যান্ট স্থাপন।

গ) জিডিএফভুক্ত প্রকল্প ঃ

১) তিতাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ এলাকায় কূপসমূহের ওয়ার্কওভার।

২) শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ প্রকল্প।

৩) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ।

৪) আইডিকো রিগ এর ইঞ্জিন মাড ট্যাংক এবং ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম পুনর্বাসনকরণ প্রকল্প।

৫) বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ১০নং কূপ খনন প্রকল্প।

বাংলাদদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় তিতাস, বাখরাবাদ, সিলেট, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের রিজার্ভয়ার স্ট্রাকচারে গ্যাস মজুদের পরিমাণ, স্ট্রাকচারের বিস্তৃতিসহ সার্বিক ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ণয়ের জন্য ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় বিজিএফসিএল অংশের জন্য প্রকল্প সাহায্য ২৯.২৪ কোটি টাকাসহ মোট ৮৫.১৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় বিজিএফসিএল অংশে তিতাস স্ট্রাকচারে ৩৩৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্নপূর্বক ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ০৩ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদন তিতাস ফিল্ডে সর্বমোট ১১টি নতুন কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে জিডিএফ অর্থায়নে ১টি কূপ (তিতাস-২৭) খনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এডিবি অর্থায়নে ৪টি কূপের মধ্যে ২টি কূপ (তিতাস- ২৫ ও ২৬) খনন করা হয়েছে ও অপর ১টি কূপের (তিতাস-২৪) খনন কার্যক্রম চলছে। এ কূপের খনন কার্য সম্পন্নের পর তিতাস ২৩ নং কূপের খনন শুরু করা হবে। এ প্রকল্পের

আওতায় বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে ২১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্নপূর্বক ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ১৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখে চুড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে সর্বমোট ৩টি নতুন কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাখরাবাদ ১০ নং কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর কার্যক্রম সমন্বয়ে অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাষ্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় বিজিএফসিএল অংশে ১১৩৫.২৫ কোটি টাকা ও এসজিএফএল অংশে ১৬৫.২৫ কোটি টাকাসহ মোট ১৩০০.৫০ কোটি টাকা। প্রকল্পের বিজিএফসিএল অংশে তিতাস ২০, ২১, ২২ ও ১৯ নং কূপের খনন ও কমপিশন কাজ আগষ্ট, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ সময়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তিতাস ২০, ২২ ও ১৯ নং কূপ হতে দৈনিক ৪২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। তিতাস ২১ নং কূপ হতে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন শুরুর পর অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ২০ জুন, ২০১৪ থেকে কূপটি হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। জিডিএফ অর্থায়নে ১টি ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় তিতাস ২১ নং কূপটিকে পুনঃউৎপাদনে আনা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে কূপগুলো হতে উৎপাদিত গ্যাস প্রসেস করা হচ্ছে।

তিতাস ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের আলোকে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী জিডিএফ অর্থায়নে তিতাস ২৭ নং কূপ খনন প্রকল্পটি ২৮.৫০ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় তিতাস ২৭ নং কূপের খনন কার্য ২০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে শুরু হয় এবং খনন সম্পন্নের পর ১০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখ হতে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়। বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ১৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মজুদকৃত খনন মালামাল দিয়ে কূপটির খনন কার্য সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় ৭টি গ্রুপের সকল খনন মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

বাস্তবায়িত প্রকল্প/উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্প বাস্তবায়ন
০১	এপ্রাইজাল অব গ্যাস ফিল্ডস (৩-ডি সাইসমিক), এসজিএফএল অংশ।	গ্যাস উৎপাদনের জন্য কূপ খনন/ওয়ার্কওভার বা এতদসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে রিজার্ভয়ারের সঠিক চিত্র পাওয়া।	রশিদপুর ফিল্ডে ৩২৫ বর্গ কিঃ মিঃ, কৈলাশটিলা ফিল্ডে ১৯০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং সিলেট ফিল্ডে ১৯০ বর্গ কিঃ মিঃ অর্থাৎ মোট ৭০৫ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।
০২	অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্রাক প্রোগাম (এসজিএফএল অংশ)।	দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের এসজিএফএল অংশের আওতায় রশিদপুর ফিল্ডে ১টি নতুন কূপ (কূপ নং ৮) খনন করা।	রশিদপুর-৮ নং কূপের আপার গ্যাস স্যান্ড (১৪৭৫-১৪৯৭ মিটার এমডি) হতে দৈনিক প্রায় ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ থেকে উত্তোলন করা হচ্ছে।
০৩	কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ০১ টি মূল্যায়ন তেল কূপ/ উন্নয়ন গ্যাস কূপ খনন (কৈলাশটিলা-৭)।	কৈলাশটিলা ৭ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ৫০০ ব্যারেল তেল অথবা দৈনিক ২৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা।	গ্যাস উৎপাদন কূপ হিসেবে কমপ্লিশন করা হয়েছে।
০৪	রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পান্টে ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ।	রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পান্টের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।	প্রকল্পের আওতায় ২টি ট্যাংক স্টোরেজ ট্যাংক (৬০,০০০ ও ২০,০০০ ব্যারেল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ

ক) কোম্পানির কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ

কোম্পানির কর্মকর্তাদের আবাসনের জন্য চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান এ, বি এবং সি টাইপের তিনটি আবাসিক ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি আবাসিক ভবন পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০তলা বিশিষ্ট 'সি' টাইপ ভবন পুনঃনির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। 'বি' টাইপ ভবন নির্মাণের জন্য ডিজাইন, ড্রয়িং ও প্রাক্কলন প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই দরপত্র আহ্বান করা হবে। পর্যায়ক্রমে 'এ' টাইপ আবাসিক ভবনও পুনঃনির্মাণ করা হবে।

খ) ডিআরএস সমূহের নিরাপত্তা বেস্টনি নির্মাণ ঃ

ডিআরএস সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা বেষ্টনি পুনঃনির্মাণসহ অপারেটরদের জন্য কক্ষ নির্মাণ কার্যক্রম চলছে।

গ) সিসিটিভি এবং ফায়ার ফাইটিং স্থাপন ঃ

প্রধান কার্যালয়ের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সিসিটিভি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

ঘ) ওয়াল ক্যাবিনেট নির্মাণ ঃ

আবাসিক গ্রাহকদের নথি সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কক্ষে ওয়াল ক্যাবিনেট নির্মাণ কাজ চলছে।

৪.৫ গ্যাস বিতরণ নের্টওয়াক নির্মাণ ঃ

বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ কোম্পানির ৬০/১৫০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম হতে ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস পাইপলাইন এবং চট্টগ্রাম রিং মেইন পাইপলাইন হতে সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৯৬০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস পাইপলাইন রয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ৩/4 ইঞ্চি হতে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১২৪.৮৩ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ

সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিসন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট ঃ

জালালাবাদ গ্যাস অধিভূক্ত বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত এলাকাসমূহে উচ্চচাপ ব্যালেন্সিং পাইপলাইন নির্মাণ, সিলেট জেলার বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ ও ওসমানিনগর এবং মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলাসমূহকে গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের সর্বমোট ১১৪ কিলোমিটার উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মাণ, ৪টি নতুন ডিআরএস নির্মাণ, ৫টি ডিআরএস মডিফিকেশন কাজ এবং স্থাপিতব্য নেটওয়ার্ককে সিপি সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য ৫টি থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর (টিইজি) স্থাপনপূর্বক সিপি কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে "সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৳ ৯০৭৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি খাতের ৳ ৮,০৭৫.০০ লক্ষ টাকা (ঋণ ও ইক্যুইটি ৬০ঃ৪০) ও নিজস্ব খাতের ৳ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৮-০৫-২০১২ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।

প্রকল্পের অধীনে এনটিএল থেকে লাইনপাইপ এবং বৈদেশিক মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত মূল্যের স্থানিয় ও বৈদেশিক মূদ্রার পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটায় ডিপিপির আন্তঃখাত সংশোধন করা হয় যা বিগত ২১-০১-২০১৩ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় সর্বমোট ৯৭.২৮ কোটি টাকা (নঃ বৈঃ মুঃ ৩১.২৭ কোটি টাকা, জিওবি ৮৭.২৮ কোটি টাকা, নিজস্ব অর্থায়ন ১০.০০ কোটি টাকা)।

বাস্তবতার নিরিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ অপরিহার্য হওয়ায় কোম্পানির ৩৩২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিশেষ করে তাজপুর, রশিদপুর, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, রাজনগর ইত্যাদি এলাকাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য স্থানে বিভিন্ন ব্যাসের ৭৫ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ৩টি বিদ্যমান ডিআরএস-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিআরএস মডিফিকেশন এবং ৭টি সিপি স্টেশন নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত করে সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি'র ২য় সংশোধনির

উদ্যোগ নেয়া হয় যা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ৩১-১২-২০১৪ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় সর্বমোট ১০৬.৮৩ কোটি টাকা (জিওবি ৮৭.০৩ কোটি টাকা ও নিজস্ব অর্থায়নে ১৯.৮০ কোটি টাকা) যার মেয়াদ আগামী জুন ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

প্রকল্পের মেয়াদকালের মধ্যে ৮" ও ৭" ব্যাসের মোট ১১৪ কিঃমিঃ উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪টি নতুন ডিআরএস নির্মাণ করা হয়েছে ও প্রকল্পের আওতাধীন বিদ্যমান ডিআরএস সমূহ মডিফিকেশন করতঃ ৭টি সিপি স্টেশন নির্মাণ কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭% ও ভেস্ত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের সার্বিক কাজ সম্পন্ন করতঃ আইএমইডি'র প্রণীত ছক অনুযায়ী প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি ছক (পিসিআর) প্রণয়ন করে গত ২ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড ঃ

আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণপূর্বক Barge Facility এর মাধ্যমে নদীপথে কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার নির্দেশনায় প্রতিকূল পরিস্থিতিসহ যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক পথে কনডেনসেট সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক সুবিধাধিসহ ০২টি লোডিং-বে স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

এছাড়াও, আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২নং স্টোরেজ ট্যাংকের বটম মেরামত, সংস্কার এবং কমিশনিং কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ইনফ্লুয়েন্স জোনসহ মাইনিং এলাকায় বসবাসকারী ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হামিদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পলাশবাড়ীতে ৩০ একর জমির উপর নির্মিত আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের কাজ জানুয়ারি ২০১৫ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত আশ্রায়ন-২ প্রকল্পে ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪টি পাকা ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

খনির নিরাপত্তার স্বার্থে আপৎকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এমপিএমএন্ডপি চুক্তির শর্তানুযায়ী দুটি ৩.০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর স্থাপনের অংশ হিসেবে ১টি ৩.৫ মেগাওয়াট এবং অপর ১টি ৩.৩৮ মেগাওয়াট, ৬০০০ ভোল্ট ডিজেল জেনারেটর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে নতুন স্থাপিত জেনারেটর দুটির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ অব্যাহত আছে। খনি হতে এলটিসিসি পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ভূ-গর্ভে পানি নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত পানি ভূ-গর্ভ থেকে সারফেসে উত্তোলনের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভের পাম্পিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য -৪৩০ মিঃ লেভেল-এ পুরাতন ৩টি ৫০০ কিলোওয়াট (৫০০ ঘনমিটার/ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প ৩টি নতুন ১৮০০ কিলোওয়াট (৭২০ ঘনমিটার/ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত -৪৩০ মিঃ লেভেল-এ অতিরিক্ত ৫০০ কিলোওয়াট (৫০০ ঘনমিটার/ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন পুরাতন একটি পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে সামগ্রিকভাবে ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বর্তমানে ৩২৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা। এছাড়া সারফেস ও আন্ডারগ্রাউন্ডে ফ্রেশ ওয়াটারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃতীয় একটি ডিপ পাম্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ফ্রেশ ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংক হতে ওভারহেড ট্যাংকে পানি উত্তোলনের জন্য বিদ্যমান ৪টি সাপাই পাম্পের অতিরিক্ত আরো ০২টি ১৮.৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করেছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স) ঃ

১। মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প ঃ

কূপ খনন ৩৪৬৪ মিটার পর্যন্ত করার পর কূপের Wire Line Logging সম্পাদন পূর্বক 9⅝ কেসিং এবং সিমেন্টেশন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। কূপ খনন অগ্রগতি ৪৩৭৯ মিটার। কূপের জটিলতার কারনে logging সহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। খননকৃত কূপের ৪১৭৫ মিটার গভীরতায় গত ০৩-০৬-২০১৫ তারিখে ড্রিল পাইপ স্টাক হয়ে যায়। ৩৬২০ মিটার গভীরতা হতে পাইপ উদ্ধার করা হয়েছে। Directional Drilling Service ভাড়া করে মোবারকপুর # ১ কূপে সাইড ট্রাকিং করার জন্য প্রকল্পের আরডিপিপি বিষয়ে গত ২৮.১০.২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আরডিপিপি'টি প্রয়োজনিয় সংশোধন পূর্বক পুনঃ উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক আরডিপিপি সংশোধন পূর্বক ৩০-১২-১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং গত ০৯-০২-২০১৬ তারিখে এননেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ১০/০৫/২০১৬ তারিখে ৪৩৩৭ মিঃ হতে ৪৬১২ মিটার পর্যন্ত সিমেন্ট প্লাগ, ১৫/০৫/২০১৬ তারিখে ৩৪০০ মিঃ ব্রিজ প্লাগ স্থাপন, ১৬/০৫/২০১৬ ৩৩০৩ মিঃ - ৩৪০০ মিঃ সিমেন্ট প্লাগ এবং ২৩/০৫/২০১৬ তারিখে ১০৪ মিঃ - ২০০ মিঃ পর্যন্ত সিমেন্ট প্লাগ করে কূপের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

২। প্রকিউরমেন্ট অব গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট ফর শাহবাজপুর ফিল্ড প্রকল্প ঃ

সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৭৭.৮১ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ৬৭.৪৩ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে দৈনিক ৭০ মিলিয়ন (২৩৫) ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন গণ্ডাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। গত ১৬ মে ২০১৫ হতে ভোলাস্থ পিডিবি'র পাওয়ার প্ল্যান্টে (পাওয়ার প্ল্যান্টের গ্যাস টারবাইনের কমিশনিং এর উদ্দেশ্যে) এবং রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টে সহ অন্যান্য গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করে প্ল্যান্টে কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৬ মে ২০১৫ হতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নতুন প্রসেস প্ল্যান্টের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

৩। প্রসেস প্ল্যান্ট প্রকল্প (শ্রীকাইল) ঃ

চুক্তি মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অংশ অর্থাৎ ১,২৯,৯৬,৪১২.০০ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশত বার) মার্কিন ডলারের বিপরীতে ১৮-০২-২০১৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। চুক্তির মেয়াদ ০৩ মাস বৃদ্ধি হওয়ায় ১৭-০৫-২০১৬ তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র, মুরাদনগর, কুমিল্লায় প্রসেস প্ল্যান্টের যাবতীয় মালামাল সরবরাহপূর্বক স্থাপন করে কমিশনিং কার্য সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত ছিল। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপি'তে ১১৫৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে যার মধ্যে নঃবৈঃমুদ্রা ১০২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং সে অনুযায়ী এডিপি ২০১৫-২০১৬ অনুমোদিত হয়েছে। আরএডিপি ২০১৫-২০১৬ তে ৯৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্থ ছাড় করা হয়েছে যার মধ্যে নঃবৈঃমুদ্রা ৮১৯০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি'তে ন.বৈ.মুদ্রা ২০১০.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ২১৮১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। জুন ২০১৬ মাসে রাজস্ব খাতে ২২.০০ লক্ষ টাকা ও মূলধন খাতে ৩০৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প সাইডে কন্ট্রোল বিল্ডিং ও জেনারেটর হাউজ-এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আমদানিযোগ্য সকল প্রকার মালামাল প্রকল্প সাইডে পৌঁছেছে, সার্বিকভাবে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি আরডিপিপি অনুযায়ী ৯৮.০৬% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প ঃ

শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক ২৭/১০/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। Well head & X-mass tree ক্রয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে টেন্ডার মূল্য বেশী হওয়ায় পুনঃ দরপত্র আহ্বান করে প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত মালামালের সর্বনিম্ন দর ডিপিপি মূল্যের থেকে বেশি হওয়ায় ডিপিপি সংশোধনসহ ক্রয়াদেশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া DST, Wireline logging services সহ বিভিন্ন খনন মালামাল সংগ্রহরে দরপত্র মূল্যায়ন শেষে সর্বনিম্ন দরদাতাকে ক্রয়াদেশ প্রদান ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। Drilling bits, Different sizes casing, Casing accessories & Liner Hanger, Mud chemicals, Cement & addities, Electrical Spares, Different types of valves, pipe fitting, Pressure & temps gauges, Well completion materials, Well control equipments & choke manifold and Mechanical Spares for Rig ক্রয়ের নিমিত্ত L/C খোলা হয়েছে শিপমেন্ট চলমান রয়েছে।

৫। সালদা # ৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫ গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

দেশের গ্যাস সংকট নিরসনে কার্যকরি ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বাপেক্স-এর নিজস্ব দুইটি গ্যাস ক্ষেত্রে ২টি করে ৪টি উন্নয়ন কূপ খনরে মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে ৬০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ২৪০২৯.৯০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৩০৫৬৪.০০ লক্ষ টাকায় "সালদা # ৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫ গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৫ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্পের অধীনে ৪টি কূপ ওয়ার্ক ওভার অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ৪x৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্টে ক্রয়, বাস্তবায়নকাল জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৫ ধার্য করে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ০৭ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপ ৩৬০০ মিটার খনন শেষে টেষ্টিং ও কমপ্লিশন করে ২২.০২.২০১২ থেকে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। সালদা # ৩ কূপ ২৮৬০ মিটার খনন শেষে টেষ্টিং ও কমপ্লিশন করে ১০.১২.২০১১ থেকে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। ৪ x ৩০ এমএমএসসিএফডি প্রসেস প্ল্যান্ট ও ২ x ৬০ এমএমএসসিএফডি সেপারেটর ক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ১২/০৩/২০১৩ তারিখে দরপত্র খোলা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে বাপেক্স বোর্ড কর্তৃক ২৮/০১/২০১৪ তারিখ অনুমোদিত হয়, নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ০৬/০৪/২০১৪ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এল/সি খোলা হয়েছে। প্রায় সমুদয় মালামাল বাপেক্সে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, চট্টগ্রামে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং কমিশনিং-এর প্রস্তুতিমূলক কাজ চলমান আছে। ফেঞ্চুগঞ্জ # ৫ কূপ ২৭/০৯/২০১৩ হতে ৩ নং লোকেশন থেকে ডিরেকশনাল ড্রিলিং করা হয়েছে। খনন গভীরতা ৩১৩৭ মিটার। ডিএসটি এর সময় প্রাপ্ত গ্যাসের সঙ্গে অধিক পানি এবং বালি আসার কারনে কূপটি সাসপেনডেড রাখা হয়েছে। সালদা # ৪ কূপ ১নং লোকেশন থেকে ডিরেকশনার ড্রিলিং করার সময় ২৬৮৪ মিটার খনন করার পর পাইপ ষ্ট্যাক হয়ে যায়। ২৫-১১-২০১৫ তারিখ হতে সাইড ট্রাকিং 8½"হোল সাইড ট্রাকিং করে খনন, লাইনার সিমেন্টিং, ডিএসটি ও কমপ্লিশন রান করা হয়েছে। লিকুইড নাইট্রোজেন দ্বারা ব্রাইন অপসারণ করে ১৯-০২-২০১৬ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

৬। যৌথ উদ্যোগ কার্যক্রম ঃ

ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র এবং ফেনি প্রান্তিক গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের জন্য ২০০৩ সালে নাইকোর সাথে বাপেক্সের যৌথ সহযোগিতা চুক্তি (JVA) স্বাক্ষরিত হয় নাইকো কর্তৃক ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে খনন অপারেশন চলাকালীন বেগুা- আউট সংঘটিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ICSID এ বর্তমানে Arbitration চলমান আছে। বাংলাদেশ সরকার এবং পেট্রোবাংলার সম্মতি, সহযোগিতা ও নির্দেশনায় বাপেক্স, সপক্ষে রায় প্রাপ্তির আশায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করেছে/আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালে নভেম্বর মাসে লন্ডনে উক্ত মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। বাপেক্সের পক্ষে রায় পাওয়া গেলে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র এলাকায় অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহন করা যাবে।

সরকারি নির্দেশনার আলোকে পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকাধীন পটিয়া, জলদী, সীতাপাহাড় এবং কাসালং ভূ-গঠনে বাপেক্সের সাথে যৌথভাবে অনুসন্ধান ও গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য EOI আহ্বান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রাথমিক প্রস্তাব মূল্যায়নের পর চারটি প্রতিষ্টানকে শর্ট-লিস্টেট করা হয়। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে প্রতিষ্টানসমূহের অনুকূলে Request For Proposal (RFP) Joint Venture Agreement (JVA) প্রেরণ করা হয়েছে । গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ চূড়ান্ত প্রস্তাব দাখিলের শেষ দিন ধার্য ছিল। বর্তমানে প্রস্তাব মূল্যায়নের কাজ চলছে। বর্ণিত সম্পাদন করা গেলে দূর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

৭। IOC-এর কার্যক্রমে সেবা প্রদান ঃ

২০১৪ -২০১৫ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহন করে বাপেক্স ব্লক -৯ এর বর্তমান অপারেটর সিঙ্গাপুর ভিত্তিক ক্রিসএরার্জির জন্য বাংগুরা ৬ এবং ৭ কূপদ্বয় খননের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ লক্ষ্যে বাপেক্স এর বিজয় -১০ রিগটি কৈলাশটিলা-৭ খনন এলাকা হতে বাঙ্গোরা স্থানান্তর করতঃ কূপে রিগ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। বাংগুরা ৬ এবং ৭ কূপ খনন সফলভাবে সম্পন্ন করলে বাপেক্স এর সফলতার একটি মাইলফলক স্থাপিত হবে।

উল্লেখ্য যে, ইতোঃপূর্বে ২০০৯ সালে বাপেক্স চুক্তিভিত্তিতে ব্লক- ৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর পক্ষে বাংগুরা-৩ সফলভাবে ওর্য়াকওভার সম্পন্ন করে। এ ছাড়াও ব্লক-৯ এ তাল্লো বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য ৫৭৩ লাইন কিলিমিটার ৬০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং ব্লক-১২ এ Unocal Bangladesh Ltd . এর জন্য ২১ লাইন কিলোমিটার ৪০-ফোল্ড টু-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে Expert Consultants নিয়োগের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং ৪টি নতুন কূপ (কূপ নং ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬) খনন ও প্রতিটি দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় প্রকল্প সাহায্য ৬৮৫.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ৯০৯.৩০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত পরামর্শকগণ ২৯ জুন হতে ২৬ জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা করে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশেষণপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনের আলোকে তিতাস ফিল্ডের ত্রুটিপূর্ণ কূপসমূহের রিমেডিয়াল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে জিডিএফ অর্থায়নে তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ এলাকার কূপসমূহের ওয়ার্কওভার শীর্ষক একটি আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় ৬টি গ্রুপের খনন মালামাল সংগ্রহ সম্পন্ন এবং ৪টি কূপ খনন এবং ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ২ টি পৃথক লোকেশনে মোট ১৪.৯৯৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ভূমি উন্নয়ন, রিটেইনিং ওয়াল, বাউন্ডারি ওয়াল, সংযোগ সড়ক, সিকিউরিটি পোষ্ট, আনসার সেড, রিগ প্যাড ফাউন্ডেশন ইত্যাদি পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে। তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা ও কতিপয় মালামালসহ খনন ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। ঠিকাদারের মাধ্যমে ৪টি কূপের মধ্যে তিতাস ২৫ নং কূপ খনন কার্য ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে শুরু হয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এবং তিতাস ২৬ নং কূপ খনন কার্য ০২ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে শুরু হয়ে ০২ জুলাই, ২০১৬ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তিতাস ২৪ নং কূপ খনন কার্যক্রম চলছে। প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে ০১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তির আওতায় ১টি প্রসেস প্লান্টের প্রায় ৯৫% এবং অপর প্রসেস প্লান্টের প্রায় ৭৫% স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্ণিত ৪টি কূপ হতে জাতীয় গ্রীডে অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৬০-৮০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস যুক্ত হবে আশা করা যায়।

এডিবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে নিয়োজিত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশের আলোকে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী তিতাস ফিল্ডের ত্রুটিপূর্ণ কূপসমূহের রিমেডিয়াল কার্যক্রম গ্রহণ তথা তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ সমস্যা হ্রাসকল্পে জিডিএফ অর্থায়নে মোট ২৩৫.০০ কোটি টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে তিতাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ এলাকার কূপসমূহের ওয়ার্কওভার প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সকল ওয়ার্কওভার মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৪টি ক্যাটাগরীতে প্রকৌশল সেবা গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পে ৫টি কূপের মধ্যে তিতাস ১১ ও ১০ নং কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর তিতাস ১১ নং কূপ হতে দৈনিক ৩০ এমএমসিএফ হারে গ্যাস সরবরাহ বজায় রাখা হচ্ছে এবং তিতাস ১০ নং কূপ হতে পূর্ববর্তী উৎপাদন হার দৈনিক ৮ এমএমসিএফ বজায় রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত দৈনিক ১২ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। তিতাস ৫ নং কূপের ওয়ার্কওভার ৩ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখে শুরু হয়েছে। বর্তমানে কূপটির Tubing run in চলছে। এ কূপের ওয়ার্কওভার এর পর পর্যায়ক্রমে তিতাস ১ ও ২ নং কূপের ওয়ার্কওভার শুরু করা হবে।

বাখরাবাদ ফিল্ডে উৎপাদনরত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সাল হতে ভাড়া ভিত্তিতে বুস্টার কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়। এ ফিল্ডের কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাসের ধারা অনুসারে স্থাপিত বুস্টার কম্প্রেসর এর মাধ্যমে মার্চ, ২০১৬ এর পরে সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব নয় বিধায় ভাড়া ভিত্তিতে স্থাপিত বুস্টার কম্প্রেসরসমূহ নতুন ক্রয়তব্য কম্প্রেসরের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের জন্য জিডিএফ-এর অর্থায়নে মোট ১১৯.৭৫ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাখরাবাদ ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ প্রতিটি দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি কম্প্রেসর স্থাপনসহ কমিশনিং ও টেস্টিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১২ মার্চ, ২০১৬ তারিখ হতে কম্প্রেসরসমূহের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় ‘Natural Gas Efficiency Project [Installation of Gas Compressors at Titas (Location-C) & Narsingdi Gas Fields]’ শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত প্রকল্প সাহায্য ৭২৯.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৬৮.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য ১৮ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ০১-০২-২০১৬ তারিখ হতে তাদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক মোবিলাইজেশনপূর্বক সাইটে কাজ শুরু করেছে। কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের জন্য পরামর্শক কর্তৃক Pre-Qualification Document প্রণয়নপূর্বক জাইকা ও বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ৩১ মে, ২০১৬ তারিখে ৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় Tender for PQ Document আহবান করা হয় এবং এর বিপরীতে আগ্রহী দরদাতাগণের প্রেরিত প্রস্তাবনাসমূহ ৪ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে খোলা হয়। বর্তমানে প্রস্তাবনাসমূহের মুল্যায়ন চলছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের বিরাজমান ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় GAZPROM EP INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. (Gazprom International) এর মাধ্যমে বাখরাবাদ ১০ নং কূপসহ আরো ৪টি কূপ (শ্রীকাইল-৪, রশিদপুর-৯, ১০ ও ১২) খননের সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে 'বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ১০ নং কূপ খনন' প্রকল্পটি মোট ২৩৩.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাখরাবাদ ১০ নং কূপটি খননের লক্ষ্যে ১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে Gazprom International এর সাথে যৌথভাবে বিজিএফসিএল ও এসজিএফএল এর চুক্তিপত্র নং ০১-০৩-০১-০১/২০১২ dated ২৬/০৪/২০১৪ এর Addendum No.6 স্বাক্ষরিত হয়। কূপটির খনন কার্য ০৯ মার্চ, ২০১৬ তারিখে শুরু হয় এবং খনন সহ কমপিশন সম্পন্নের পর গত ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ হতে কূপটি থেকে দৈনিক প্রায় ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। কূপটির খনন কার্যে প্রয়োজনিয় পরামর্শক সেবা এসজিএফএল কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণ করা হয়েছে।

'অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম' প্রকল্পের আওতায় খননকৃত তিতাস ২১ নং কূপ হতে অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ২০ জুন, ২০১৪ তারিখে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে ১৩ আগষ্ট, ২০১৪ তারিখে এডিপিভূক্ত উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে তিতাস ২১ নং কূপ ওয়ার্কওভার' শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৫৩.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩টি গ্রুপের মালামালের মধ্যে ২টি গ্রুপের সম্পূর্ণ এবং ১টি গ্রুপের আংশিক মালামাল সাইটে পৌঁছেছে। এছাড়া ৪টি ক্যাটাগরীতে তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কূপটির ওয়ার্কওভার কার্যক্রম বাপেক্সের মাধ্যমে ১০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে শুরু হয় এবং ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পর ১৬ মার্চ, ২০১৬ তারিখ হতে কূপটি থেকে দৈনিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বিজিএফসিএল এর মজুদকৃত মালামাল এ কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

কোম্পানির অধীন বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৬ (নিজস্ব অর্থায়ন)

খ) পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপি-তে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন প্রকল্প। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল মার্চ ২০১২ - জুন ২০১৭ (নিজস্ব অর্থায়ন)

গ) রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন প্রকল্প। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০১৪ - জুন ২০১৭ ২০১৭ (জিডিএফ)

ঘ) রশিদপুর-১০ এবং রশিদপুর-১২ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৭ (জিডিএফ)

ঙ) কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন প্রকল্প। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৭ (জিডিএফ)

চ) সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন প্রকল্প। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৩ - জুন ২০১৮ (জিডিএফ)

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

ক) ইআরপি সফট্ওয়্যার সংক্রান্ত কার্যক্রম :

কেজিডিসিএল-এর সামগ্রিক কার্যক্রম ইআরপি সফট্ওয়্যারের আওতায় আনয়নের জন্য IICT, BUET কর্তৃক একটি কাস্টোমাইজড্ সফট্ওয়্যার তৈরি কাজ চলমান রয়েছে। Oracle 11g এবং Java Script এর মাধ্যমে উক্ত সফট্ওয়্যারটি তৈরি করা হচ্ছে যা একটি উন্মুক্ত কোডের সফট্ওয়্যার। সফট্ওয়্যারটি চালু করার পর কেজিডিসিএল-এর দাপ্তরিক নথিপত্র ইলেকট্রনিক্যালি প্রসেস করা সম্ভব হবে। সফট্ওয়্যারটি ওয়েব বেইস্ড এবং এর ডাটা সেন্ট্রাল সার্ভার এ সংরক্ষিত থাকবে। ফলে মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা বা অন্য যে কেউ তাদের প্রয়োজনে কেজিডিসিএল-এর গ্রাহক সংক্রান্ত বা অন্য যে কোন তথ্য সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে। সফট্ওয়্যারটি ওয়েব বেইস্ড হওয়ার কারণে গ্রাহকগণ নতুন গ্যাস সংযোগের আবেদনপত্র, বিলিং বা অন্যান্য তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

খ) অনলাইন বিলিং :

কেজিডিসিএল-এর সকল শ্রেণির গ্রাহক যাতে সহজে এবং দ্রুততার সাথে বিল পরিশোধ করতে পারে সে লক্ষ্যে IICT, BUET এর সহায়তায় অনলাইনে গ্যাস বিল পরিশোধ সিস্টেম স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিস্টেমটি স্থাপিত হলে গ্রাহকগণ ইন্টারনেট ও অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধাসম্পন্ন যে সকল ব্যাংকে কেজিডিসিএল-এর কালেকশন হিসাব রয়েছে উক্ত ব্যাংকের যেকোন শাখায় দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে একটি ডেস্কটপ ভার্সন সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বিলিং, লেজার পোস্টিং সম্পন্ন করা হয় এবং কম্পিউটার সিস্টেম থেকে বকেয়া সম্বলিত প্রত্যায়নপত্র প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে গ্রামীণফোনের 'বিল-পে' সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহস্থালি গ্রাহকদের নিকট থেকে বিল আদায়ের ব্যবস্থাও বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১৭,০০০ জন গ্রাহক বিল পরিশোধ করেছেন।

গ) গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ও গ্যাস স্থাপনার জিআইএস বেইস্‌ড ডিজিটাল ম্যাপ :

Center for Environmental and Geographic Information Services বা CEGIS এর মাধ্যমে কেজিডিসিএল-এর গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ও গ্যাস স্থাপনার ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ও গ্যাস স্থাপনার অপারেশনাল কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া গ্যাসের স্বল্প-চাপ জনিত সমস্যা যথাযথভাবে বিশেষণপূর্বক স্বল্প-চাপের জোন চিহ্নিতকরণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সহজ হবে এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে কোম্পানির বিক্রয়-উত্তর ডিপার্টমেন্টের জোন-৩ এলাকায় রিং মেইন পাইপলাইন ও সংশ্লিষ্ট গ্যাস স্থাপনাসমূহে জিআইএস বেইস্‌ড ডিজিটাল ম্যাপ তৈরী শেষ হয়েছে।

ঘ) ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান :

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহক সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে কোম্পানির কার্যক্রম ওয়েবসাইট (www.kgdcl.gov.bd) এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কোম্পানি পরিচিতি, ঠিকাদারের তালিকা, স্থানিয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, গ্যাস সংযোগের আবেদন পত্র, সিটিজেন চার্টার এবং জরুরি যোগাযোগ ইত্যাদি তথ্য গ্রাহক/আগ্রহী প্রতিষ্ঠান সহজে এ ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করতে পারবেন।

ঙ) ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট :

গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করার নিমিত্ত কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর আওতাধীন চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহর, নাসিরাবাদ, খুলশী, লালখান বাজার, চান্দগাঁও, হালিশহর, আন্দরকিল্লা, কাজীরদেউরী, চকবাজার, পাঁচলাইশ ইত্যাদি এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ৬০,০০০টি প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য জাইকা, জিওবি ও কেজিডিসিএল এর যৌথ অর্থায়নে "ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (ইন্সটলেশন অফ প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর কেজিডিসিএল) " শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। গত ৩০.১২.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে ২৩.০৪.২০১৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ১২.০৫.২০১৫ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৬৫৬.১৭ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জাইকা'র প্রকল্প সাহায্য ১৫৪১৮.৮৭ লক্ষ টাকা, জিওবি'র ৮১৪৫.৪২ লক্ষ টাকা ও কেজিডিসিএল এর ১০৯১.৮৮ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে এর প্রতিটি অংশের বাস্তবায়ন সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্নের প্রয়োজনিয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের EPC ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী জানুয়ারি'২০১৭ থেকে মিটার ও সংশ্লিষ্ট Web System স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

"Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" শীর্ষক প্রকল্প ঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মাননিয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠন করা হয়। সারা দেশে ৩০,০০০ হেক্টর ভুমিতে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করে প্রায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেজা কাজ করছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বেজা নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ হতে বাৎসরিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাননিয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখ অনুষ্ঠিত বেজার ১ম গভর্নিং বোর্ড সভায় মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন শেরপুর এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। শ্রীহট্ট ইকোনোমিক জোন নামের এ ইকোনোমিক জোন সিলেট বিভাগের প্রথম পাবলিক প্রাইভেট ইকোনোমিক জোন হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত জোনের জন্য ইতোমধ্যে ৩৫২ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননিয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৮-০২-২০১৬ তারিখে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ মোট ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের শুভ উদ্বোধন করেছেন।

গত ০৯-০৬-২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে "জালালাবাদ গ্যাস কোঃ লিঃ স্বঅর্থায়নে প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ তা নিশ্চিত করবে।"

মাননিয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ০৯-০৬-২০১৫ তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২৬-০৪-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে।

ক) প্রকল্পের সার-সংক্ষেপঃ

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	"Gas Supply to Srihotto Economic Zone, Sherpur, Moulvibazar" ;
২। উদ্দেশ্য	ঃ	BEZA নিয়ন্ত্রিত "শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোনের শিল্প গ্রাহকদেরকে ২০ MMCFD হারে গ্যাস সরবরাহ করা ;
৩। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৩১ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা ; কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়ন ;
৪। প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	মার্চ-২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত (১৫ মাস) ;
৫। জনবল	ঃ	মোট ১৩ জন (কর্মকর্তা-০৮ জন এবং কর্মচারী-০৫ জন), যা কোম্পানির বিদ্যমান জনবল হতে ;
৬। প্রধান প্রধান অঙ্গ	ঃ	১২" ব্যাসের উচ্চচাপ পাইপলাইন ৩.৫ কিমিঃ, ৮" ব্যাসের উচ্চচাপ পাইপলাইন ০.২০ কিমিঃ, সিএমএস ১টি, আরএম এস ১টি, অফটেক ১টি, সিপি ষ্টেশন ২টি, ০১(এক) একর ভূমি অধিগ্রহন, ৬০০০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন এবং ৩.৫ কিমিঃ রাইট অব ওয়ে।

৭। প্রকল্পের ফলাফল ঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সিলেট অঞ্চলে ক্ষুদ্র/মাঝারী শিল্প স্থাপনে শিল্প উদ্যোক্তাগণ আগ্রহী হবে এবং শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রচুর বেকার লোকবলের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। বেকার লোকবলের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে, আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। বিচ্ছিন্নভাবে শিল্প স্থাপনের কারনে যে ভূমির অপব্যবহার হচ্ছে, তা রোধ হবে। স্থানিয় শিল্পে কাঁচামাল ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হবে। গ্যাস বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানির রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি কোষাগারে অধিক পরিমাণে অর্থ জমাদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

খ) প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

১। ভূমি ঃ

(i) Regulating Metering Station (RMS) নির্মাণের জন্য বিবিয়ানা সাউথ পাওয়ার প্ল্যান্টের সীমানার মধ্যে ১০ শতাংশ (৮০ ফুট × ৫০ ফুট) ভূমি ব্যবহারের অনুমতি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(ii) Customer Metering Station (CMS) নির্মাণের জন্য শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানার ভিতরে ১৫০' × ১৫০' সাইজের ৫২ শতাংশ ভূমি ব্যবহারের জন্য বেজা হতে অনুমতি/সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

২। দরপত্র ঃ

(ক) Turn-key ভিত্তিতে ০২(দুই) টি Gas Station, Pipeline নির্মাণ ও আনুসাঙ্গিক কাজের Tender Document চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য একটি মাইক্রোবাস ভাড়ায় গ্রহণ করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

ক) "Rapid Assessment and Necessary Re-adjustment of Barapukuria and Dighipara Coal Mining Strategy" বিষয়ে দু'জন স্থানিয় এবং একজন আন্তর্জাতিক ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নিয়োগ:

বড়পুকুরিয়া এবং দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের "Rapid Assessment and Necessary Re-adjustment of Barapukuria and Dighipara Coal Mining Strategy" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত দু'জন ইন্ডিভিজুয়াল কনসালট্যান্ট গত ১৭-০৪-২০১৬ তারিখ হতে ১৯-০৬-২০১৬ পযর্ন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কনসালট্যান্টদ্বয় চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। বর্তমানে প্রতিবেদনটি রিভিউ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) Feasibility study for extension of Existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the Basin without interruption of the present production.

বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য নিগোসিশেন প্রতিবেদন কোম্পানির পর্ষদে অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান আছে। একই সাথে চূড়ান্তকৃত ১ম রিভাইসড প্রফর্মাটি বিবেচনার নিমিত্ত আগামী ০৭-০৯-২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে অনুষ্ঠিতব্য সভায় উপস্থাপন করা হবে। স্টাডি প্রফর্মাটি চূড়ান্ত অনুমোদন এবং কারিগরি ও আর্থিক নিগোসিয়েশন প্রতিবেদন এর অনুমোদনের পর চুড়ান্তকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে NOA প্রদান করা হবে।

গ) Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh. কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে RFP ইস্যূ করা করা হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য স্টাডি প্রপোজালটি পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ঘ) ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মতামত অনুযায়ী কোল বেসিনের উত্তরাংশে ১.৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকা হতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক হবে না, বিধায় উত্তরাংশের ১.৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকা হতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ পরিচালনা কোম্পানির ২৪৭তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মহোদয়ের কয়লা খনি পরিদর্শন

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মানব সম্পদ উন্নয়নের সম্মিলিত সংখ্যা ঃ

ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	
২০১	১৪১৮	৬৬	৬০৮	২০২৬

খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ ঃ

স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা	
৭৮	১১৭৫	১১	২৭	১২০২

জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সেমিনার

পরিবেশ সংরক্ষণ

পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ঃ

পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজ শুরুর প্রাক্কালে তার IEE ও EIA সঠিকভাবে সম্পন্ন করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অনশোর ও অফশোরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ করার সময় পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দ-দূষণ মাত্রা সহনিয় পর্যায়ে রাখা হয়। প্রসেস প্ল্যান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এছাড়া সবুজের সমারোহ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। প্রতিটি স্থাপনায় নিরাপদ পানি ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার রয়েছে। গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়।

ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুব অয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয় এবং আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।

কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পদার্থ এবং Solid Waste সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য সেইফটি কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড'র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে ছড়িয়ে পরতে পারে না। Fine Dust particle সমূহ Precipitation pool এর Sedimentation pond-এ জমা হয়। বিষ্ফোরক বিধিমালা ২০০৪ অনুসরণ করে Explosive, Detonator, Power Gel সহ অন্যান্য বিষ্ফোরক দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হ্যান্ডেল করা এবং Lightning Arrestor ও অগ্নি নির্বাপক সামগ্রীর কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ কর্তৃক সারফেস ওয়াটার এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারের বিভিন্ন ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্যারামিটার ল্যাব-এ পরীক্ষা করা হয় । পানিতে ক্ষতিকর কোন Pollutant পাওয়া গেলে তার উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত বিরতিতে পানি পরীক্ষা করে ডিসচার্জ করা হয়। খনিতে কর্মরত সবাই Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে। ভূ-গর্ভে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারে খনির কাজ চলাকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক একজন মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট অবস্থান করে। মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত ঔষধ সংগৃহিত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ এলাকায় নির্দেশনাবলী বিষয়ক ও অনুসরণীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাইনবোর্ড যথাযথ স্থানে প্রদর্শন করা হয়।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ডিআরএস, টিবিএস, আরএমএস ও সিএমএসগুলোতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পানি-বালি ভর্তি বালতি এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ এবং ভাল্বগুলো নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করা হয়। স্থাপনাগুলোতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে Emergency Shutdown (ESD) Valve, Relief Valve, Slum Shut Valve আছে। স্থাপনাতে Cathodic Protection (CP) ব্যবস্থা, Pressure Gauge, Explosion Probe Light, বজ্রপাত নিরোধে Thunder Arrester ও গ্যাস ডিটেক্টর থাকে এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইনে লিকেজ সনাক্তকরণে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ Personal Protective Equipment (PPE) পরিধান করে থাকে।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে Condensate সংগ্রহের সময় Spillage প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। কনডেনসেট লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে কোন অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনা না ঘটায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্যোপযোগী করে রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। বাতাসে কয়লা ডাস্ট প্রতিকারের জন্য কভার বেল্ট এর মাধ্যমে কয়লা পরিবহনের পাশাপাশি পানি স্প্রে করা হয়।

Coal Storage এ Ignition প্রতিরোধক হিসেবে কোল ইয়ার্ডে ওয়াটার স্প্রে সিস্টেম চালু থাকে। কয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পান্ট-এর মাধ্যমে ডাস্ট আলাদা করা হয়। খনির অভ্যন্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসার মনিটর, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইমিশন ডিটেক্টর ও স্ট্রেস মনিটরের জন্য সেন্সর বসানো থাকে। প্রতিদিন এসকল ডিভাইস হতে ডাটা নিয়ে মনিটর করা হয় । খনিতে কার্বন মনো-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে পানি ইনজেক্ট এর মাধ্যমে তা নিরসন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ৪০০ nm3/h ফ্লো রেটে নাইট্রোজেন সিমেন্ট ও ফোম ইনজেক্ট করার ব্যবস্থা থাকে। সময়ে সময়ে খনি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়ে থাকে । খনিতে কর্মরত খনি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট ড্রেস কোড এবং পর্যাপ্ত PPE পরিধান নিশ্চিত করা হয়। খনিতে ধ্বংস ঠেকানোর জন্য পর্যাপ্ত Hydraulic Powered Roof Support (HPRS) ব্যবহার করা হয় ।

এছাড়া কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খনিজাত পদার্থের পরিবেশ বান্ধব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পেট্রোবাংলা সময়ে সময়ে নিদেশনা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)

বাপেক্স কোন প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে পরামর্শক নিয়োরে মাধ্যমে EIA (Environmental Impact Assessment) সম্পন্ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করে থাকে । এছাড়া মাঠ পর্যায়ে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অস্থায়ী স্থাপনাগুলোতে ফলজ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে থাকে ।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি বিষয়ক সকল প্রকার বিধি বিধান মেনে কোম্পানির উন্নয়ন ও অপারেশনাল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনা বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত আছে। নিরাপদ কাজের নিতি মেনে চলায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কোম্পানিতে পরিবেশগত ও অপারেশনাল কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

গ্যাস প্রসেসিং প্ল্যান্ট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এবং বাউজারে কনডেনসেট লোডিং এর সময় তেল মাটিতে পড়ে যাতে পরিবেশ দূষিত না করে সেদিকে সতর্ক থাকা হয়। গ্যাসের সাথে উৎপাদিত পানি প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কোম্পানির নিজস্ব জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। জেনারেটর ও যানবাহনের ব্যবহৃত লুবঅয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয়। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ পূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলী অনুসরণ করা হয় এবং ছাড়পত্রের নিয়মিত নবায়ন করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির আওতাধীন ফিল্ড/স্থাপনায় বিভিন্ন ধরণের গাছের চারা রোপণ এবং এদের পরিচর্যা অব্যাহত আছে।

সংবেদনশীল এলাকায় বড় ধরণের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজন হলে যথাযথ নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কাজ শুরু করা হয়। অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কোম্পানির সকল স্থাপনায় প্রয়োজনিয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার রাখা আছে এবং সংবেদনশীল এলাকায় ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা আছে। প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত বিষ্ফোরক ও radioactive materials এর লাইসেন্স গ্রহণ এবং এদের প্রয়োজনিয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমূহে বিদ্যমান প্রাসেস প্ল্যান্টের Environment Management Plan (EMP) Study পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা থেকে গত ৩০-১১-২০১৪ তারিখ পাওয়া যায়।

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন করা হয়। কূপ, প্রসেস প্ল্যান্ট, অফিস ও আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা হয়। সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর, কম্প্রেসর ও গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে লবণাক্ত পানি ও তৈলাক্ত গাঁদ নির্গত হয়। উৎপাদিত তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনায় একটি করে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে এসজিএফএল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ETP স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কাছ থেকে কারিগরি সহায়তা নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বুয়েট এসজিএফএল-এর ফিল্ডসমূহ পরিদর্শন

করে এবং কনডেনসেট-এর গাঁদ ও লবণাক্ত পানির নমুনা সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে এসজিএফএল-এ প্রাথমিকভাবে বিয়ানিবাজার ফিল্ডে বুয়েট কর্তৃক ডিজাইন এবং ড্রইং-এর আলোকে ETP স্থাপনের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ফিল্ড/ স্থাপনায় ETP স্থাপন করা হবে।

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্ম-পরিবেশের প্রতি কোম্পানি সর্বদা গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও প্ল্যান্ট হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল/অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল ও এনজিএল উৎপাদনের সময় যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়া হয়। এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে। কোম্পানির কর্মকান্ডে পরিবেশের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তা মনিটরিংয়ের জন্য কোম্পানিতে "এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড সেফটি" নামে একটি শাখা রয়েছে।

কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকদের সিএমএস পরিদর্শনপূর্বক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে পেট্রোবাংলায় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। কোম্পানির প্রকৌশলীগণকে মাঝে মাঝে পরিবেশ ও নিরাপত্তার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

গ্যাস সংযোগ প্রদান, সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কোম্পানির সকল কর্মকান্ডে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ বান্ধব/সংরক্ষণ নিতি অনুসরণ করা হচ্ছে। পরিবেশের যাতে ক্ষতি সাধিত না হয় সে লক্ষ্যে আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের দেয়া "পরিবেশ ছাড়পত্র" গ্রহণ করে গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়। এ ছাড়াও গ্যাস লাইন স্থাপনের সময় বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত) ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধ কল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন শ্রেণির বৃক্ষ নিয়মিত পরিচর্যার কাজ সম্পাদন করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ামক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপ লাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ লক্ষ্যে বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে পিজিসিএল-এর পক্ষ হতে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

(ক) কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণরোধে পিজিসিএল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত বৃক্ষসমূহের নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করার জন্য প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোক্ত নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টণী আরো নিবিড় করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানির Environment & Safety সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করে রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(খ) পিজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ এলাকায় আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ১০ বার পাইপ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া হয়। গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিজিসিএল কর্তৃক নিরাপত্তা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাইপ লাইন, সিএমএস, ডিআরএস ও টিবিএস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সিএমএস, টিবিএস ও ডিআরএস সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা

মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত পাইপ লাইনসমূহের ক্ষয়রোধের জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন করা আছে। মাস ভিত্তিতে এসব সিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা হয়। এ ছাড়া, জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে রি-ফিলিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো বিপদকালে চালানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত মহড়া দেওয়া হয়।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে এর ভারসাম্যপূর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বায়ুদূষণরোধে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার তথা যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গৃহস্থালী কাজে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি এলপিজি উৎপাদন ও স্বল্পমূল্যে বিপণন করে আরপিজিসিএল প্রশংসনিয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তাবায়ন করেও আশির দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে যানবাহনে পরিবেশ বান্ধব সিএনজি'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশে বায়ুদুষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসূচিতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ বছর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক প্রয়োজনিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে অধিগ্রহণকৃত এবং লিজকৃত ১১৩ একর জমিতে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০,০০০ গাছের চারা রোপন করা হয়। এ বছরও বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে খনি হতে নিষ্কাষিত পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পরিমিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহেণ করা হয়। খনি হতে নিষ্কাষিত পানিতে ক্ষতিকারক পদার্থের সহনিয় মাত্রার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে পানির রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়া টেষ্ট করা হয়। ভূ-গর্ভ খনি হতে প্রায় ২২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা হারে উত্তোলিত পানি ৮ কি.মি. দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ থানায় প্রবাহিত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসূমে উক্ত পানি খালের পার্শ্ববর্তী প্রায় ৩০ হাজার একর জমিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়। খনি এলাকায় গাছ-পালা ও পরিবেশগত অনুকূল অবস্থা বিরাজ করায় মৌসূমী পাখিরা তাদের আবাসস্থল তৈরী করে বংশ বিস্তার করছে। খনির অবনমিত জমিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

খনি এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির পক্ষ হতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রাশিং ও সর্টিং প্লান্টে এবং স্কীপ আনলোডিং হাউজে সৃষ্ট শিলাধুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনিয় ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করা আছে। ভূ-উপরিভাগে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হতে উদ্ভুত শব্দ অনুমোদিত মাত্রা ৭৫ ডেবিবল-এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অত্র খনি কাজে সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরিবেশের উপর উদ্ভুত শব্দের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য গত অর্থ বছরে নতুন ১০০টি বিভিন্ন জাতের আমের চারা রোপন করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রোপনকৃত গাছ নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)

২০১৫-২০২১ সময়ে বাপেক্স এর ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ-৫৭০ লাইন কিঃ মিঃ।

২) দ্বিমাত্রিক জরিপ-১২,৮০০ লাইন কিঃ মিঃ।

৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ-২৮৪০ বর্গ কিঃ মিঃ।

৪) অনুসন্ধান কূপ খনন-৫৩টি।

৫) উন্নয়ন কূপ খনন-৩৫টি।

৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ২০টি।

৭) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভাব্য অতিরিক্ত ৯৪৩ (বাপেক্স ৮১২) এমএমএসসিএফডি । (সময় ও চাহিদার বাস্তবতায় কর্মপরিকল্পনাটি পরিবর্তন হতে পারে)

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ-৮০ লাইন কিঃ মিঃ

২) দ্বিমাত্রিক জরিপ-১০০০ লাইন কিঃ মিঃ।

৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ-৫০০ বর্গ কিঃ মিঃ।

৪) অনুসন্ধান কূপ খনন-১টি।

৫) উন্নয়ন কূপ খনন-২টি।

৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ৩টি।

৭) মোট গ্যাস উৎপাদন- ৩৮.০০ বিসিএফ।

৮) মোট কনডেনসেট উৎপাদন- ৫.০০ মিঃ লিঃ।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড

দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা)	বর্তমান অবস্থা
০১	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন -এ তে কম্প্রেসর স্থাপন মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৬ - ডিসেম্বর, ২০২০ অর্থায়নঃ এডিবি ও জিওবি	৯১৫০০.০০ (৭৫৩০০.০০)	প্রকল্পের ডিপিপি একনেক অনুমোদনের লক্ষ্যে বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন আছে।
০২	তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ ও নরসিংদী ফিল্ডে বিদ্যমান ৫টি ও বন্ধ ২টি কূপের ওয়ার্কওভার মেয়াদঃ জানুয়ারি, ২০১৭ - জুন, ২০২০ অর্থায়নঃ জিডিএফ/জিওবি/নিজস্ব অর্থায়ন	৩৭৭৫০.০০ (৮৯০০.০০)	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নাধীন আছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

নতুন প্রকল্প

ক) এসজিএফএল-এর সিলেট (হরিপুর) , কৈলাশটিলা ও রশিদপুর ফিল্ডে সম্পাদিত ত্রি-ডি সাইসমিক জড়িপ ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ রিভিউকরণ প্রকল্প।

খ) এসজিএফএল-এর বন্ধ হওয়া ৪টি কূপ যথাঃ কৈলাশটিলা-১, বিয়ানিবাজার-১, রশিদপুর ২ ও ৬ ওয়ার্ক-ওভার প্রকল্প।

স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৬-২০১৮)ঃ

- রশিদপুর-৯, ১০, ১২ এবং কৈলাশটিলা-৯ ও সিলেট-৯ কূপ খনন সম্পাদন;
- অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতঃ ছাতক ফিল্ডের প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা পূর্বক ২০১৭- ২০১৮ সালে কূপ খননের কার্যক্রম শুরু।
- বিয়ানিবাজার ফিল্ডে ২০১৭-২০১৮ সালের মধ্যে বাপেক্স/আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ত্রি-ডি জরিপ সম্পন্ন করা।
- কৈলাশটিলা, হরিপুর ও রশিদপুর ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল পরামর্শক নিয়োগ করতঃ ২০১৬-২০১৭ সালের মধ্যে পুনঃপর্যালোচনা করা।
- বিদ্যমান বন্ধ কূপসমূহের উপর পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে ২০১৬-২০১৮ সালে বন্ধ কূপসমূহ পুনঃসম্পাদন/ওয়ার্কওভার করা।

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০)ঃ

- বিয়ানিবাজার ফিল্ডে সম্পাদিতব্য ৩-ডি জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৯ সালে কূপ খনন কার্যক্রম শুরু করা।
- হরিপুর ফিল্ডের সুরমা-১/১এ (সিলেট-৮) কূপে ২০১৯ সালের মধ্যে ওয়্যারলাইন লগিং পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কূপটিকে পুনঃসম্পাদন করা।
- সিলেট এলাকায় আইওসি-কে বরাদ্দকৃত অংশ ব্যতিত গ্যাস বক ১২-১৩ ও ১৪ এর অবশিষ্ট অংশে ২-ডি জড়িপ সম্পন্ন করতঃ নতুন কূপ খনন করা।
- হরিপুর সিলেট ফিল্ডে ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপন।
- ৩-ডি রিভিউ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কৈলাশটিলা-৮ ও ১০ নং কূপ খনন কর

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)ঃ

- ৩-ডি জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে ছাতক স্ট্রাকচারে নতুন কূপ খনন করা।
- রশিদপুরে চলমান খনন প্রকল্পের ফলাফল এবং ৩-ডি রিভিউ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একাধিক কূপ(রশিদপুর-১১ ও ১৩) খনন করা।
- সিলেট-৯ নং কূপ খননের প্রাপ্ত ফলাফল ও ৩-ডি জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৯-২০২০ সালে হরিপুর ফিল্ডে আরো ২টি কূপ সিলেট-১০ ও ১১ খনন করা।
- সিলেট জেলার কানাইঘাটে অবস্থিত আটগ্রাম স্ট্রাকচার এসজিএফএল-এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আটগ্রাম স্ট্রাকচারে ৩-ডি জরীপ সম্পন্ন করতঃ নতুন নতুন কূপ খনন করা।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	উদ্দেশ্য
০১	কেজিডিসিএল গ্যাস ডিষ্টিবিউশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প গ্রহণ (KGDCL Gas Distribution Network Upgradation project) গ্রহণ	আমদানিতব্য গ্যাস (LNG) কেজিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বাল্ক,শিল্প, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য শ্রেণীর গ্রাহকের আঙ্গিনায় সরবরাহকরণই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫০০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস কেজিডিসিএল অধিভূক্ত এলাকায় বিতরণ করা সম্ভব হবে।
০২	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প (CONSTRUCTION OF GAS PIPLINE PROJECT FOR MIRSARAL ECONOMIC ZONE, CHITTAGONG)	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল-এ গ্যাস সরবরাহ করা।
০৩	আনোয়ারা-২ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রাম-এর জন্য গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প।	আনোয়ারা-২ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এ গ্যাস সরবরাহ করা।
০৪	এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সফটওয়্যার ক্রয়	কেজিডিসিএল এর দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা বৃদ্বির লক্ষ্যে Enterprise Resource Planning(ERP) Software ক্রয় করতে হবে যাতে করে গ্রাহকসেবা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব হয়।
০৫	এ্যাডভান্স মিটারিং ইনফ্রাস্টাকচার	কেজিডিসিএল এর সমস্ত মিটার Advanced Metering Infrastructure(AMI) এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। AMI মিটারিং সিষ্টেম স্থাপিত হলে সার্বক্ষনিক গ্রাহক মনিটরিং সম্ভব হবে।
০৬	EVC যুক্ত টারবাইন মিটার ক্রয়	কেজিডিসিএল এর ২" সাইজের উপরে সকল টারবাইন মিটার EVC পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে EVC যুক্ত টারবাইন মিটার ক্রয় করতে হবে।
০৭	আবাসন ব্যবস্থা	কেজিডিসিএল-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবাসিক ভবন নির্মাণ করতে হবে।
০৮	অফিস বিল্ডিং নির্মাণ	কেজিডিসিএল এর বিক্রয় ও বিতরণ (দক্ষিণ) অফিসের জন্য নিজস্ব অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে।
০৯	নতুন এলাকার জন্য গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ	আমদানিতব্য গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ নতুন এলাকা/অর্থনৈতিক এরিয়া/অনুমোদিত শিল্প এলাকায় সরবরাহ করার লক্ষ্যে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে।
১০	হট লাইন চালুকরন	বিল আদায়ে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও দুর্ঘটনাজনিত তথ্য প্রদানের জন্য হট-লাইন চালু করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

বর্তমানে কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ২৮০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি) হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে যা জুন' ২০১৭ নাগাদ গড়ে দৈনিক ৩৮০ মিলিয়ন ঘনফুটের উর্ধ্বে হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাপি বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদনের জন্য আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল প্রকল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে/নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

(ক) বিবিয়ানা সাউথ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

বিবিয়ানা এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে স্থাপিত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ কমন গ্যাস পাইপলাইনের কাজ ১৩-০৪-২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। শেভরন বাংলাদেশ লি: এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিবিয়ানা-সাউথ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আনুমানিক ৫০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। বিউবো এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আরএমএস সম্পন্নকরণ এবং একাজে জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ পরামর্শ সেবা প্রদান করবে। তদানুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃক Regulating Metering Station (RMS) কাজের আর্ন্তজাতিক দরপত্র Tender Document প্রস্তুতপূর্বক বিউবোর নিকট হস্তান্তর করা হয়। বিবিয়ানা সাউথ, ৪০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য বিউবোর তত্তাবধায়নে ১টি আরএমএস নির্মাণের জন্য আহবায়নকৃত আন্তজার্তিক দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিউবো এবং জালালাবাদ গ্যাস এর মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্বারক (MOU) অত্র কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়। ২০১৭ সনের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হবে মর্মে আশা করা যায়।

(খ) বিবিয়ানা-৩ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

বিবিয়ানা এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে স্থাপিত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ কমন গ্যাস পাইপলাইনের কাজ ১৩-০৪-২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। শেভরন বাংলাদেশ লি: এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Total Gas Demand ৫০ এমএমসিএফডি। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিবিয়ানা-৩ , ৪০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য বিউবোর তত্তাবধায়নে ১টি আরএমএস নির্মাণের জন্য আহবায়নকৃত আন্তজার্তিক দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপ্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে। বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আরএমএস নির্মাণ সাপেক্ষে গ্যাস সরবরাহ করা যাবে।

(গ) শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পঃ

পিডিবি এর নিয়ন্ত্রণে ২০১৬ সনের মধ্যে শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পূর্ণক্ষমতায় চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস ও পিডিবির সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। জালালাবাদ গ্যাস, পিডিবি ও ইপিসি ঠিকাদারের সাথে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাসের চাহিদা ৪৭ এমএমসিএফডি। গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে পিডিবি কর্তৃক নিয়োজিত ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক আরএমএস নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ট্রায়াল কমিশনিং এর জন্য সীমিত আকারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত জিটিসিএল এর ভাল্ব স্টেশন হতে একটি জাম্পার লাইন নির্মাণ কাজ জিটিসিএল এর তত্তাবধায়নে চলমান রয়েছে। আলোচ্য জাম্পার লাইনটি শীঘ্রই কমিশনিং শেষে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা মোতাবেক গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

(ঘ) ফেঞ্চুগঞ্জস্থ কুশিয়ারা ১৬৩ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ এর নিয়ন্ত্রণে ১৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকাতে স্থাপিত হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে এতে দৈনিক প্রায় ২৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে জালালাবাদ গ্যাসের সাথে প্রজেক্ট কোম্পানির GSA স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ কর্তৃক আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং আরএমএস নির্মাণ কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৭ সনের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হবে মর্মে আশা করা যায়।

(ঙ) মেসার্স দেশ ক্যামব্রিজ কুমারগাঁও পাওয়ার কোম্পানি লি ঃ

সিলেট শহরের নিকটবর্তী কুমারগাঁও এলাকায় মেসার্স দেশ ক্যামব্রিজ কুমারগাঁও পাওয়ার কোম্পানি লি: (১৫ বছর মেয়াদী) ১০ মে:ও: ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বর্তমানে চালু রয়েছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০০৯ সালে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। তাদের বর্তমান স্টেশন সংলগ্ন স্থানে অতিরিক্ত ৫০ মে: ও: ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ইউনিট স্থাপনের জন্য গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বরাদ্দের প্রাথমিক সম্মতির বিষয়টি বর্তমানে উচ্চতর কমিটিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা যায় ২০১৭ সাল নাগাদ আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হবে।

(চ) মেসার্স বিয়ানিবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ঃ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এলাকায় মেসার্স বিয়ানিবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ২০ মে:ও: ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের প্রাথমিক সম্মতিপত্র অনুযায়ী গ্যাস লোড বরাদ্দের বিষয়টি পেট্রোবাংলায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ছ) শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীঃ

বিসিআইসি'র অধীনে ফেঞ্চুগঞ্জে দৈনিক ১৭৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ নামীয় একটি নতুন সার কারখানার চালু হয়েছে। শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী এর Total Gas Demand ৪৭ এমএমসিএফডি। উক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। বিসিআইসি কর্তৃক নির্মিতব্য মূল সিএমএস নির্মিত না হওয়ায় জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃক একটি অস্থায়ী সিএমএস এর মাধ্যমে কারখানাটিতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। বিসিআইসি নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিএমএস এর Major imported Goods/Equipments সাইটে সমাবেশ করা হয়েছে। জালালাবাদ গ্যাসের তদারকিতে বাউন্ডারী ওয়াল, স্কীড বেইজ ফাউন্ডেশন, কন্ট্রোল রুম ইত্যাদি সহ সিভিল কাজ প্রায় ৮০% সমাপ্ত হয়েছে। মেকানিক্যাল ফেব্রিকেশনসহ প্রেসার রেগুলেশন ইউনিট, সেপারেশন ইউনিট, মিটারিং ইউনিট ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। শীঘ্রই স্থায়ী সিএমএস নির্মাণ কাজ শেষ হবে মর্মে আশা করা যায়।

(জ) শ্রীহট্ট ইকোনোমিক জোনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলাধীন শেরপুর এলাকায় শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিতব্য শিল্প-কারখানাসমূহে আনুমানিক ১৬ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে। জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লি: এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Gas Supply to Srihotto Economic Zone" শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ২৬.০৪.২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩১ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদকাল মার্চ, ২০১৬ হতে জুন,২০১৭ পর্যন্ত। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইনসহ সিএমএস/আরএমএস নির্মাণের বিষয়দি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঝ) বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ঃ

হবিগঞ্জস্থ শাহজীবাজার এলাকায় গ্যাসের উন্নত অবকাঠামোগত বিদ্যমান থাকায় ক্রমবর্ধমান হারে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। বর্তমানে শাহজীবাজার এলাকায় চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে গড়ে ১৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। জালালাবাদ গ্যাসের আওতাধীন বিতরণ এলাকাটি গ্যাসের আপ-স্ট্রীম হওয়ায় শাহজীবাজার, শ্রীমঙ্গল, ছাতক সহ ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত এ অঞ্চলে গ্যাসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রায় ৪৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগের আবেদন অনুযায়ী গ্যাস সংযোগ অনুমোদনের বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আলোচ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে গ্যাস সংযোগের অনুমোদন পাওয়া গেলে আরো অতিরিক্ত প্রায় ৪৫-৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে মর্মে আশা করা যায়। আলোচ্য এলাকার বিভিন্ন শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের চাহিদাকৃত গ্যাস সরবরাহ করার মাধ্যমে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারনের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

(ঞ) ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনঃ

কোম্পানির আওতাধীন সকল শ্রেণির গ্রাহকদেরকে ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেজিটিডিএসএল এর আওতাধীন এলাকায় সিএনজি (কমপ্রেসর) শ্রেণির ৪৫টি, চা-বাগান শ্রেণির ০৬টি এবং শিল্প (Textile-captive) শ্রেণির ০৫টি সহ সর্বমোট ৫৫টি ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য গ্রাহক প্রান্তে স্থাপনের নিমিত্ত বিভিন্ন সাইজ ও জি-রেটিং এর ইভিসিযুক্ত টারবাইন মিটার ক্রয়ের লক্ষ্যে M/S Elster GmbH, Germany এর সাথে ১৫ মে/২০১৬ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসের মধ্যে ইভিসি মিটারসমূহ ভান্ডারে মজুদের সম্ভবনা রয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের উপর কোম্পানির কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনা-কে কম্পিউটারাইজড করে LAN সিস্টেম স্থাপনসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট একসেস ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির ২৫ টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে LAN সিস্টেম সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০৪ সালে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে পেট্রোবাংলা তথা সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর নির্দেশনা মোতাবেক ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা সুরক্ষার্থে কোম্পানির ওয়েবসাইটের সাথে এস.এস.এল. (সিকিউরড সকেটস্ লেয়ার) সার্টিফিকেট সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারের জনপ্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপসমূহ সংযোজন এবং পরিবর্ধন-পরিমার্জনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

খ) সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR):

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। তবে, ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কোম্পানির পক্ষ হতে যথোপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়ায় পূর্বানুরূপ সামাজিক দায়বদ্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত নিতিমালা প্রণয়নপূর্বক এ খাতে বাজেটে অর্থের সংস্থান অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ঃ

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	ফিজিবিলিটি স্টাডি (অর্থ বছর)			মাইন ডেভেলপমেন্ট (অর্থ বছর)			
	Feasibility study for extension of existing underground mining operation of Barapukuria Coal Mine towards the southern and the northern side of the basin without interruption of the present production.	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022
	Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur, Bangladesh	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022

চীনা প্রতিষ্ঠান এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত ৭২ মাস মেয়াদি এমপিএমএন্ডপি চুক্তির (চুক্তি নম্বরঃ BCMCL/06/134/2011) এর মেয়াদ ১০ আগস্ট ২০১৭ তারিখে শেষ হবে। নিরবিচ্ছিন্ন কয়লা উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১১ আগস্ট ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর করে পরবর্তী ৪ বছরের জন্য নতুন একটি উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা প্রয়োজন। নতুন এমপিএমএন্ডপি ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একটি আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ঃ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারের "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পে কঠিন শিলার সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনির ভূ-গর্ভে শিলা উৎপাদন ইউনিট সম্প্রসারণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যমাণ খনি সম্প্রসারণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আগামীতে মধ্যপাড়া খনি হতে উৎপাদিত ডাস্ট ব্যবহার করে Product Diversification এর মাধ্যমে Roof Tiles নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৫-২০১৬-এর অন্যান্য কার্যক্রম সমূহ ঃ

বাংলাদদেশ পেট্রোলিয়াম এক্স প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)

এ অর্থ বছরে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে বাসাক্রীপের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, দোয়া মাহফিল, আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

সম্প্রতি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৫ উদযাপন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ১০-১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা-২০১৫" অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উক্ত মেলায় বাপেক্স এর বিভিন্ন কার্যক্রম, সাম্প্রতিক সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। ইতঃপূর্বে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর আয়োজনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে Bangladesh Development Forum (BDF) ২০১৫ সংশ্লিষ্ট BDF ২০১৫ Development Fair অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননিয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। BDF ২০১৫ মেলায় পেট্রোবাংলার পক্ষে বাপেক্স ও বড়পুকুড়িয়া কোল মাইনিং কোম্পানি'র কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। মাননিয় প্রধানমন্ত্রী পেট্রোবাংলার স্টল পরিদর্শন করেন এবং কিছু সময় অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী উক্ত স্টল পরিদর্শন করেন এবং জ্বালানি নিরাপত্তায় বাপেক্স এর ভূমিকার প্রশংসা করেন। BDF ২০১৫ মেলায় পেট্রোবাংলার স্টল ১ম পুরস্কার অর্জন করে এবং মাননিয় অর্থমন্ত্রী পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে গত ১৮-২০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে International Conference on Mechanical (ICME 2015) এর অংশ হিসেবে বুয়েট ক্যাম্পাসে Exhibition on Engineering and Technology তে বাপেক্সএর বিভিন্ন কার্যক্রম, সাম্প্রতিক সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে একটি স্টল স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনিতে বাপেক্স স্টল ২য় পুরস্কার অর্জন করে।

স্বাস্থ্য কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক (এইচএসই) কার্যক্রম বাপেক্স এর সকল কর্যক্রমের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করেছে। নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও নিতি মেনে চলায় আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। বাপেক্স এর প্রতিটি খনন ও ওয়ার্কওভার প্রকল্প এবং টু-ডি ও থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে প্রতিদিন সকালে সেফ্‌টি মিটিং করা হয়। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে একজন করে মেডিক দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর ঔষধসহ প্রয়োজনিয় উপকরণ সেফ্‌টি বুট, সেফ্‌টি ভেস্ট, হেলমেট, হাত মোজা, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপক, প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স সরবরাহ করা হয়।

বাপেক্সের থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের এইচএসই ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অস্থায়ী জনবলের এইচএসই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হয়। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত একজন এইচএসই কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এইচএসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা (মেডিভেক প্লান), গাড়ীর যাত্রা ব্যবস্থাপনা (স্পিড লিমিট মেনে চলা, সিট বেল্ট বাঁধা, ড্রাইভিং এর সময় ধুমপান ও মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা) এবং অস্থায়ী জনবলের সেফ্‌টি বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। এইচএসই ব্যবস্থাপনায় একজন ডাক্তার ও একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে।

বাংলাদদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ

নিরাপত্তাঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এর স্থাপনাসমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় নিরাপত্তা দৃষ্টি কোন হতে এ সকল স্থাপনা প্রথম শ্রেণির KPI (Key Point Installation) হিসেবে চিহ্নিত। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ সকল স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নাশকতা, অন্তর্ঘাত, গুপ্তচরবৃত্তি এবং যে কোন প্রকারের চুরিসহ বহি:স্থ ও অভ্যন্তরীণ হুমকি পরাভূত/প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানির অতন্দ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকে। কোম্পানি নিরাপত্তা প্রহরী, সশস্ত্র আনসার ও কোন কোন স্থাপনায় পুলিশ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বদা সতর্ক অবস্থায় নিয়োজিত রয়েছে। রাষ্ট্রের KPI নিতিমালার আলোকে ও KPIDC (Key Point Installation Defense Committee) এর সুপারিশ মোতাবেক প্রয়োজনিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি সর্বোচ্চ গুরুত্বসহ নিস্পাদন করা হয়। নিরাপত্তা পরিপন্থী সকল বিষয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সঙ্গে পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে যে কোন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণকল্পে সার্বক্ষণিক আইন

প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। প্রশাসনিক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশাবলী প্রতিপালনসহ এ প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে বিজিএফসিএল বদ্ধপরিকর।

সামাজিক দায়িত্বঃ

নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এর ধারাবাহিকতায় সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, সেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কোম্পানি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬৭টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৪১,৫০,০০০ (একচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক ও ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে কোম্পানি ১৯৯৯ সাল থেকে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি গোল্ডকাপ আন্তঃস্কুল এন্ড কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট নামে দুটি পৃথক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। টুর্ণামেন্ট দুটি আয়োজনের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রত্যেকটিকে ২.৫০ লক্ষ টাকা করে মোট ৫.০০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১.৯৮ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনে কোম্পানির সার্বিক ভূমিকার নিদর্শন সকল পর্যায়ে এর পরিচিতি ও ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

শিক্ষাবৃত্তিঃ

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি ও সমমান পরীক্ষায়, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষায়, এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় , এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মাসিক বৃত্তি ও এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)ঃ

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা নিতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারী বৃত্তির জন্য নির্বাচিতদের তালিকার পরবর্তী গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রতিবছর এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এছাড়া, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র‌্যালী আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানিবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে এককালীন অনুদান প্রদান এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে নিয়মিতভাবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর কোম্পানি হতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে বিভিন্ন অংকের মাসিক ও এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া, বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমূহ যেমনঃ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালন করা হয়।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ

কোম্পানির কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে অনুমোদিত নিতিমালা অনুযায়ী জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ এবং মোটর সাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে মোট ৮.৯৪ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে চলমান শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ১১৪ জনকে ২০.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে চিত্ত বিনোদন কর্মসূচির আওতায় কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত সরকার ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও ৯ আগস্ট “জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস” পালন করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড

ক) পূর্ত নির্মাণ কাজ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোম্পানির আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় (আবিকা) এর জন্য ১.৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪(চার) তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, কোম্পানির গোলাপগঞ্জ আবিকায় ৮১.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রিটেইনিং ওয়ালসহ বাউন্ডারী ওয়াল ও অধিকৃত ভূমিতে ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, হবিগঞ্জ আবিকার জন্য ২(দুই) তলা বিশিষ্ট অফিসার ডরমিটরীর নির্মাণ কাজও উক্ত অর্থ বছরের মার্চ, ২০১৬ মাসে শুরু করা হয়েছে, যা চলমান আছে।

খ) গ্রাহকদের প্রত্যয়ন পত্র প্রদান ঃ

৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ/বকেয়া পাওনা নেই ভিত্তিতে হিসাব করে কোম্পানির সকল আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে সর্বমোট ৯৬,৮৮৯ টি প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়েছে অর্থাৎ শতভাগ গ্রাহকের ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ে তা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ) ওয়ান স্টপ সার্ভিস ঃ

উন্নততর গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রকার বিড়ম্বনা ও ভোগান্তি নিরসনের জন্য কোম্পানিতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক চালু আছে। কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী গ্রাহকগণকে স্বল্প সময়ে প্রত্যাশিত সেবা/সহায়তা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস"-এর কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং এর নিমিত্তে একটি কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় সর্বমোট ৭,৩১৮ জন গ্রাহকের নতুন ও বর্ধিত সংযোগের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৭,১১৯ জন গ্রাহককে নতুন ও বর্ধিত গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয় ও অবশিষ্ট ১৯৯ টি আবেদন অসম্পূর্ণ থাকায় প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, "ওয়ান স্টপ সার্ভিস একটি চলমান অবস্থা।

ঘ) কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ

ঘ.১) করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) ঃ

কোম্পানির ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ২১.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CSR খাতে বরাদ্দকৃত ৩০.০০ লক্ষ টাকার ৩০% অর্থাৎ ৯.০০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যা নিকেতন এর সংশ্লিষ্ট ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়।

ঘ.২) শিক্ষা বৃত্তি ঃ

আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে শিক্ষার প্রয়োজন। তাই শিক্ষার বিষয়ে কোম্পানির মনোযোগ রয়েছে। কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির বৃত্তি স্কীমের আওতায় আলোচ্য অর্থ বছরে সরকারি প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত ১২ জন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য মোট ৬৪ জনসহ মোট ৭৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ.৩) ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানিতে মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।

ঘ.৪) ঋণ প্রদান কর্মসূচী ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণের লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থ বছরে গৃহনির্মাণ, মোটর সাইকেল এবং কম্পিউটার ক্রয়ের নিমিত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১,৫৯২.২০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ

জনকল্যাণমূলক কাজ ঃ

ক) শিক্ষাবৃত্তি ঃ

পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানির ন্যায় এ কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রবর্তিত শিক্ষাবৃত্তির আওতায় আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ৫ জনকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

খ) ঋণদান কর্মসূচী ঃ

কোম্পানির বাজেটে বরাদ্দকৃত আর্থিক সংস্থানের আওতায় প্রতি অর্থ বছরে জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিবেচ্য অর্থ বছরে জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ খাতে মোট ৪৪ লক্ষ টাকা এবং মোটর সাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ১৬ লক্ষ টাকাসহ মোট ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) ক্রীড়া ও বিনোদন ঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অফিস কাজের ধরা-বাঁধা নিয়মের বাইরে চিত্তবিনোদনের জন্য পিজিসিএল এর পক্ষ হতে বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বনভোজন ইত্যাদি উল্লেযোগ্য। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা/ কর্মচারী ছাড়াও তাদের পরিবার-পরিজন অংশগ্রহণ করে।

ঘ) স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ামক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ লক্ষ্যে বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে পিজিসিএল-এর পক্ষ হতে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ঙ) স্বাস্থ্য ঃ

পিজিসিএল বিশ্বাস করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কোম্পানির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে। এ কারণে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পিজিসিএল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনামূল্যে রুটিন চেপআপের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যগত চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছে। সরকার অনুমোদিত ১৫০ আইটেমের ঔষধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

চ) নিরাপত্তা ঃ

পিজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ এলাকায় আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ১০ বার পাইপলাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া হয়। গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিজিসিএল কর্তৃক নিরাপত্তা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাইপ লাইন, সিএমএস, ডিআরএস ও টিবিএস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সিএমএস, টিবিএস ও ডিআরএসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত পাইপ লাইনসমূহের ক্ষয়রোধের জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন করা আছে। মাসভিত্তিক এসব সিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা হয়। এছাড়া, জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে রি-ফিলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো বিপদকালে চালানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত মহড়া দেওয়া হয়।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজের বাইরে কোম্পানির অন্যান্য কাজের অগ্রগতি ঃ

ক) ঈশ্বরদী আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২ তলা দাপ্তরিক ভবন (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পর ২৭-০৬-২০১৪ তারিখে নবনির্মিত দাপ্তরিক ভবনে অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

খ) পিজিসিএল প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দপ্তর, প্রশাসনিক ভবন-২, ইএসডি ভবন এবং বাংলো নং-০২, ০৪, ০৫-এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ৫০% অংশ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫০% অংশ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হবে।

গ) সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদে অবস্থিত ১৫০ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য স্থাপিত সিএমএস ও কন্ট্রোল বিল্ডিং-এর নিরাপত্তার স্বার্থে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ) রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাননিয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে রাজশাহী শহরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পিজিসিএল-এর আওতাভূক্ত এলাকায় আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনিয় আবাসিক রেগুলেটর, লকউইং কক, সার্ভিসটি, এ্যালবো এবং লাইনপাইপ ক্রয় করে রাইজার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদার কর্তৃক ১১,৯১৯ টি নতুন রাইজার উত্তোলনের মাধ্যমে ৩৬,৫০৮ টি দ্বৈত চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড ঃ

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পাহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের উপর কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনা-কে কম্পিউটারাইজড করে LAN সিস্টেম স্থাপনসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট একসেস ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির ২৫ টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে LAN সিস্টেম সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০৪ সালে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে পেট্রোবাংলা তথা সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর নির্দেশনা মোতাবেক ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা সুরক্ষার্থে কোম্পানির ওয়েবসাইটের সাথে এস.এস.এল. (সিকিউরড সকেটস্ লেয়ার) সার্টিফিকেট সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারের জনপ্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপসমূহ সংযোজন এবং পরিবর্ধন-পরিমার্জনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন কর্মকান্ডের বিবরণ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

খ) সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR)ঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। তবে, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানির পক্ষ হতে যথোপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়ায় পূর্বানুরূপ সামাজিক দায়বদ্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত নিতিমালা প্রণয়নপূর্বক এ খাতে বাজেটে অর্থের সংস্থান অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড

ক) কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম ঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে এ তহবিল হতে সর্বমোট প্রায় ৪.৮১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে চীনা ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত স্থানীয় শ্রমিক; খনিতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করা শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাদেরকে প্রতি মাসে কম/বেশী ২০ কেজি চাল, ডাল ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা/ভোগ ভাতা হিসেবে প্রত্যেককে ১,৬০০/- টাকা করে জুলাই ২০১৪ মাস হতে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও কনসোর্টিয়ামের অধীনে নিয়োজিত খনি শ্রমিকসহ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং খনিতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবার-এর প্রত্যেককে বাৎসরিক এককালীন ৭,০০০/- টাকা এবং খনি শ্রমিক, তালিকাভূক্ত পঙ্গু শ্রমিক ও নিহত শ্রমিককের পরিবারকে বিশেষ

অনুদান হিসেবে আরও ৫,০০০/- টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কনসোর্টিয়ামের অধীনে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদেরকে এমপিএমএন্ডপি চুক্তির আওতায় কসোর্টিয়াম কর্তৃক প্রতি টন কয়লা উৎপাদনের জন্য ১৮/- টাকা করে প্রোডাক্টিভ বোনাস প্রদান করা হয়; উক্ত শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রোডাক্টিভ বোনাস হিসেবে প্রতি টন কয়লা উৎপাদনের জন্য আরও ০৪/- টাকা করে পূর্বের ন্যায় আলোচ্য অর্থ বছরেও প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২০৮ ফেইস হতে কয়লা উত্তোলন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ২০১৫-১০১৬ অর্থবছরে কোম্পানির আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত জনবল; এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের অধীনে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিক এবং খনিতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে আহত/নিহত শ্রমিক/পরিবার প্রতি ২,০০০/- টাকা করে কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, কনসোর্টিয়ামের অধীনে কর্মরত অবস্থায় ২০১২ সালে দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে আহত একজন খনি শ্রমিককে উন্নত চিকিৎসার জন্য কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

খ) সম্মানিত অতিথিবৃন্দের খনি পরিদর্শঃ

গত ১৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের' বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননিয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার H. E. Mr. Harsh Vardhan Shringla বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন করেন। এছাড়াও, ১০ম জাতীয় সংসদের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র মাননিয় সভাপতি জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, ২৫৭ কুমিল্লা-৯ এর নেতৃত্বে কমিটির সদস্য জনাব মোঃ আবু জহির, এমপি, ২৪১ হবিগজঞ্জ-৩ ১৫-১৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন করেন। উক্ত সফরে তাঁরা বিসিএমসিএল-এর ভূ-গর্ভ হতে কয়লা উত্তোলন পদ্ধতির বিষয়ে সম্মখ জ্ঞান লাভ করার জন্য ভূ-গর্ভস্থ খনিতে গমন করেন। এছাড়াও, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর পরিচালক (প্রশাসন)/যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল গত ০৯-১২ মার্চ ২০১৬ তারিখে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)-এর পরিচালক (অর্থ)/যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ তৌহিদ হাসানাত খান গত ২৮-০৪-১০১৬ তারিখ হতে ০১-০৫-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত "ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ" মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১৬-এর দেশী ও বিদেশী ৩০ জন সেনা কর্মকর্তার একটি প্রতিনিধি দল গত ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে অত্র খনি পরিদর্শন করেন।

গ) বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলের সাফল্যঃ

গত ১০ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখ হতে কোম্পানির পরিচালনায় বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুল চালু করা হয়। উক্ত সময়ে পে-গ্রুপ হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৮ টি শ্রেণীতে মোট ১৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল। বর্তমানে স্কুলটিতে পে হতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ১২টি শ্রেণিতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৫২৫ জন। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্কুলের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের অনুমোদিত ব্যয় হতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি, বেতন ইত্যাদি বাবদ বার্ষিক আয় সমন্বয় করে অবশিষ্ট ঘাটতি ৫০ লক্ষ টাকা স্কুল পরিচালনার জন্য প্রদান করা হয়েছে। স্কুলটিতে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা প্রদানের সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও পরিকল্পনাধীন কলেজ শাখার জন্য পৃথক ও সুপ্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ, সমৃদ্ধ একাডেমিক ভবন, প্রয়োজনিয় সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী ও অত্যাধুনিক আসবাবপত্রসহ যাবতীয় উপাদান-উপকরণাদি রয়েছে। আর এ জন্য ভাল ফলাফল অর্জনসহ সার্বিক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর হতে কোম্পানির কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত স্কুল পরিচালনা কমিটির সুদক্ষ পরিচালনার মাধ্যমে অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৫ সালের পিএসসি, জেএসসি এবং ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

সাল	শ্রেণি	ছাত্র-ছাত্রী	ফলাফল	সরকারি বৃত্তি
২০১৫	৫ম	৪১	অ+ ১৯ জন, অ ২২ জন	ট্যালেন্টপুল-০৮ জন সাধারণ-০৩ জন
	৮ম শ্রেণি	৫৮	অ+ ৪৫ জন, অ ১৩ জন	ট্যালেন্টপুল-০৬ জন সাধারণ-০৮ জন
২০১৬	এসএসসি	২৯	অ+ ০৯ জন, অ ২০ জন	

বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুলে পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসীসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কোম্পানির শ্রমিকের ছেলে-মেয়েদের আংশিক বেতনে পড়াশুনা করার সুবিধা প্রদান করা হয়। এছাড়াও, খনিতে কর্মরত অবস্থায় আহত, নিহত ও পঙ্গু শ্রমিকদের সন্তানদের অত্র স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য প্রদান

জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টার বক্তব্য প্রদান

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

অশোধিত তেল আমদানি ও পরিশোধন, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ও লুব্রিক্যান্টস আমদানি, বিপণন ও বিতরণ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কর্মকান্ড পরিচালনা ও তদারকির দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ (১৯৭৬ সালের ৮৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখ থেকে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ বিপিসি'র উপর বর্তায়। বিপিসি একটি তেল শোধনাগার, তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি, দুটি ব্লেডিং প্ল্যান্ট এবং একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ কোম্পানির মাধ্যমে ন্যস্ত দায়িত্বাবলী পালন করে জাতীয় অর্থনিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের শিল্প,বাণিজ্য,কৃষি ও পরিবহন খাতের কর্মকান্ড দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকা পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৬ সালে পেট্রোলিয়াম পণ্যের ১১.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাহিদার বিপরীতে ২০১০-১১ সালে উক্ত পণ্যের চাহিদা ছিল ৪৮.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সংস্থা বিভিন্ন শুল্ক, কর ও মূসক ইত্যাদি বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যোগান দিয়ে আসছে।

সংস্থার গঠন ও দায়িত্ব ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান,৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ২ জন সরকার মনোনিত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের নিতি নির্ধারণ ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। চেয়ারম্যান হলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী। কর্পোরেশনের বর্তমান অনুমোদিত জনবল ১৭৮ জন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের দায়িত্বাবলী ঃ

(ক) অশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি ;

(খ) অশোধিত পেট্রোলিয়াম পরিশোধন এবং বিভিন্ন মানের পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন;

(গ) রিফাইনারী ও অন্যান্য সহায়ক সুযোগ-সুবিধা বা অবকাঠামো স্থাপন;

(ঘ) বেজষ্টক, আবশ্যকীয় এডিপিভস এবং অপরাপর রাসায়নিক পদার্থ ও ব্লেন্ডেড লুব্রিক্যান্টসহ লুব্রিকেটিং অয়েল আমদানি;

(ঙ) ব্লেন্ডেড লুব্রিকেটিং পণ্যাদি উৎপাদন;

(চ) ব্যবহৃত লুব্রিকেটিং বা রিভ্যাম্পিংকরণ প্ল্যান্টসহ লুব্রিক্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন;

(ছ) রিফাইনারীর বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরন ও এ লক্ষ্যে প্রয়োজনিয় ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা;

(জ) পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) তেল কোম্পানিসমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কোটা/বরাদ্দ/নির্ধারণ;

(ঞ) অন্তঃদেশীয় অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহ/ভাড়া করা;

(ট) পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ;

(ঠ) পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;

(ড) ম্যানেজিং এজেন্টস হিসেবে দায়িত্বপালন বা যে কোন ফার্ম অথবা কোম্পানির সঙ্গে যে কোন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি সম্পাদন;

(ঢ) অংপ্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী তদারকি,সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ ;

(ণ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং

(ত) অধ্যাদেশের লক্ষ্যসমূহ প্রতিপালনের জন্য আব্যশ্যকীয় অনুরূপ অন্যান্য কার্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

জনবল কাঠামো ঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারী				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৭	২	
পরিচালক	৩	৩	-	স্টেনোগ্রাফার/পিএ	১২	০৭	৫	
				রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান	০১	০১	-	
				(ইউডিএ) ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	-	০১	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৭	১৬	১১	
মহাব্যবস্থাপক/উর্ধতন মহাব্যবস্থাপক	৬	৪	২	কম্পাউন্ডার	১	-	১	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক	১৩	৭	৬	টেলেক্স অপাঃ	২	১	১	
উর্ধতন আবাসিক চিকিৎসক	১	১	-	টেলিফোন অপাঃ	২	১	১	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	১১	৪	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৪	৭	ড্রাইভার	১৩	১১	২	
				মোট ঃ(৩য় শ্রেণি)	৭২	৪৮	২৪	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৭	৩	৪	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণী)	১	১	-	ডেসপাচ রাইডার	২	২	-	
				অফিস সহায়ক	২৭	২২	৫	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৮	২	
				বাস হেলপার	১	১	-	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৫	-	
				মোটঃ(৪র্থ শ্রেণি)	৪৬	৩৯	৭	
মোট ঃ	৫৯	৩৬	২৩	সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) ঃ	১১৮	৮৭	৩১	

জনবলের বর্তমান অবস্থা

	মঞ্জুরীকৃত পদ	বিদ্যমান পদ	শূন্য পদ
কর্মকর্তা	৫৯	৩৬	২৩
কর্মচারী	১১৮	৮৭	৩১
মোট ঃ	১৭৭	১২৩	৫৪

বিপিসি'র বাণিজ্য ও অপারেশন্স কার্যক্রম ঃ

১। যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হল জ্বালানি তেল। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জ্বালানি তেলের আমদানি প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিপিসি যে সব প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেগুলো হ'লঃ- Kuwait Petroleum Corporation (KPC)–Kuwait, Emirates National Oil Company (ENOC) – UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL) – Malaysia, Petrolimex Singapore PTE. Ltd. (Petrolimex) - Vietnam, PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd. – China, Unipec Singapore Pte Ltd. – China, Philippines National Oil Company (PNOC EC). – Philippines, PB Trading Sendirian Berhad- Brunei, PT. Bumi Siak Pusako (BSP) – Indonesia, Turkish Petroleum International Company Ltd.(TPIC)- Turkey, Oman Trading International Ltd (OTI)- Oman & China Zhenhua Oil Corporation Ltd, China. এ ছাড়া অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সৌদি আরবে Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) Ges Aveyavexi Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানির জন্য বিপিসি'র মেয়াদী চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

২। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেডে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১০,৯৩,১২০ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়। এ অর্থ বছরে বিপিসি উপরোক্ত পরিমাণ ক্রুড অয়েলের পাশাপাশি ২৯,৭৯,৯৯৬ মেট্রিক টন ডিজেল, ৩,৪৬,৪১৭ মেট্রিক টন জেট এ-১, ৮,৭৪৩ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন) এবং ৩,৩৫,১৪৯ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সামগ্রিকভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৭,৬৩,৪২৮ মেট্রিক টন।

৩। এ ছাড়া স্থানিয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে ২০১৫-২০১৬ সময়ে ৬০,০৪৬ মেট্রিক টন মোগ্যাস এবং পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড মংলা হতে ৬৭,০১৬ মেট্রিক টন মোগ্যাস গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ন্যাফথার চাহিদা কম থাকায় ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ২০১৫-২০১৬ সময়ে রপ্তানিকৃত ন্যাফথার পরিমাণ ছিল ৩৭,৫৬৫ মেট্রিক টন।

৪। প্রসঙ্গতঃ, ২০১১ সালের পূর্বে দেশে ফার্ণেস অয়েল আমদানি করা হ'ত না। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফার্ণেস অয়েলের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তা বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে আমদানি করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ফার্ণেস অয়েলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎতায়নের পরিধি সম্প্রসারনের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে কেরোসিন আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকার সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করেছে।

বিপণন কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিবিধ জ্বালানি তেলের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে জ্বালানি তেলের চাহিদা প্রায় ৫৬.০০ লক্ষ মেঃটন। তন্মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ প্রায় ৩৮.০০ লক্ষ মেঃটন এবং ফার্ণেস অয়েলে পরিমান ৮.০০ লক্ষ মেঃটন প্রাক্কলিত হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে দেশে জ্বালানি তেলেল ব্যবহার ছিল ৫২.৫৬ লক্ষ মেঃটন তন্মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ ৩৬.০৬ লক্ষ মেঃটন এবং ফার্ণেস অয়েলের পরিমাণ ৭.১২ লক্ষ মেঃটন। প্রসঙ্গত, দেশের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্মিত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ভাড়া-ভিত্তিক বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তরল জ্বালানি হিসাবে ডিজেল ও ফার্ণেস অয়েলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ খাতে

ডিজেল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৪.৯৯ লক্ষ মেঃটন এবং ফার্নেস অয়েল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৭.০১ লক্ষ মেঃটন।

২। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ সালে দেশের বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড এবং সরকারি ও বেসরকারি ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্টসমূহ থেকে উৎপাদিত পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ যথাক্রমে- পেট্রোল ১.২৪ লক্ষ মেঃটন, অকটেন ১.১৬ লক্ষ মেঃটন, ডিজেল ০.৯০ লক্ষ মেঃটন ও কেরোসিন ০.২০ লক্ষ মেঃটন।

৩। বিপণন কোম্পানিরসমূহের জ্বালানি তেল পরিবহন বহরে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের মোট ২৪৩টি ট্যাংকার রয়েছে, তন্মধ্যে কোস্টাল ট্যাংকার ১৩৩টি, শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার ১৪টি, বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার ৭৩টি ও মিনি অয়েল ট্যাংকার ২৩টি। দেশের জ্বালানি তেলের প্রায় ৯০% নৌ-পথে, ৮% রেলপথে এবং ২% সড়ক পথে পরিবহন করা হয়। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা ও অন্যান্য তেল ডিপো থেকে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ডিলার, এজেন্ট এর অনুকূলে নিরবচ্ছিন্নভাব জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের নেটওয়ার্ক হিসেবে ২০১৭টি ফিলিং স্টেশন, ৬৭০টি প্যাক্ড পয়েন্ট, ৩১২৬টি এজেন্ট/ডিস্ট্রিবিউটর ও ৩১৩৭ টি এলপি গ্যাসের ডিলার রয়েছে।

৪। গত ২০১৫-১৬ সালে কৃষিখাতে ১৮.০২, %, শিল্পখতে ৪.৮১%, বিদ্যুৎ খাতে ২২.৮৪%, যোগাযোগখাতে ৪৯.৭৮% এবং গৃহস্থালী ও অন্যান্যখাতে ৪.৫৫% জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভাগীয় শহরে অর্থাৎ, ঢাকায় ৪০.০২%, চট্টগ্রামে, ১৯.৫৭%, সিলেট ৩.৪৩%, রাজশাহীতে ১১.৭৫%, রংপুরে ৬.১৭%, খুলনায় ১৩.৩৬%, বরিশালে ৩.২৫% ও ময়মনসিংহে ২.৪৫% জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তব সম্মত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ২০১৫-১৬ বছরের কৃষিসেচ মওসুমে (ডিসেম্বর-মে) বোরো ধানসহ বিভিন্ন কৃষিজ ফসলাদির বাম্পার ফলন হয়েছে। গত কৃষি-সেচ মওসুমে সারা দেশে ডিজেলের মোট বিক্রয়ের মধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ডিপোসমূহের ডিজেল বিক্রির পরিমাণ ছিল ৪.১০ লক্ষ মেঃটন।

৬। বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১১.২৯ লক্ষ মেঃটন, তন্মধ্যে ডিজেলে মজুদধারণ ক্ষমতা ৫.১২ লক্ষ মেঃটন। ইআরএলসহ বিপণন কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলের মজুদধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে-৩.০১ লক্ষ মেঃটন (ইআরএল ০.৭৬ লক্ষ মেঃটন) ও ১.১৬ লক্ষ মেঃটন (ইআরএল ০.৬৪ লক্ষ মেঃটন)। উল্লেখ্য, দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নৌ-ডিপো সিরাজগঞ্জ জেলাস্থ বাঘাবাড়ী ডিপোতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজদুধারণ ক্ষমতা ০.৬৭ লক্ষ মেঃটন, তন্মধ্যে ডিজেলের মজুদধারণ ক্ষমতা ০.৬০ লক্ষ মেঃটন। প্রসঙ্গত, দেশে জ্বালানি তেলের নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী বিপণন কোম্পানিগুলো মজুদ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ ঃ

বিপিসি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ৩৮(আটত্রিশ) বছর পূর্বে দেশের জ্বালানি তেলের বার্ষিক চাহিদা ছিল প্রায় ১১ (এগারো) লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ফলে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানি তেলের চাহিদা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ছিল প্রায় ৫৫(পঞ্চান্ন) লক্ষ মেট্রিক টন। বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৫% বিবেচনায় নিয়ে আগামী ২০২১-২২ অর্থ বছর নাগাদ জ্বালানি তেলের প্রাক্কলিত চাহিদা প্রায় ৭৫.০০ (পঁচাত্তর) লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চলমান কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বেশকিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরো প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে।

ক) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ ঃ

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
	ক) কনষ্ট্রাকশন অব ১৩,০০০ * ৩ মেঃ টন ষ্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট ইআরএল, চট্টগ্রাম। (ডিজেল ও এফও) (ইআরএল) খ) ০১/০৭/১২-২৮/০২/১৫	৪৯২৭.০০	ইআরএল-এ জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো বৃদ্ধি পাবে।
২।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এ এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (ফ্লোটিং রুফ) এ্যাট ইআরএল। খ) ০১/১০/১০-৩০/০৬/১৬	২৪৯৮.০০	জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩।	ক) এক্সটেনশন অব এভিয়েশন ফুয়েল(জেট-এ-১) হাইড্রেন্ট সিস্টেম এ্যাট হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা। খ) ০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৬	৫৩৬৬.০০	হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জ্বালানি সরবরাহ সহজ হবে এবং জেটএ-১ এর সরবরাহে সুবিধা হয়েছে।

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
৪।	ক) এলপি গ্যাস লিমিটেড হেড অফিস ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলা বিশিষ্ট)। খ) ০১/০১/১৩-৩০/০৬/১৬	৩১২.০০	এলপিজিএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে।

খ) চলমান প্রকল্পসমূহ

খ.১-এডিপিভূক্তঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
	ক) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন। খ) ০১/০৯/১৫-৩১/১২/১৮	৪৯৮১৫৪.০০	ক্রুড অয়েলের জাহাজ ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে আমদানিকৃত ডিজেল স্বল্প সময়ে খালাস করা সম্ভব হবে। এতে অপারেশন কার্যক্রম আরো সহজ ও গতিশীল হবে।

খ.২-নিজস্ব অর্থায়নেঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
	ক) কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন। খ) ০১/০৭/০৭-৩০/০৬/১৭	২০০৪০.০০	১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতার এ ডিপোটি তৈরী হলে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি সরবরাহ করা সহজতর হবে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।
২।	ক) এলপিজি ইম্পোর্ট, স্টোরেজ এন্ড বটলিং প্ল্যান্ট এ্যাট মংলা। খ) ০১/০১/১২-৩০/০৬/১৮	২১,০৪৭.০০	এলপি গ্যাস আমদানি করে মজুদ, বোটলিং ও বিপণন করা হবে। ফলে এলপি গ্যাসের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে, যা পরিবেশ সহায়ক।
৩।	ক) ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ টন জেট-এ-১ ষ্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপড ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা। খ) ০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৭	১১৭৫.০০	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমানের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৪।	ক) কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)। খ) ০১/০৭/১৩-৩০/০৭/১৭	১১৭৫২.০০	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিস সহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।
৫।	চট্টগ্রাম টার্মিনালে ৪ তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্প, গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম। (০১/০৭/১৫-৩০/০৬/১৭)	৯৫৪.০০	যমুনা অয়ের কোম্পানি লিঃ এর প্রধান স্থাপনায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হবে।
৬।	ফিজিবিলিটি স্টাডি অফ জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চনব্রিজ, পিতলগঞ্জ টু কেএডি ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক। (০১/০১/১৬-৩১/১২/১৬)	৫০২.০০	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজ সমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
৭।	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কনস্যালটেন্সি সার্ভিসেস ফর দি ইনস্টলেশন অফ ইআরএল ইউনিট-২. (০১/০৪/১৬-৩১/০৩/১৯	১৪১৮৯.০০	ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২-শীর্ষক প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ মনিটরিং ও তদারকি করার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে রিফাইনারীর ২য় ইউনিট স্থাপন প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

গ) গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
	ক) ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২। খ) ০১/০৭/১৫-৩১/১২/১৮	৮৯৪৯৩৪.০০	ইআরএল এর পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী স্পেসিফিকেশনের জ্বালানির উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সুসংহত রাখবে। অন্যদিকে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
২।	ক) ইন্দো-বাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল)। খ) ০১/০৭/১৫-৩০/০৬/১৮	৪৫০.০০	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
৩।	ক) জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেডিএ ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক। খ) ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৮	২০০.০০	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত ও সহজ হবে।
৪।	ক) কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চট্টগ্রাম-ঢাকা। খ) ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৮	২০০০.০০	পেট্রোলিয়াম পণ্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বা ঢাকার নিকটবর্তী যে কোন এলাকা পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে আনয়ন করা। তাতে সময় ও অর্থ দুটিই সাশ্রয় হবে।
৫।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট ইনক্লুডিং ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ, স্টোরেজ ট্যাংকস, পাইপলাইন্স, জেটি এ্যাট কুমিরা, অর এ্যানি সুইটেবল প্লেস ইন চিটাগাং (পিপিপি অর্থায়নে)। খ) ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৮	২৫০.০০	এলপি গ্যাসের আমদানি নির্ভর বটলিং উৎপাদন, মজুদ ও বিপণন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এলপি গ্যাসের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে।
৬।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এ্যাট এলেংগা, টাংগাইল(২৪০,০০০ সিলিন্ডার পার ইয়ার)। খ) ০১/০৭/১৬-৩০/০৬/১৮	৩০.০০	টাংগাইলের এলেংগা সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে আমদানি নির্ভর সিলিন্ডারের উপর নির্ভরতা কমবে।

আর্থিক কার্যক্রমঃ

১। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৭,৬৩,৫১৭ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মার্কিন ডলার ১,৮৩০.৩২ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ১৪,৯৯৬.৭৫ কোটি ব্যয় করে। এর মধ্যে ১০,৯০,৯৪০ মেঃ টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৩৩৬.১৫ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৩,২২৫.৯২ কোটি এবং ৩৬,৭২,৫৭৭ মেঃ টন পরিশোধিত তেল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ১,৪৯৪.১৭ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ১১,৭৭০.৮৩ কোটি। একই সময়ে রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াকৃত চাহিদার অতিরিক্ত ন্যাফথা রপ্তানি করে প্রায় মাঃডঃ ১২.৯৪ মিলিয়ন সমপরিমাণ প্রায় ১০০.৭৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

২। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মাঃডঃ১,০০০.০০ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাঃডঃ১,১৩৯.১৫ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

১। কোম্পানির পরিচিতি ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৃটিশ-ভারত উপনিবেশিক সময়কালে এর সৃষ্টি। কোম্পানির পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠান "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের এই অংশে পেট্রোলিয়াম ব্যবসা শুরু করে এবং বর্তমানে এটি দেশের বৃহত্তম তেল বিপণন কোম্পানি সমূহের মধ্যে অন্যতম। কোম্পানির ঐতিহাসিক পটভূমি নিম্নরুপঃ

* ১৮৭১ সালে "রেংগুন অয়েল কোম্পানি" তাদের প্রধান ব্যবসায়িক কার্যক্রম বার্মায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্কটল্যান্ডে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয় (উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বার্মা বৃটিশদের নিকট বৃটিশ-ভারতের একটি প্রদেশ হিসেবে পরিচিত ছিল)।
* ১৮৮৮ সালে, রেংগুন অয়েল কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি হিসেবে পুর্নগঠিত হয়। কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম সে সময় আসাম ও বাংলাসহ বৃটিশ-ভারত এর অন্যান্য প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির প্রদান কার্যালয় ছিল ১৯১ ওয়েস্ট জর্জ ষ্ট্রীট, গ্লাসগো, ইউ কে।
* ১৮৮৮ সালে, বার্মা অয়েল কোম্পানি প্রথমবারের মত তেল আহরণের জন্য বার্মায় ড্রিলিং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে। পূর্বে বার্মায় হাতে খননকৃত কূপ হতে তেল আরোহন করা হতো।
* ১৯০৩ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে তাদের "মহেশখালী তেল স্থাপনা" প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯০৮ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামে ভূ-তাত্তিক জরিপ পরিচালনা করে।
* ১৯১৪ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি চট্রগ্রামের সীতাকুন্ডে একটি কূপ খনন করে।
* ১৯২০ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানির প্রধান পরিবেশক মেসার্স বুলক ব্রাদার্স , চট্রগ্রামের সদরঘাটে তাদের ব্যবসায়িক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯২৯ সালে বার্মা অয়েল কোম্পানি মেসার্স বুলক ব্রাদার্স এর ৪.১ একর জমিসহ সদরঘাটস্থ কার্যালয় এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে এর নিজস্ব ব্যবসায়িক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯৪৭ সাল উপমহাদেশ বিভাগের পূর্ববর্তী সময় দুটি প্রধান কোম্পানি বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি) এবং বার্মা শেল অয়েল ষ্টোরেজ এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (বিএসওসি) এ অঞ্চলে তেলের ব্যবসা পরিচালনা করত, যা বর্তমানে বাংলাদেশের অর্ন্তভূক্ত।
* ১৯৪৮ সালে বার্মা শেল তেজগাঁও বিমান বন্দরে এভিয়েশন ডিপো প্রতিষ্ঠা করে।
* তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তেল বিপণন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার্মা শেল তাদের শেয়ার বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) কে হস্তান্তর করে এবং ১৯৬৫ সালে বিওসি এর ৪৯% শেয়ার নিয়ে বার্মা ইষ্টার্ন লিমিটেড নামে নতুন একটি কোম্পানি গঠিত হয়। অবশিষ্ট শেয়ার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বেসরকারি ব্যক্তি মালিকদের ইস্যু করা হয়।
* ১৯৭৭ সালে বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
* ১৯৮৫ সালে, বিওসি (বার্মা অয়েল কোম্পানি) তাদের বাংলাদেশের সমস্ত সম্পত্তি (বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড এর শেয়ারসহ) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর অনুকুলে হস্তান্তর করে। বিওসি এর সমস্ত শেয়ার বিপিসি-কে হস্তান্তরের শর্তানুযায়ী বার্মা ইস্টার্ন লিমিটেড এর নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে এবং তদানুযায়ী ১৯৮৮ সালে কোম্পানির নাম "পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড" এ রুপান্তরিত হয়।

পিওসিএল এর কার্যাবলী ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড দেশের বৃহত্তম পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কোম্পানি এবং অন্যতম বৃহত্তম কৃষি কীটনাশক বিপণন কোম্পানিও বটে। পেট্রোলিয়াম ও এগ্রো-কেমিক্যালস্ ব্যবসা পরিচালনার জন্য সারাদেশে কোম্পানির বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে নির্ধারিত মূল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোম্পানির প্রধান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং সুচারুরুপে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন। তাছাড়া কৃষিজাত কীটনাশক পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানি দেশের কৃষি নির্ভর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

পিওসিএল এর ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নিম্নরুপ ঃ

		২০১৫-২০১৬
ফিলিং ষ্টেশন	-	৬৪৭
এজেন্ট	-	৯৬৩
প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার	-	২৩৩
এল পি জি ডিলার	-	৭২৫
বার্জ ডিলার	-	৫০
মোট	-	২৬১১

	২০১৫-২০১৬
এগ্রো-কেমিক্যালস্ পরিবেশক	২৯৫

পিওসিএল এর জনবল কাঠামো ঃ

৩০শে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত কোম্পানির বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল নিম্নরুপ ঃ

ক) কর্মকর্তা	-	২৯৩ জন
খ) কর্মচারী	-	৮৪৮ জন
মোট	-	**১১৪১ জন**

ডিপো নেটওয়ার্ক

ক) জ্বালানি তৈল ডিপো	ঃ	১৬টি
খ) এগ্রো-কেমিক্যালস্	ঃ	১৬টি
গ) এভিয়েশন ডিপো	ঃ	০৩টি
মোট	-	**৩৫টি**

রোড ট্যাংকার থেকে এলপিজি খালাসকরণ

পেট্রোলিয়াম ব্যবসায় সামগ্রিক আর্থিক কার্যক্রম ঃ

কোম্পানি আলোচ্য ২০১৫-২০১৬ (জুলাই ২০১৫ - মার্চ ২০১৬) হিসাব বছরে পরিব্যয় ৪.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও ১৫৫৭৬.১৮ লক্ষ টাকা আয় করেছে যা গত ২০১৪-২০১৫ (জুলাই ২০১৪ - মার্চ ২০১৫) হিসাব বছরে ১৬৫৮৯.১০ লক্ষ টাকা ছিল অর্থাৎ বিগত বছরের চেয়ে ১০১২.৯৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৬.১১ শতাংশ কম। যার অন্যতম কারন হলো চলতি বছরে ৪.১০ শতাংশ পরিব্যয় বৃদ্ধি ও গ্যাস ফিল্ড সমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত জ্বালানি পণ্যের ক্রয়কালীন লাভ (Buying Gain) না থাকায় ব্যবসায়িক মুনাফা ৬৭.৭০ শতাংশ হ্রাস পায়। এছাড়াও ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ায় সুদ বাবদ প্রাপ্ত মুনাফা কম হওয়ায় সত্বেও গ্যাস ফিল্ডসমূহ কর্তৃক সরবরাহকৃত জ্বালানি পণ্যের হ্যান্ডিলিং আয়ের ফলে পরিচালন ও অপরিচালন আয় ৫.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

হাজার টাকায়

বিবরণ		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ বাজেট	প্রকৃত (জুলাই'১৫- মার্চ '১৬) ২০১৫-২০১৬ অ-নিরীক্ষিত	প্রকৃত (জুলাই'১৪-মার্চ '১৫) ২০১৪-২০১৫ অ-নিরীক্ষিত	বাজেট এর উপর অর্জন (%)	পূর্ববর্তী (জুলাই- মার্চ) বৎসরের সাথে তুলনা (%)
বিক্রয় ঃ	হাজার মে. টনে	১,৬৩০,০০০	১,২৬৫,৪৯১	১,৩৪৮,১৬৫	৭৭.৬৫	(৬.১৩)
	টাকায়	১,৩৭৮,৪৯৫.১২	৯৮৩,৫২৭.৯৫	১,১২৬,৯৪৮.০৫	৭১.৩৫	(১২.৭৩)
পেট্রোলিয়াম ব্যবসায় নিট অর্জন		১,৮৮৮,৭০৪	১৯,২৫২.২৯	১০,৯২৯.৬৯	১২,২২৮.৯১	৫৬.৭৭
পরিব্যয়		১,৩৪৫,১০২	১৫,৭৫৯.৩১	১০,১১৯.৮১	৯,৭২১.৫৮	৬৪.২১
ব্যবসায়িক মুনাফা		৫৪৩,৬০২	৩,৪৯২.৯৮	৮০৯.৮৯	২,৫০৭.৩৩	২৩.১৯
পরিচালন ও অপরিচালন আয়		১,৯৭৫,৫০০	২১,০৩৫.০০	১৪,৬৬২.৬১	১৩,৯১৬.৫৩	৬৯.৭১
এগ্রোকেমিক্যাল আয়		২৯,৪২৯	৩৮০.৪৭	১০৩.৬৮	১৬৫.২৪	২৭.২৫
নিট আয়		**২,৫৪৮,৫৩১**	**২৪,৯০৮.৪৫**	**১৫,৫৭৬.১৮**	**১৬,৫৮৯.১০**	**৬২.৫৩**

উপরোক্ত হিসাব বিবরণী হতে প্রতিয়মান হয় যে, কোম্পানির নিট আয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ বাজেটের ৬১.৭২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।পরবর্তী তিন মাসে বাজেট বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মেট্রিক টনে

বিবরণ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পূর্ণ বাজেট	প্রকৃত (জুলাই'১৫- মার্চ ১৬) ২০১৫-২০১৬ অ-নিরীক্ষিত	বাজেট এর উপর অর্জন (%)	প্রকৃত (জুলাই'১৪- মার্চ ১৫) ২০১৪-২০১৫ অ-নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী (জুলাই- মার্চ) বৎসরের সাথে তুলনা (%)
অকটেন	৪৮,২০০	৩৭,৬৫২	৭৮.১২	৩২,৮৪৯	১১৪.৬২
এভিয়েশন ফুয়েল	৩৬৫,৭০০	২৬১,৯৭৯	৭১.৬৪	২৫৬,৮৭৬	১০১.৯৯
মটর স্পিরিট	৫০,২০০	৩৭,২৬৬	৭৪.২৩	৪৬,৪৬৬	৮০.২০
কেরোসিন	৫১,৫০০	৩৭,৯৪৮	৭৩.৬৮	৪৭,৯৪৬	৭৯.১৫
ডিজেল	৯৩০,৬০০	৭৪৮,৭৫৫	৮০.৪৬	৭৮৪,৭৫৬	৯৫.৪১
লাইট ডিজেল অয়েল	১,১০০	১,৬৭৮	১৫২.৫১	২,১৪২	৭৮.৩২
ফার্ণেস অয়েল	১৫৬,৮০০	১২৩,৪৪০	৭৮.৭২	১৪৬,১০৩	৮৪.৪৯
জুট বেসিং অয়েল	৩০০	১৫৫	৫১.৬৮	১৫৬	৯৯.৩৯
এম.টি.টি	৪,০০০	১,৪৬৪	৩৬.৬০	৫,৮২৭	২৫.১৩
এস.বি.পি	৯,৪০০	৫,৩৬৯	৫৭.১১	৫,৪০১	৯৯.৪০
লুব/গ্রীজ	৫,১০০	৩,৩৭৪	৬৬.১৫	৩,২২০	১০৪.৭৭
বিটুমিন/এলপিজি এবং অন্যান্য	২,২০০	৩,৩৫৩	১৫২.৪১	১২,৮৭০	২৬.০৫
	৪,৮০০	৩,০৩৯	৬৩.৩২	৩,৫১৬	৮৬.৪৪

উপরোক্ত বিক্রয় হিসাব বিবরণীতে দেখা যায় যে, আমাদের প্রকৃত বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রার ৭৭.৬৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। কিছু কিছু পণ্যের (জেবিও/এসবিপি/এম টি টি/লুব/গ্রীজ/এলপিজি) ক্ষেত্রে বিক্রয়ের লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারন সরকারি মালিকানাধীন বেশীর ভাগ পাটকলসমূহ বন্ধ থাকায় জেবিও বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয় নাই ও বেইজ অয়েল এডিটিভ এর স্বল্পতা হেতু লুব/গ্রীজ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই। এছাড়া আলোচ্য (জুলাই ২০১৫-মার্চ ২০১৬) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয় বিগত বছরের তুলনায় ৯৩.৮৭ শতাংশ অর্জন অর্থাৎ ৬.১৩ শতাংশ কম।

২০১৫-২০১৬ সালের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উদ্দেশ্য
০১	Extension of Aviation Fuel (Jet A-1) Hydrant System at Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka.	জুন, ২০১৬	৪২২৮.৯৩	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে হাইড্রেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে আধুনিক ও স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ উড়োজাহাজে রিফুয়েলিং।
০২	Construction of 7000 MT Jet A-1 and 7000+8000 MT HSD Storage Tank at Godenail Depot.	জুন, ২০১৬	২০২২.০৪	গোদনাইল ডিপো হতে রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করণ এবং হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জেট এ-১ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
০৩	Supply, Installation, Testing, Commissioning of 12" Dia Jet A-1 Tanker Pipeline and Replacement of Old/Damage Pipeline at Main Installation of POCL.	ডিসেম্বর, ২০১৫	২৪৯.০০	প্রধান স্থাপনায় দ্রুত সময়ে পেট্রোলিয়ামজাত পন্য (জেট এ-১) গ্রহণ করণ।
০৪	Construction of 3000MT Capacity Storage Tank at B-Baria Depot.	জানুয়ারি, ২০১৬	২৯৭.০০	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর গ্যাসের উপজাত হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট প্রক্রিয়া করণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তেল গ্রহণ করে গ্যাসের স্বাভাবিক অবস্থা নিশ্চিতকরণ।
০৫	Installation of CCTV at 08 (eight) Nos. Depots such as Chandpur, Jhalokhati, Sylhet, Sreemangol, Rangpur, Nator, Ashugonj, Parbatipur Depot of the Company.	ডিসেম্বর, ২০১৫	১২১.০০	ডিপোর নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য।
০৬	Construction of 1x12000 MT Capacity Petroleum Oil Storage Tank at Main Installation, Guptakhal, Ctg.	ডিসেম্বর,২০১৪	৯৩৭.০০	আমদানি জাহাজের ডেলিভারি/ ড্যামিজড পরিহারকল্পে প্রাধান স্থাপনার তেল ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।
০৭	Installation of Fire Hydrant Type Fire Fighting System at Godenail Depot.	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬	৩৯৭.৯৬	আধুনিক ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা জোরদার করা।
০৮	Construction of 800 KL Storage Tank at Sreemagol Depot.		৮৭.০০	শ্রীমঙ্গল ডিপোতে HSD এর মজুদ বৃদ্ধি করা।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উদ্দেশ্য
০৯	Construction of RCC Approach Road at Godenail Depot.	ডিসেম্বর, ২০১৫	৩৬৬.৯৩	গোদনাইল ডিপোতে ট্যাংকলরীর নিরাপদ যাতায়ত নিশ্চিতকরণ।
১০	Construction of Pre-Fabricated Godown at Daulatpur, Ashugonj & Sreepur Depot.	এপ্রিল, ২০১৬	২২৭.৯৩	ডিপোতে লুব অয়েল এর অধিক ও নিরাপদ মজুদ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
১১	Construction of Wagon Gantry at Daulatpur Depot.	ফেব্রুয়ারী, ২০১৬	১৭৯.৩১	দৌলতপুর ডিপোতে ওয়াগনে নিরাপদ ও আধুনিকভাবে জ্বালানি তেল লোড করা।

চলমান প্রকল্পসমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উদ্দেশ্য
০১	Installation of Modern Hydrant Type Fire Fighting System at Daulatpur Depot.	অক্টোবর, ২০১৬	৩৮৪.০০	প্রধান স্থাপনায় আধুনিক ও মানসম্মত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য।
০২	Consultancy Services for Installation of Jet A-1 Underground Hydrant Pipeline from Main Installation to SIA Depot.	অক্টোবর, ২০১৬	৪৯২.৫৬	প্রধান স্থাপনা হতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরস্থ ডিপোতে জেটএ-১ পরিবহন।
০৩	Consultancy Services for Modern Fire Fighting System at Main Installation, Guptakhal, Chittagong	অক্টোবর, ২০১৬	৪৯.০০	প্রধান স্থাপনায় আধুনিক ও মানসম্মত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।
০৪	Consultancy Services for Construction of Jet A-1 Fuel Line from Pitalgonj to KAD.	নভেম্বর, ২০১৬	৪৫৪.০০	পিতলগঞ্জ থেকে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপোতে জেট এ-১ পাইপলাইন স্থাপনের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।
০৫	Construction of 2000 MT Capacity Storage Tank at Chandpur Depot.	ডিসেম্বর, ২০১৬	১৫৯.৯৩	বর্ধিত জ্বালানি চাহিদা মেটানোর নিমিত্ত চাঁদপুর ডিপোতে তেল ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
০৬	Construction of 1200 MT Capacity Storage Tank at Jhalokhati Depot.	জানুয়ারি, ২০১৭	৯৭.২১	ঝালকাঠি ডিপোতে তেল ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
০৭	Construction of Office Building at Godenail Depot.	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	১৮০.০০	গোদনাইল ডিপোতে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জায়গা সংকুলান দূর করার নিমিত্ত।
০৮	Construction of 6000 MT Capacity Storage Tank at Daulatpur Depot.	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	৪০০.০০	দৌলতপুর ডিপোতে বর্ধিত জ্বালানি চাহিদার নিমিত্ত স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা।
০৯	Construction of Five Storied Officer's Residential Building at Main Installation, Guptakhal, Chittagong.	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	৩৯৩.২৮	কর্মকর্তাদের বিদ্যমান বাংলোসমূহ অনেক পুরাতন ও বসবাস অনুপযোগী। এছাড়াও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী নয়, তাই নতুন পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	উদ্দেশ্য
১০	Construction of Four Storied Staff Quarter Building at Main Installation, Guptakhal, Chittagong.	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	১৭৭.৫০	বিদ্যমান কোয়ার্টার সমূহ অনেক পুরাতন ও জরাজীর্ণ। এছাড়া কোয়াটার সমূহের স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন কোয়াটার নির্মাণ হাতে নেয়া হয়েছে।
১১	Construction of Two Storied Sick Bay Building at Main Installation, Guptakhal, Chittagong.	সেপ্টেম্বর, ২০১৬	১২৬.৩৫	বর্তমান সিক-বে টি ব্যবহার এর অনুপযোগী হওয়ায় নতুন স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে।
১২	Construction of Two Storied Riverside Club at Main Installation, Guptakhal, Chittagong.	অক্টোবর, ২০১৬	১৪৫.২৭	বর্তমান টিনসেড রিক্রিয়েশন ক্লাবটি অধিক কর্মকর্তাদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় নতুন ক্লাব স্থাপন করা হচ্ছে।
১৩	Construction of Two Storied Laboratory Building at Main Installation, Guptakhal, Chittagong.	ডিসেম্বর, ২০১৬	২৩৫.৯৭	বর্তমানে ল্যাবরেটরি নিচ তলায় অবস্থিত হওয়ার কারণে বণ্য, জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে দামী যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য দুইতলা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।
১৪	Construction of Two Storied Jetty Office Building at Main Installation, Guptakhal, Chittagong.	ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	১০৮.৬৯	বর্তমানে জেটি অফিস এ কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরিচালন কাজে ব্যহত হচ্ছে। তাই নতুন জেটি অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।
১৫	Construction of a New Jet A-1 Delivery Point at Godenail Depot	অক্টোবর, ২০১৬	৮০.০০	দ্রুততম সময়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ড মোতাবেক আলাদা জেট এ-১ ফিলিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
১৬	Construction of Multi-Storied Head Office Building at Agrabad, Chittagong.	জুন, ২০১৭	৬৭৬৬.০০	পুরাতন অফিসে এ সকল জনবল সংকুলান না হওয়ার কারণে এবং আগ্রাবাদে অবস্থিত কোম্পানি নিজস্ব জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

এলপিজি অটোগ্যাস স্টেশন

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড মূলত পেট্রোলিয়াম ও কৃষি রসায়ন জাতীয় পণ্য বিপণনকারী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানের স্থাপনাসমূহে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে যৌথভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে পরিবেশ সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও প্রধান স্থাপনার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ETP বিদ্যমান আছে। আরো সম্প্রসারণ ও আধুনিকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা :

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বিগত ০৩(তিন) বছরে (২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৫-২০১৬) মোট ৫৩২৬৪১৯ মে.টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল বাজারজাত করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে সারাদেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ১৭৬,৭৭৫ মে. টন হতে ২৫১৪৬৭মে.টনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমুহের চাহিদা মোতাবেক ডিজেল/ফার্ণেস অয়েল নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্বালানি তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে জ্বালানি তেল পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনায় ম্যানুয়েল সিস্টেমের পরিবর্তে আধুনিক রার্ডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম, প্রধান স্থাপনাসহ ১টি ডিপোতে অটোমেটিক ইনভয়েজ সিস্টেম চালু করা হয়েছে ও ৩টি ডিপোতে অটোমেটিক ইনভয়েজ সিস্টেম চালুকরন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বোরো মৌসুমে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে বিশেষ করে বিগত জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০১৬-এ নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোম্পানির মালিকানাধীন জমিতে আয় বর্ধক বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের আওতায় নিজস্ব অর্থায়নে ইতঃমধ্যে চট্টগ্রামস্থ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ৪২ শতক জায়গার উপর তিনটি বেজমেন্টসহ ২২(বাইশ) তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয় ভবণ নির্মাণকল্পে গত ১৯.০৪.২০১৬ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভাব্য মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০২০। এছাড়াও ৬ পরিবাগ, ঢাকায় অবস্থিত কোম্পানির নিজস্ব মালিকানাধীন প্রায় ০২(দুই) একর জমিতে বহুতল ভবণ নির্মাণকল্পে বর্তমান অফিস স্থানান্তর করা হচ্ছে। রাজউক-এর চূড়ান্ত অনুমোদন এবং ঠিকাদার নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গণপূর্ত বিভাগের নিকট হতে লীজমূলে গৃহীত জমিতে ১২(বার) তলা বিশিষ্ট ভবণ নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিভিন্ন ডিপো হতে তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে অবক্াঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়াও স্থাপনা ও ডিপোসমুহে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা আধুনিকিকরণ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সিসি টিভি স্থাপন সহ কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় নিম্নোক্ত ভবনসমুহের নির্মাণ কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করা হয়েছে এবং কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পথে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানি এই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত আছে যে, কোম্পানির প্রবৃদ্ধি এবং সাফল্যের মূল হচ্ছে কোম্পানির সবচেয়ে বড় সম্পদ অর্থাৎ মানব সম্পদের অবদান ও দায়িত্বের প্রতি একাগ্রতার ফল। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন, ত্যাগী ও দক্ষ জনশক্তি প্রতিযোগীতামূলক বাজার বিশাল সুবিধা হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের কোম্পানি সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে পুরোপরি অবগত।

জনশক্তির প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন করে কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানের পেশাগত চাহিদা পূরণের জন্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণখাতে একটা ভালো অর্থ ব্যয় করে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বেশ গুরুত্ব দেয়। অফিস এবং অফিসের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে। কোম্পানি তার কর্মচারীদের ক্রমাগত উন্নয়ন ও শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রামস্থ স্থাপনা পরিদর্শন করছেন

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল) বিগত পাঁচ দশক ধরে জ্বালানি তেল বিপণনের মাধ্যমে জাতিকে সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে সর্বোত্তম ভূমিকা রাখতে এ কোম্পানি অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৯৬৪ সালে ২ (দুই) কোটি টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালিন পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় তেল কোম্পানি হিসেবে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেড (পিএনওএল) নামক কোম্পানিটি যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রোপার্টি (কনট্রোল, ম্যানেজমেন্ট এন্ড ডিস্‌পোজাল) আদেশ ১৯৭২ (পিও নং ১৬, ১৯৭২) বলে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল লিমিটেডকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ ন্যাশনাল অয়েল্‌স লিমিটেড। অতঃপর ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭৩ তারিখে এক সরকারি আদেশ বলে এর পুনঃনামকরণ করা হয় যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (জেওসিএল)। প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২১-৪-৭৩ তারিখে ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এ কোম্পানি পেট্রোবাংলার আওতাধীন একটি এডহক কমিটি (অয়েল কোম্পানিজ এডভাইজারী কমিটি) দ্বারা পরিচালিত হতো। ১৯৭৫ সলের ১২ মার্চ কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস এ নিবন্ধিত হয়, যার অনুমোদিত মূলধন ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালের বিপিসি অধ্যাদেশ নং LXXXVIII (যা ১৩ নভেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট এক্সট্রা-অর্ডিনারীতে প্রকাশিত হয়) এর ৩১(সি) ধারায় বর্ণিত তালিকায় এ কোম্পানির সম্পত্তি ও দায়-দেনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে ইন্দোবার্মা পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (আইবিপিসিএল) এর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও দায়-দেনা এ কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন গঠনের পর থেকে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি সাবসিডিয়ারি হিসেবে কাজ করে আসছে।

২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের মুনাফা থেকে ৫.০০ কোটি টাকা বোনাস শেয়ার ইস্যু করে এ কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তারিখে এ কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর অনুমোদিত মূলধন ৩০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০-৮-২০০৭ তারিখে পুনরায় ৩৫.০০ কোটি টাকার বোনাস শেয়ার ইস্যু করে পরিশোধিত মূলধন ৪৫.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তাদের মালিকানাধীন শেয়ার থেকে প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যের ১,৩৫,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার অর্থাৎ; ১৩.৫০ কোটি টাকার শেয়ার ডাইরেক্ট লিস্টিং পদ্ধতির আওতায় অফ-লোড এর লক্ষ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ ০৯-০১-২০০৮ তারিখে তালিকাভূক্ত হয় এবং যথারীতি উপরোক্ত শেয়ার পুঁজিবাজারে অবমুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবশিষ্ট শেয়ার থেকে আরও ১৭ শতাংশ শেয়ার ২৫-৭-২০১১ তারিখে অবমুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন অর্থ বৎসরে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনক্রমে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিশোধিত মূলধন ১১০.৪২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা যথাক্রমে ৬০.০৮% ও ৩৯.৯২%।

এ ছাড়াও জেওসিএল বাংলাদেশে বিশ্বমানের মবিল ব্রান্ডের লুব্রিক্যান্ট এবং গ্রীজ বাজারজাত করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে, এছাড়া ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৫টি আঞ্চলিক বিক্রয় অফিস রয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং সারা দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে। এছাড়াও জেওসিএল এর বিদ্যমান ৬৬৭ টি ডিলার, ১৩১৬ টি ডিস্ট্রিবিউটর, ২৮৩ টি প্যাকড পয়েন্ট ডিলার, ৭৮৪ টি এলপিজি ডিলার এবং ১২ টি মেরিন ডিলার এর দ্বারা শক্তিশালী নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের নিকট পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানি পরিচালনার জন্য বর্তমানে ৯ (নয়) সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের ইন্ডিপেনডেন্ট পরিচালকসহ ৮ (জন) পরিচালক সরকার কর্তৃক মনোনীত এবং ১ (জন) পরিচালক সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে নির্বাচিত। কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পাদিত হয়। এ ক্ষেত্রে সরকার নীতিনির্ধারক হিসেবে কাজ করে, যা বিপিসি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়।

প্রধান কার্যালয়	ঃ	যমুনা ভবন, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
আবাসিক কার্যালয়	ঃ	যমুনা ভবন, ২ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
বিভাগীয় কার্যালয়	ঃ	চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও বগুড়া।
প্রধান স্থাপনা	ঃ	গুপ্তখাল, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ডিপো	ঃ	সমগ্র দেশে ১৬ টি ডিপো রয়েছে।
ব্যবসার প্রকৃতি	ঃ	কোম্পানির প্রধান কার্যক্রম হলো পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, লুব্রিকেটিং অয়েল ও গ্রীজ, বিটুমিন এবং এলপি গ্যাস গ্রহণ, মজুতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন।

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির বিপণন কার্যক্রম ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ৫ বছরে কৃষি, শিল্প, বিদুৎ ও যোগাযোগ সেক্টরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি খাতে নির্মিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে নিরবচ্ছিন্নভাবে যথাসময়ে ডিজেল ও ফার্ণেস অয়েল সরবরাহের মাধ্যেমে এ কোম্পানি জাতীয় উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলছে।

মেঃ টন

পণ্য	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
অকটেন	২৯৬০৭	২৯৯০৩	৩০৩৭৭	৩১৯০৯	৪০১১২
পেট্রোল	৫০৬৬২	৫০৫১৭	৫৬৫২১	৫৪৮৯৩	৪৫৭৮৫
কেরোসিন	১২৪৯৯৭	১১১৮৮০	১০৫১৫১	৯৬১৮৩	৭২৯৪০
ডিজেল	১০৯১৯৯৭	৯৪০৮১৮	১০৫৫৩০২	১০৯৩১৪০	১১৯২৯৬২
ফার্ণেস অয়েল	৩৩৬৭৬২	৩৬৬৩৩২	৩৫৬৪১৬	৩২১৮৯৭	২৩৬৩৭৫
জেবিও	৮০১১	৬১৯৫	৫৯৪৫	৫১৩৭	৪২৪৫
লুব অয়েল	৪৭৫৫	৪৫৯১	৪৯৪০	৪৮৩৫	৪৩১৬
গ্রীজ	৬২	৪৬	৭২	৪৫	২২
এলপিজি	৪৯০৩	৪৮৯৫	৪১৭৪	৪১৬১	৪০৫৮
বিটুমিন	১৬২৭৭	৯৭৮০	১২৭৭৯	১২৬৫০	৫৩২৪
মোট	১৬৬৮০৩৩	১৫২৪৯৫৭	১৬৩১৬৭৭	১৬২৪৮৫০	১৬০৬১৩৯
হ্রাস/বৃদ্ধি	--	(১৪৩০৭৬)	১০৬৭২০	(৬৭২৭)	(১৮৭১১)
%	--	(৮.৫৮)	৬.৯৯	(০.৪১)	(০.২০)

বিগত ৫ অর্থ বছরে কোম্পানির পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়

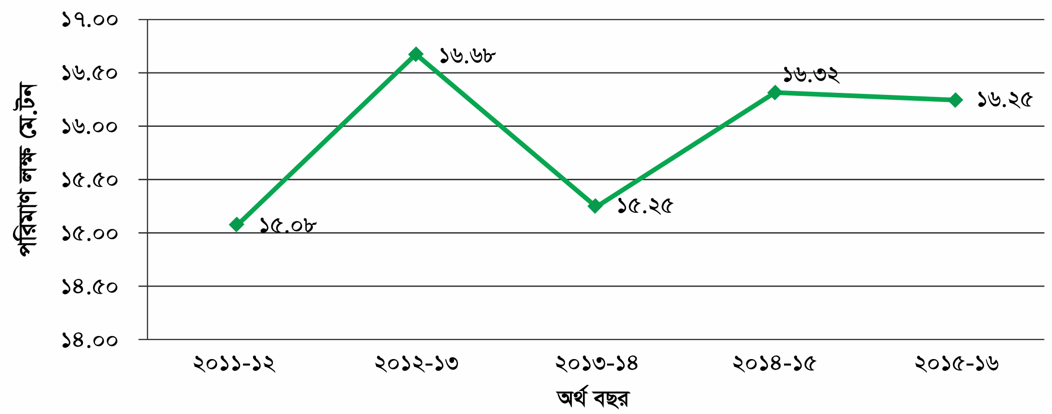

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম ও সাফল্য

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কোম্পানির প্রধান স্থাপনা এবং বিভিন্ন ডিপোতে ২০১১-১৬ সালের মধ্যে সরকারি নির্দেশে জ্বালানি তেল ধারণক্ষমতা ১.৩৩ লক্ষ মে. টন হতে ১.৮৩ লক্ষ মে. টনে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন ডিপোতে জ্বালানি তেল পরিবহনের জন্য পরিবহন বহরে ২৬টি ট্যাংকার যুক্ত করে ট্যাংকার সংখ্যা ৬২টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

কোম্পানির প্রধান স্থাপন এবং বিভিন্ন ডিপোর জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা

মেঃ টন

প্রধান স্থাপনা/ডিপো	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম	৭৮৪৬০	৯৪০৮৯	৮৭৭০০	৭৯৮৬০	৮২৮৬০
ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জ	১১০৯২	১১১৬৪	২১৪৭০	২১৪৭০	২১৪৭০
দৌলতপুর ডিপো, খুলনা	১০৭০৯	১০৫৭৯	২৬৩৭৬	২৬৩৭৮	২৬৩৭৮
বাঘাবাড়ি ডিপো, সিরাজগঞ্জ	১৪৩৭৪	১৫০৪২	২৩৩২০	২৩৭৮৯	২৩৭৮৯
পার্বতীপুর ডিপো, দিনাজপুর	৩৪৪২	৫০৯৩	৫১১৭	৫৩০৫	৫৩০৫
রংপুর ডিপো, রংপুর	১০৯৬	১০৪১	১০৯২	১০৯৭	১০৯৭
চিলমারী ডিপো, কুড়িগ্রাম	৬৫৬	৬৮৩	৬৭১	৬৭১	৬৭১
চাঁদপুর ডিপো, চাঁদপুর	৪৪৮১	৪৫৪১	৪৩৬৫	৪৪৪১	৪৪৪১
ভৈরববাজার ডিপো, কিশোরগঞ্জ	১৪৮৪	১৪৮৩	১৪৮৩	১৫৫৬	১৫৫৬
সিলেট ডিপো, সিলেট	২৭১০	২৭৫৪	২৭৫৯	২৭২৩	২৭৮৫
শ্রীমঙ্গল ডিপো, মৌলবীবাজার	১৮৭০	১৯৬৯	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৬৯
সাচনাবাজার ডিপো, সুনামগঞ্জ	৪৫০	৪৫২	৫৭৫	৪৪৯	৪৪৯
বরিশাল ডিপো,বরিশাল	৩৯০২	৩৯১৯	৩৬২৫	১০৬২৫	১০৬২৫
ঝালকাঠি ডিপো, ঝালকাঠি	৬৮২	৬৬৯	৫৫৮	৫৫২	৫৫২
সর্ব মোট	**১৩২৮৫২**	**১৩৫৪০৮**	**১৫৩৪৭৮**	**১৮১০৭৮**	**১৮৩৯৪৭**

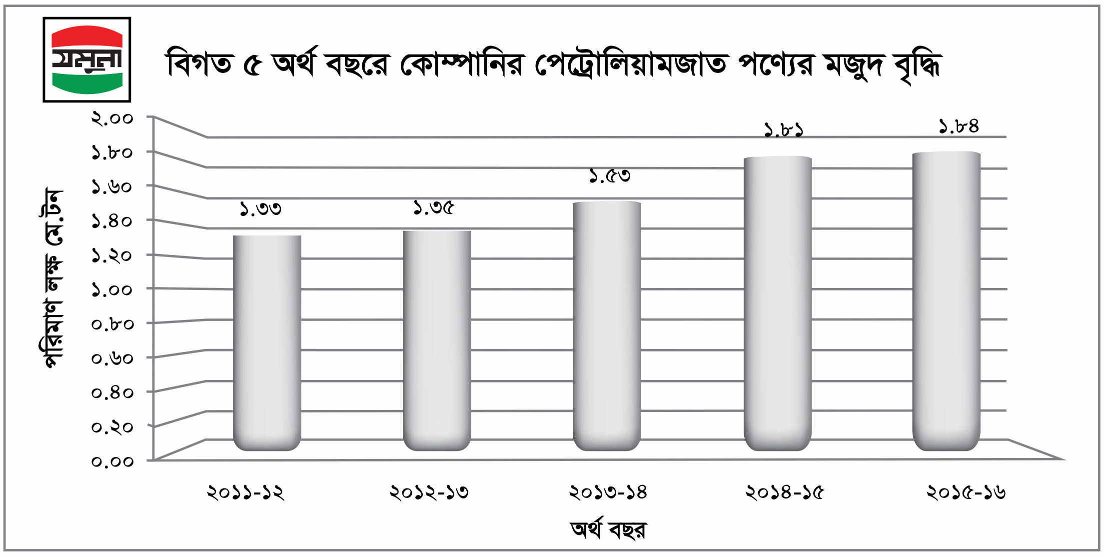

বিগত ৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড বিগত ০৫ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। কোম্পানির বিগত ০৫ বছরের লাভ/ক্ষতির বিবরণী, স্থিতি পত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আয়কর পরবর্তী মুনাফা ১০১.৪৫ কোটি হতে ২২৫.৩২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। আয়কর হিসাবে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ৩৩.৩৫ কোটি টাকা হতে ৭৪.৬০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। শেয়ার প্রতি আয় ১৮.৭৯ টাকা হতে ২০.৪০ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিগত ০৫ বছরের সমন্বিত আয়ের বিবরণী

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
মোট বিক্রয়	৭৭৯৬.৬৬	১০৯৩০.৮৬	১১৫৬৩.৫৭	১২৮৫০.৯৮	১২৭৬৪.৯৩
বিক্রয় পরিব্যয়	(৭৭০০.২৯)	(১০৭৪৯.৩৪)	(১১৪২৩.২১)	(১২৭০৩.৮৬)	(১২৫৯১.৬৩)
নীট আয়	৯৬.৩৭	১৮১.৫২	১৪০.৩৬	১৪৭.১২	১৭৩.৩০
মোট খরচ	(৫৩.৩৮)	(৫৪.৬৮)	(৬৬.৯৯)	(৬৭.৪৫)	(৯৭.৮৪)
অন্যান্য পরিচালন আয়	১৭.৫৮	২৫.৯৮	২৪.৪৬	৩১.৫৫	৪১.২১
পরিচালন মুনাফা	৬০.৫৬	১৫২.৮২	৯৭.৮৩	১১১.২২	১১৬.৬৭
অন্যান্য আয়	৮১.৩৪	১৩৭.২৬	১৭৯.৭৮	২১২.০৯	১৯৯.০৪
নীট মুনাফা	১৪১.৯০	২৯০.০৮	২৭৭.৬১	৩২৩.৩১	৩১৫.৭১
শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল	(৭.১০)	(১৪.৫০)	(১৩.৮৮)	(১৬.১৭)	(১৫.৭৯)
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	১৩৪.৮০	২৭৫.৫৮	২৬৩.৭৩	৩০৭.১৪	২৯৯.৯২
আয়কর	(৩৩.৩৫)	(৬৭.৬৭)	(৬৪.৭২)	(৭৫.৪৭)	(৭৪.৬০)
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	১০১.৪৫	২০৭.৯১	১৯৯.০১	২৩১.৬৮	২২৫.৩২
শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৫.৪০	৭.০২	৯.১৩	১০.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	১৮.৭৯	২৯.৬২	২১.৮১	২৩.০৮	২০.৪০

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা ও আয়কর পরবর্তী মুনাফা

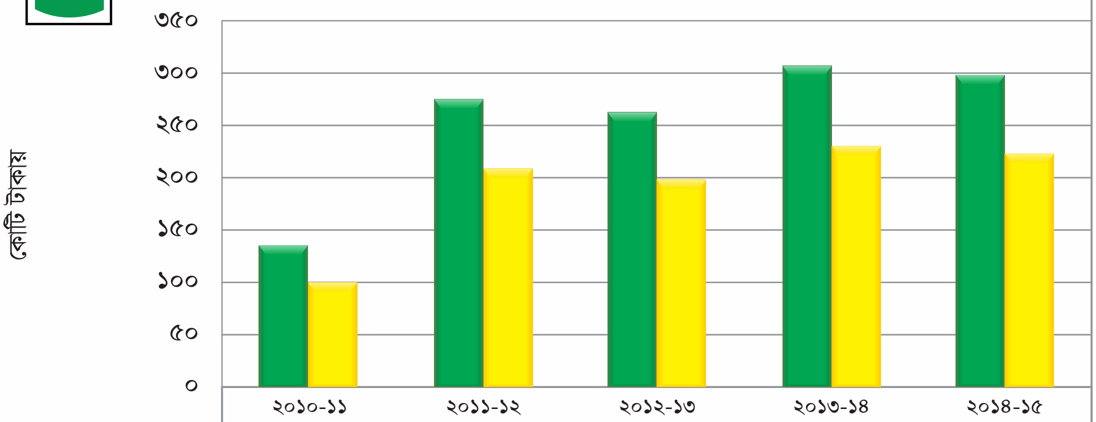

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
আয়কর পূর্ব নীট মুনাফা	১৩৪.৮০	২৭৫.৫৮	২৬৩.৭৩	৩০৭.১৪	২৯৯.৯২
আয়কর পরবর্তী মুনাফা	১০১.৪৫	২০৭.৯১	১৯৯.০১	২৩১.৬৮	২২৫.৩২

কোম্পানির প্রধান স্থাপন এবং বিভিন্ন ডিপোর জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
তহবিলের উৎস					
শেয়ার মূলধন	৫৪.০০	৭০.২০	৯১.২৬	১০০.৩৯	১১০.৪২
মূলধন সঞ্চিতি	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮	১৫.২৮
সাধারণ সঞ্চিতি	১৮১.০০	৩৩১.০০	৪৩১.০০	৫৬৬.০০	৫৬৬.০০
অবন্টিত মুনাফা	১৫.৬৮	৭৩.৬০	১১৯.৯৫	১২৫.৩৭	২৫০.৩০
বিনিয়োগের বাজার মূল্য অনুযায়ী লাভ			৩৫৩.১০	৩৮২.৭৯	৫৬৭.৯৮
মোট তহবিল	**২৬৫.৯৭**	**৪৯০.০৮**	**১০১০.৫৯**	**১১৮৯.৮৩**	**১৫০৯.৯৮**
তহবিলের প্রয়োগ					
মোট স্থায়ী সম্পদ	৩১.৮৮	৫১.৪৫	৬৪.২৫	৭১.৭০	৮০.৮৭
আনুতোষিকের জন্য সঞ্চিতি	(১৮.৬৭)	(২০.৫৭)	(২৩.৩৯)	(২৩.৪১)	(৪২.৯২)
বিলম্বিত কর	৩.৯৩	৩.৯৪	৩.৮৭	২.৮০	৬.৬৬
বিনিয়োগ	১৭.৫৪	২৮৪.২৮	৮১৬.৬৫	৯১০.৬৯	১২২৮.৩৪
চলতি সম্পদ	১৪৪২.৮৩	১৬৭৬.৪৬	১৫৪৪.৬০	২১৫৩.৪৭	২৮৩৫.৯৯
চলতি দায় দেনা	(১২১১.৫৪)	(১৫০৫.৪৮)	(১৩৯৫.৩৯)	(১৯২৫.৪২)	(২৫৯৮.৯৭)
নীট চলতি সম্পদ	২৬৩.৬৯	১৭০.৯৮	১৪৯.২১	২২৮.০৫	২৩৭.০৩
নীট সম্পদ	**২৬৫.৯৭**	**৪৯০.০৮**	**১০১০.৫৯**	**১১৮৯.৮৩**	**১৫০৯.৯৮**
মোট শেয়ার সংখ্যা (কোটি)	৫.৪০	৭.০২	৯.১৩	১০.০৪	১১.০৪
শেয়ার প্রতি নীট সম্পদ	**৪৯.২৫**	**৬৯.৮১**	**১১০.৬৮**	**১১৮.৫৩**	**১৩৬.৭৪**

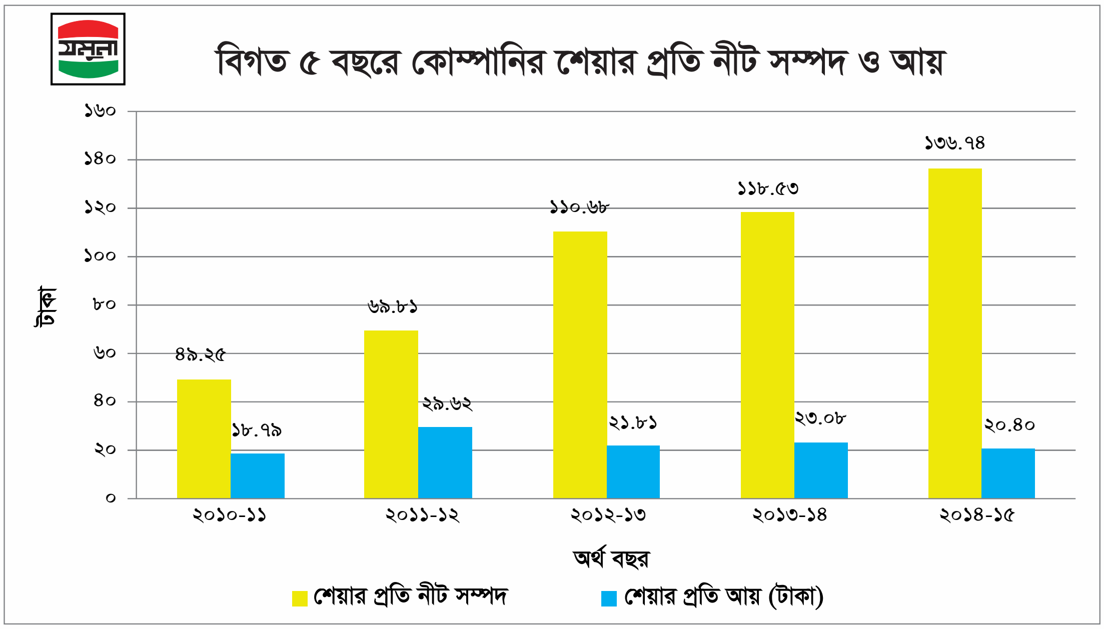

বিগত ৫ বছরে কোম্পানির মুনাফা ও শেয়ার প্রতি আয় যা নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	করপূর্বক মুনাফা (কোটি টাকায়)	করোত্তর মুনাফা (কোটি টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকা)	ঘোষিত লভ্যাংশ (%)	
				নগদ	স্টক
২০১০-১১	১৩৪.৮০	১০১.৪৫	১৮.৭৯	৩০	৩০
২০১১-১২	২৭৫.৫৮	২০৭.৫১	২৯.৬২	৪৫	৩০
২০১২-১৩	২৬৩.৭৩	১৯৯.০১	২১.৮১	৯০	১০
২০১৩-১৪	৩০৭.১৪	২৩১.৬৮	২৩.০৮	৯০	১০
২০১৪-১৫	২৯৯.৯২	২২৫.৩২	২০.৪০	১০০	--

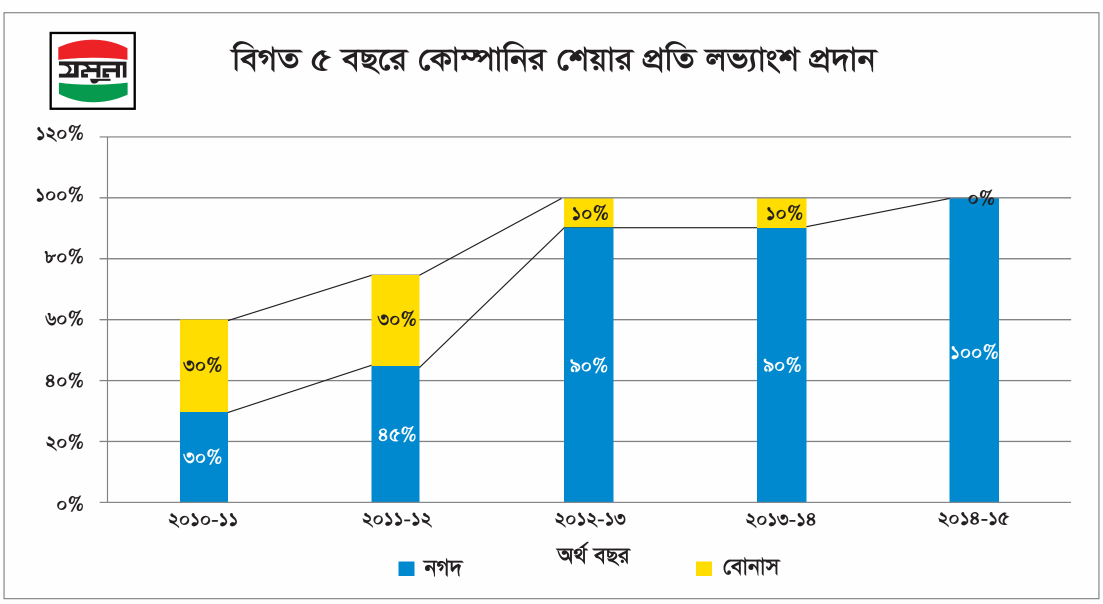

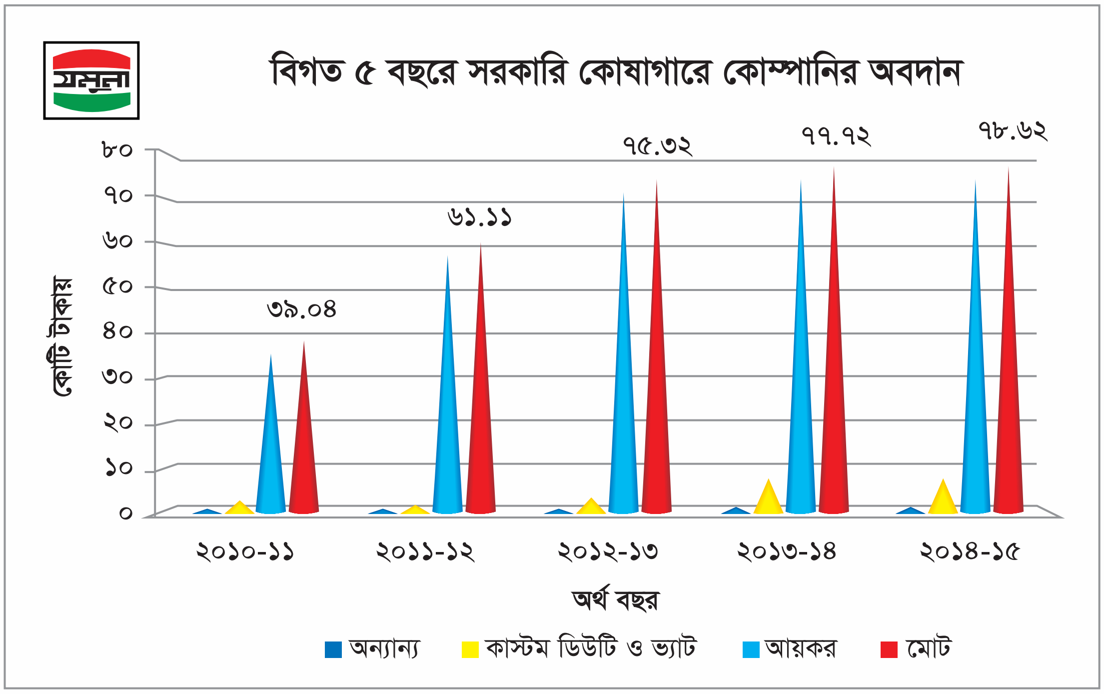

জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি ঃ

এ কোম্পানির ২৫% মালিকানা ও মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৭৫% মালিকানায় দুইটি যৌথ উদ্যোগী কোম্পানি "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" গঠনের জন্য গত ২৬-০৭-১৯৯৮ তারিখে চুক্তি হয়। পরবর্তীতে মবিল সাউথ এশিয়া ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড তাদের মালিকানার ৭৫% শেয়ার ইস্ট কোস্ট গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করে এবং "মবিল যমুনা লুব্রিকেন্টস লিমিডেট (এমজেএলএল)" ও "মবিল যমুনা ফুয়েলস লিমিটেড (এমজেএফএল)" এর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে "এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড" ও "ওমেরা ফুয়েলস লিমিটেড"। এমজেএল বাংলাদেশ লিমিটেড পূঁজিবাজারে ৪০ কোটি টাকার শেয়ার অবমুক্ত করায় ইস্ট কোস্ট গ্রুপ, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫২.০৮%, ১৯.৪৬% ও ২৮.৪৬%।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

কোম্পানির ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ৫ বছরে প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম, দৌলতপুর, ফতুল্লা, বরিশাল, পার্বতীপুর ও চাঁদপুর ডিপোতে মোট ৫৫,২০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার ১৩টি ট্যাংক নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকার কাওরান বাজারে অবস্থিত 'যমুনা ভবন' এর ১ম পর্যায়ে কাজ সম্পন্ন করে কোম্পানির লিয়াজোঁ অফিস ও বিপিসি'র লিয়াজোঁ অফিস স্থানান্তরপূর্বক ২য় তলা ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। সুনামগঞ্জের সাচ্না বাজারে স্থায়ী ডিপো স্থাপনের জন্য ৫ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। বিপিসি'র তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন মংলায় অয়েল ইন্সটলেশন ও এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পে অর্থলগ্নী করা হয়েছে। কোম্পানির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে কোম্পানির নীট আয় আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শেয়ার প্রতি আয়ও অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাবে।

- সিলেট ডিপো সম্প্রসারনের লক্ষ্যে ডিপো সংলগ্ন ০.৩৭৬০ একর জমি গত ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে ক্রয় করা হয়েছে।
- কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান কার্যালয়, পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনা, ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর ও সিলেট ডিপোতে জ্বালানি তেলের পরিচালন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ১৫(পনের)টি স্টোরেজ ট্যাংকে রাডার টাইপ অটো গেজিং সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।
- জিওবি এর অর্থায়নে সিরাজগঞ্জস্থ বাঘাবাড়ীতে ১০০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানি তেলের ১(এক)টি ষ্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোড়দার করার জন্য প্রধান স্থাপনাসহ ফতুল্লা, দৌলতপুর, চাঁদপুর, বাঘাবাড়ি, শ্রীমঙ্গল, রংপুর, ভৈরববাজার ডিপোর সিসিটিভিসমূহ অন লাইনের মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

- যমুনা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা (২য় ফেজ-৩য় থেকে ২০তম তলা) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং টেন্ডার আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে ।
- চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ০৪(চার) তলা অফিস ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে । উল্লেখ্য গত ১৯ এপ্রিল তরিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় যমুনা টারর্মিনাল অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন।
- কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোড়দার করার লক্ষ্যে প্রধান স্থাপনার সিসিটিভি আধুনিকায়নসহ প্রধান কার্যালয়, বরিশাল ডিপোতে সিসিটিভি স্থাপন কাজ চলমান আছে।

গত ১৯ এপ্রিল তরিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় যমুনা টারর্মিনাল অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা

- প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম এর এলজে-৩ পন্টুন জেটি আরসিসি জেটিতে রূপান্তরের বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চলমান রয়েছে। প্রধান স্থাপনায় আরসিসি জেটি নির্মাণ করা হলে কোম্পানির পরিচালন কার্যক্রম সহজতর ও গতিশীল হবে;
- সিলেট অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে সিলেট ডিপো সংলগ্ন ক্রয়কৃত জমিতে পূর্ণাঙ্গ ডিপো নির্মাণ;
- সুনামগঞ্জের সাচনাবাজার বার্জ ডিপোর পরিবর্তে ক্রয়কৃত ৫(পাঁচ) একর জমিতে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- ঝালকাঠি বার্জ ডিপোর পরিবর্তে জমি ক্রয়পূর্বক উক্ত জেলার সুবিধাজনক স্থানে স্থায়ী ডিপো নির্মাণ;
- কোম্পানির মিরপুরে অবস্থিত ০.৯৯ একর জায়গায় আর্থিকভাবে লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোম্পানির সকল আঞ্চলিক অফিস/ডিপোর জ্বালানি তেলের পরিচালন, বিক্রয় ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনয়ন।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন গ্রেডের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিপণন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ১৯৭৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত ১৯৯৪) এর অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭৮ সনের ৭ই মার্চ তারিখে তদানিন্তন দু'টি তেল বিপণন কোম্পানি - মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড একীভূত হয়ে মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) গঠিত হয়।

১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) গঠনের পর বিপিসি'র অধ্যাদেশ-৮৮ এর আওতায় উভয় প্রতিষ্ঠানের (মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড) পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ০১-০১-১৯৭৭ হতে বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখের এক সার্কুলার মোতাবেক মেঘনা পেট্রোলিয়াম মার্কেটিং কোম্পানি লিঃ ও পদ্মা পেট্রোলিয়াম লিঃ উভয় প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে বর্তমান মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) হিসেবে নামকরণ করা হয়। ৩১শে মার্চ, ১৯৭৮ হতে এ নব গঠিত কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

কোম্পানি ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫ কোটি টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ২৯ মে, ২০০৭ তারিখে কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয় এবং কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন ১০৮.২১ কোটি টাকা (৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে)।

কার্যাবলী ঃ

১.১ সমগ্র দেশব্যাপী চাহিদার নিরীখে পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, বিটুমিন, তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং লুব্রিকেন্টস সংগ্রহকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ;

১.২ ফিলিং ষ্টেশন/ডিলার/এজেন্ট হতে নিয়মিতভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক গুণগতমান পরীক্ষা, পরিমাপ, নির্ধারিত মূল্য যাচাইকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১.৩ সমগ্র দেশে সমগ্র পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

১.৪ খরা মওসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মূল্য পরিস্থিতি নিবিড় পর্যবেক্ষণ;

১.৫ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থাপিত দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তৈল সরবরাহ করা।

জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানির ২০১৩ সালের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুসারে জনবল নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

লোকবলের বর্ণনা	অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম মতে লোকবল সংখ্যা	বর্তমান লোকবল
কর্মকর্তা	২৩০	১৩২
কর্মচারী	১৪০	১২২
শ্রমিক, সিকিউরিটি গার্ড	৩৭০	১৯৬

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে লোকবল নিয়োগের পরিসংখ্যান

নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন

১. কর্মকর্তা-২৬ জন (১২ টি পদে)

২. ফায়ার ফাইটার- ৮ জন এর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।

২) ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যের বিবরণ ঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানি সমগ্র দেশের ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষতঃ কৃষি সেচ মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রান্তিক কৃষকের দোরগোড়ায় যথাসময়ে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল বিশেষভাবে ডিজেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি সংস্থা কর্তৃক গঠিত কন্ট্রোল সেলের সমন্বয়ক এর দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল ও গুণগত মান সম্পন্ন লুব্রিকেটিং অয়েল (BP Brand) সরবরাহ করা হয়। অত্র কোম্পানি ৬৯৯টি ফিলিং স্টেশন, ৮৭৬টি এজেন্সী পয়েন্টস, ১৪৫টি প্যাকড্ পয়েন্টস্ ডিলার এবং ১২৫৩টি এলপিজি ডিলারস্ এর সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ বিপণন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কোম্পানি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ১৭,৯২,৩০৭ মেঃটন পেট্রোলিয়াম সামগ্রী বিক্রয় করে। উল্লেখিত অর্থ বছরে কোম্পানি দেশের মোট চাহিদার ৩১% পেট্রোল, ৩৮% অকটেন, ৪৩% কেরোসিন, ৩৭% ডিজেল, ৩৬% ফার্নেস অয়েল এবং ৫০% লুব অয়েল বিক্রি করে। সর্বোপরি উক্ত অর্থ বছরে কোম্পানির দেশের মোট চাহিদার ৩৭% পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য বিক্রয়ে সক্ষম হয়।

৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব বর্তমানে নিরীক্ষা পর্যায়ে আছে। পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নয় মাসের হিসাব অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত ৩য় ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী (প্রভিশনাল এন্ড আনঅডিটেড) অনুযায়ী করোত্তর মুনাফা দাড়াঁয় ১৪৩,৬৮,৯৮,৬৪০ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে নেট এসেট ভ্যালু দাড়াঁয় ৮৩৬,৪০,১৮,৭০৪ টাকা, নেট এসেট ভ্যালু (প্রতি শেয়ার) হয় ৭৭.২৯ টাকা এবং শেয়ার প্রতি আয় দাড়াঁয় ১৩.২৮ টাকা।

৪) কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
০১	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ওয়াগন ফিলিং শেড নির্মাণ।	২০,৭৬,৯১৫.০৪	
০২	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে এল জেড#৪ পনটোন জেটি মেরামতকরণ।	১২,১৭,৬৫৬.৬০	
০৩	ঝালকাটি ডিপোতে ড্রেনেজ সিস্টেম ও অন্যান্য কাজ নির্মাণ।	৩৩,৬৪,৭৭১.৮৫	
০৪	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে বান্ড ওয়াল এবং ওয়েল সেপারেটর সহ সারপেস ড্রেন নির্মাণ।	১৫,২৬,৩০৫.১০	
০৫	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে অফিস ভবনের ২য় তলার সংস্কার মূলক কাজ।	৪,৯৮,১৪১.৭৮	

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প / উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-

৫) কোম্পানির বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প / উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
০১	প্রধান কার্যালয়- চট্টগ্রাম, ৪ টি রিজিওনাল অফিস এবং কোম্পানির সকল ডিপোতে টার্ন কি ব্যাসিস এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (ইআরপি) সলিউশন এর ডিজাইন, উন্নয়ন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ এবং ডাটা সেন্টারসহ ল্যান ও ওয়ান সংযোগের জন্য আনুষঙ্গিক সকল হার্ডওয়্যার ক্রয়।	৪,৯৯,৪৪,৪৪৯.০০	
০২	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে আর এম #৫ এর ছিদ্রযুক্ত পাইপ লাইন পুণঃস্থাপন।	৩৯,৯০,০০০.০০	
০৩	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে (দক্ষিণে) ট্যাংক ৪৬৮ থেকে ৪৭০ পর্যন্ত এইচবিবি রোড নির্মাণ।	১২,৩৮,০০০.০০	

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্যাদেশ/চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
০৪	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে দক্ষিণ গেইট ট্যাংক ফার্ম থেকে পদ্মা রোড সাইড পর্যন্ত আরসিসি পেভমেন্ট রোড নির্মাণ।	২৪,৪৫,০০০.০০	
০৫	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক ৪৭০ থেকে ইআরএল কর্ণার পর্যন্ত এইচবিবি রোড নির্মাণ।	১৮,৪৩,০০০.০০	
০৬	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে কাস্টম বন্ডেড ওয়্যার হাউজ, স্টোর/জেনারেটর হাউজ এবং ওয়ার্কসপ এর এসবেস্টর সিমেন্ট সীট পরিবর্তন।	১৬,৩৬,০০০.০০	
০৭	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম (উত্তরে) স্টোর কর্ণার থেকে বিটুমিন ইয়ার্ড পর্যন্ত রোড নির্মাণ।	২৩,৭৬,০০০.০০	
০৮	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ওপেন শেড লুব এর জন্য স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড সেপারেশন ওয়াল ও সারপেস ড্রেন নির্মাণ।	১৩,৭৬,০০০.০০	
০৯	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে পুরাতন ছিদ্রযুক্ত লাইটার রিসিভিং পাইপ লাইন পুণঃস্থাপন।	৪৪,০০,০০০.০০	
১০	গোদনাইল ডিপো, নারায়ণগঞ্জ-এ ফায়ার হাইড্রেন টাইপ ও ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন।	৮১,৫৯,২০০.০০	
১১	ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ২টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ।	৯,৫০,০০০.০০	
১২	ফতুল্লা ডিপো, নারায়নগঞ্জে পাম্প হাউজ নির্মাণ।	৪১,০০,০০০.০০	
১৩	দৌলতপুর ডিপোতে জেটি সম্প্রসারণ ও মেরামতকরণ এবং ফায়ার পাম্প হাউজ নির্মাণ।	৭৪,৯৬,৯০০.০০	
১৪	ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে ফায়ার হাইড্রেন টাইপ ও ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন।	২,২৫,০০,০০০.০০	
১৫	দৌলতপুর ডিপোতে ফায়ার হাইড্রেন টাইপ ও ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপন।	২,৮০,০০,০০০.০০	
১৬	ফতুল্লা ডিপো, নারায়ণগঞ্জে প্রোডাক্ট পাম্প হাউজে স্টার্টার প্যানেল স্থাপন সহ অন্যান্য কাজ।	১১,২৫,০০০.০০	
১৭	প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রামে ট্যাংক ওয়াগন ফিলিং পয়েন্ট বর্ধিতকরণ	৯,৯৯,০০০.০০	

৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

প্রতিবছর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট সমূহে মনোনয়ন দেয়া হয় ঃ

১। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউট

২। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

৩। বিএসটিআই

৪। পরিবেশ অধিদপ্তর

৫। ঢাকা/চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাট্রিজ

৬। পরমাণু শক্তি কমিশন

৭। ঢাকা/চট্টগ্রাম ষ্টক একচেঞ্জ লিমিটেড

৮। শিল্প সম্পর্ক ইনষ্টিটিউট

৯।	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট

১০।	ইঞ্জিনিয়ারিং ষ্টাফ কলেজ

১১।	ইনষ্টিটিউট অব কষ্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস অব বাংলাদেশ

১২।	সোসাইটি ফর এডভান্সমেন্ট অব কম্পিউটার টেকনোলজী

১৩।	ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া কর্মকর্তাদের উন্নতর শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৭) পরিবেশ সংরক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ

৭.১	কোম্পানি কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশের যাতে কোন বিপর্যয় না হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান। এ লক্ষ্যে গ্রাহককে নির্ভেজাল ও মানসম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কোম্পানির ডিপো/স্থাপনাসমূহে টেষ্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে;

৭.২	মেইন ইনষ্টলেশন্স ও ডিপোসমূহে যাতে জ্বালানি তেলের স্প্লাশ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ না হয় সে লক্ষ্যে মেইন ইনষ্টলেশন্স ও ডিপোর ড্রেনেজ সিষ্টেমে অয়েল ওয়াটার সেপারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

৭.৩	কোম্পানির ডিপো/স্থাপনায় যাতে কোন ধরণের দূর্ঘটনা ঘটতে না পারে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;

৭.৪	কোম্পানির ডিপো/স্থাপনায় ফায়ার ফাইটিং এর ব্যবস্থাকরণসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল মোতায়ন করা হয়েছে;

৭.৫	পরিবেশ সংরক্ষণের পদক্ষেপ হিসেবে কোম্পানি ডিপো/স্থাপনায় নিয়মিতভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়;

৭.৬	তৈল সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মচারীকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট পোষাক সরবরাহ করা হয় এবং উক্ত পোশাক পরিধানপূর্বক কাজে মোতায়েন করা হয়;

৭.৭	তাছাড়া যাতে অন্য কোন প্রকার দূর্ঘটনা না ঘটে সে জন্য সব ধরণের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা করা হয়।

৭.৮	কর্পোরেট সোশ্যাল রেস্পন্সিবিলিটি (সি.এস.আর) এর আওতায় বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও অনুদান প্রদান করা হয়।

৭.৯	সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ন দিবস সমূহে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিনে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন, অনুদান প্রদানসহ গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

স্টোরেজ ট্যাংকার

৯) অন্যান্য কার্যক্রম:

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব নীতিমালা (CSR) এর আওতায় অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ
০১.	ফেনী পাঁচগাছিয়া বাজার জামে মসজিদ	১,০০,০০০/-
০২.	বাথানিয়া জামে মসজিদ	১,০০,০০০/-
০৩.	রাজধানি উন্মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ	১,০০,০০০/-
০৪.	মোসাহিদ আলী বালিকা দাখিল মাদ্রাসা	৩,০০,০০০/-
০৫.	সিলেট ইন্‌ক্লুসিভ স্কুল এন্ড কলেজ	২,০০,০০০/-
০৬.	বাংলাদেশ স্কাউট	২,০০,০০০/-
০৭.	সিলেট আর্ট এন্ড অটিস্টিক স্কুল এন্ড কলেজ	১,০০,০০০/-
০৮.	আলহাসান শিশু সদন	১,০০,০০০/-
০৯.	দরিদ্রদের জন্য কম্বল ক্রয়	২,৫০,০০০/-
১০.	লায়ন মুখলেসুর রহমান ফাউন্ডেশন	১,০০,০০০/-
১১.	পুরাতন রাজশাহী ক্যাডেট এসোসিয়েশন	১,০০,০০০/-
১২.	সেহের অটিজম সেন্টার	১,০০,০০০/-
১৩.	এসোসিয়েশন ফর স্যানিটেশন এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট	১,০০,০০০/-

এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মজুদ ট্যাংক

আলোকচিত্রে কোম্পানির কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট পরিচালকবৃন্দ

কোম্পানিতে 'ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস)' এবং 'এন্টারপ্রাইজ রিসোর্চ প্ল্যানিং (ইআরপি) সলিউশন সফ্‌টওয়ার' গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেসার্স ফ্লোরা লিমিটেডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কোম্পানির ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড

১) কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী ঃ

জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চালিকা শক্তি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত দেশের একমাত্র জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড। এ শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন ১৯১৩ (১৯৯৪ সালে সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অংগ প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৮ সালে প্রায় ১৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইস্টার্ণ রিফাইনারীর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন যা দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যারেল।

কোম্পানির সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব ১৯১৩ (১৯৯৪) সনের কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যাস্ত। পরিচালকমন্ডলীর চেয়ারম্যান এবং পরিচালকবৃন্দ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আওতায় সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন।

জনবল কাঠামো ঃ

অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে ২২৩ জন কর্মকর্তা ও ৬৫২ জন শ্রমিক-কর্মচারীর পদের বিপরীতে বর্তমানে ২০১ জন কর্মকর্তা, ৪৯০ জন শ্রমিক-কর্মচারী কর্মরত আছেন।

ইআরএল এর ইউনিট ও উৎপাদন ক্ষমতা ঃ

চিত্র ঃ প্রসেস প্ল্যান্ট

ক) প্রসেস ইউনিট

১। ক্রুড ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৫ লক্ষ মেঃ টন/বছর
২। ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট	৭০ হাজার মেঃ টন/বছর
৩। এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট	
ক) ভ্যাকুয়াম ডিস্টিলেশন ইউনিট	২ লক্ষ মেঃ টন/বছর
খ) বিটুমিন ব্লোয়িং ইউনিট	৭০ হাজার মেঃ টন/বছর
৪। লং রেসিডিউ ভিস-ব্রেকার ইউনিট	৫ লক্ষ ২২ হাজারমেঃ টন/বছর
৫। মাইল্ড হাইড্রোক্রেকিং ইউনিট	৫৭ হাজার মেঃ টন/বছর
৬। ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেটর	৬০ হাজার মেঃ টন/বছর

খ) এনসিলারী ইউনিট

১। ড্রাম তৈরী ও বিটুমিন ফিলিং ইউনিট	১ হাজার ১শত ড্রাম/দিন
২। হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট	৭৯০ মেঃ টন/বছর
৩। এল পি জি, গ্যাসোলিন ও কেরোসিন মেরক্স ইউনিট	

গ) ইউটিলিটি ইউনিট

১। স্টীম জেনারেশন ইউনিট (৪ বয়লার)	৮০ মেঃ টন/ঘন্টা
২। পাওয়ার জেনারেটর (এসটিজি- ২ ও ডিজেল জেনারেটর- ২)	৭ মেগাওয়াট

চিত্র ঃ স্টোরেজ ট্যাংক

উৎপাদিত পণ্য ঃ

প্রারম্ভকালে ইআরএল মূলতঃ একটি ফুয়েল রিফাইনারী হিসাবে সীমিত কলেবরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীকালে নন-ফুয়েল পণ্য যথা- জুট ব্যাচিং অয়েল, মিনারেল টারপেনটাইন (এমটিটি), এসবিপি, বিটুমিন প্রভৃতি উৎপাদন শুরু করে। রিফাইনারীর প্রধান কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানিকৃত "ক্রুড অয়েল" বা অপরিশোধিত তেল। বড় অয়েল ট্যাংকারে আমদানিকৃত "ক্রুড অয়েল" বঙ্গোপসাগরের কুতুবদিয়া পয়েন্ট থেকে ছোট লাইটারেজ ট্যাংকারে পরিবহন করে আর এম-৭ ডলফিন জেটি থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ইআরএল এর ক্রুড ট্যাংকে মজুদ করা হয়। মজুদকৃত "ক্রুড অয়েল" পাতন প্রক্রিয়ায় পরিশোধনের মাধ্যমে সাতটি ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টে ভাগ করা হয়।

ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টগুলোর বিভিন্ন আনুপাতিক মিশ্রনে ১৩ টি ফিনিস্ড প্রোডাক্ট উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ফিনিস্ড প্রোডাক্টগুলো হলোঃ

(১) এল পি জি (লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস)

(২) এস বি পি এস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট)

(৩) মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার)

(৪) মোটর গ্যাসোলিন (প্রিমিয়াম)

(৫) ন্যাফথা

(৬) মিনারেল টারপেনটাইন

(৭) কেরোসিন

(৮) জেট এ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল)

(৯) এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল)

(১০) জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল)

(১১) এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল)

(১২) এফ ও (ফার্নেস অয়েল)

(১৩) বিটুমিন।

চিত্র ঃ উৎপাদিত ফিনিস্ড প্রোডাক্ট

উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে এলপিজি, এলপিগ্যাস লিমিটেড এ এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্য পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল এর মাধ্যমে সারাদেশে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করা হয়।

চিত্র ঃ মাননিয়ন্ত্রণ পরিক্ষাগার

মাননিয়ন্ত্রণ ঃ

ইআরএল এ উৎপাদিত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণের জন্য আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন একটি গবেষণাগার রয়েছে। গবেষণাগারে টিবিপি, জেফটট, সেনট্রিফিউজ, সিএফআর (কো-অপারেটিভ ফুয়েল রিচার্জ ইঞ্জিন), অটো ডিস্টিলেশন, ডিজিটাল রিফ্যাকটোমিটার সহ বিভিন্ন ইন্‌স্ট্রুমেন্ট এর সাহায্যে আর্ন্তজাতিক মানের পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয়।

২) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের উৎপাদন কর্মকান্ড ঃ

ক) অপরিশোধিত তেল প্রাপ্তি ও প্রক্রিয়াকরণ ঃ আমদানিকৃত ক্রুড, স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত কনডেনসেট ও প্রারম্ভিক মজুদ থেকে মোট ১২,৩৫,০৫৬ মেট্রিক টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাওয়া যায়, যা প্রক্রিয়াজাত করে ১১,২৯,১৬০ মেট্রিক টন ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ১,০৫,৮৯৬ মেট্রিক টন মজুদ থাকে।

খ) সেকেন্ডারী কনভারশন প্ল্যান্ট ঃ এই অর্থবছরে রিফাইনারী থেকে প্রাপ্ত ২,৫৬,৩১৫ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ১,১৪৬ মেঃ টন ন্যাপথা, ২৩,১৫৩ মেঃ টন ডিজেল ও ২,২৬,৬৯২ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

গ) এ্যাসফলটিক বিটুমিন প্ল্যান্ট ঃ এ অর্থবছরে রিফাইনারী থেকে প্রাপ্ত ৬৫,২৫৫ মেঃ টন আরসিও প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে ৩২,৮৪১ মেঃ টন বিটুমিন, ১৩,৩০৬ মেঃ টন ডিজেল ও ১৭,৭৪৩ মেঃ টন ফার্নেস অয়েল পাওয়া যায়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এলপিজি ৯,৯৩২ মেঃ টন, ন্যাফথা ১,৩১,৯৪৪ মেঃ টন, এসবিপিএস (স্পেশাল বয়েলিং পয়েন্ট সলভেন্ট) ২১৯ মেঃ টন, মোটর গ্যাসোলিন (রেগুলার) ১২,২১১ মেঃ টন, এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল) ১৩,৩২৭ মেঃ টন, মিনারেল টারপেনটাইন ২,৫৬৬ মেঃ টন, কেরোসিন ১,৯৪,৪২২ মেঃ টন, জেট এ-১ (এভিয়েশন ফুয়েল) ১,৩৭৯ মেঃ টন, এইচ এস ডি (হাই স্পিড ডিজেল) ৩,২৯,৪৫৫ মেঃ টন, জে বি ও (জুট ব্যাচিং অয়েল) ১৬,৫৪৩ মেঃ টন, এল ডি ও (লাইট ডিজেল অয়েল) ৩,৬৮০মেঃ টন, এফ ও (ফার্নেস অয়েল) ৩,৬২,৭১৯ মেঃ টন, বিটুমিন ৩২,৮৪১ মেঃ টন উৎপাদন করা হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকাণ্ড ঃ

ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াকরণ, প্রোডাক্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইনসেন্টিভ, আরসিও প্রক্রিয়াকরণ, ক্রুড অয়েল আমদানি ও রপ্তানি হ্যান্ডেলিং কমিশন, বিটুমিন বিক্রয়ে মার্জিন ইত্যাদি খাতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কোম্পানির আয় ১১,৮২২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১২,৯৪৮.৩৩ লক্ষ টাকা (অনিরিক্ষীত)। এখানে উল্লেখ্য যে ক্রুড অয়েল, আরসিও প্রক্রিয়াকরন ফি সহ অন্যান্য আয়ের বিষয়ে বিপিসি এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ২০১৫ সালের জুন মাসে শেষ হয়েছে। বর্তমানে চুক্তিটি নবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হবে।

সরকারি কোষাগারে জমাদান ঃ

বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরে আয়কর, ভ্যাট, আমদানি ও আবগারি শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর, ঋণের উপর সুদ পরিশোধ ইত্যাদি বাবদ কোম্পানি সর্বমোট ১,৭২৪.০০ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে পরিশোধের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে।

অগ্নিনির্বাপণ ঃ

পেট্রোলিয়াম পণ্য অত্যন্ত দাহ্য বিধায় এ প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ন অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে দু'টি ফোম টেন্ডার ইউনিট ও একটি আরআইভি অগ্নিনির্বাপণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে যা অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিত্র ঃ অগ্নিনির্বাপণ ইউনিট

৪। মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

শুরু থেকেই ইআরএল এর অভ্যন্তরে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রশিক্ষনার্থীদের পেট্রোলিয়াম অয়েল রিফাইনিং ও প্রসেসিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যথা-শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আই আর আই), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বুয়েট, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য পেশামূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ/সেমিনার কার্যক্রমে প্রেরণ করা হয়।

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসি ও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দেশের বাহিরেও কর্মকর্তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভবিষ্যৎ দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 'শিক্ষানবিস স্কীম', 'প্রবেশনারী ইঞ্জিনিয়ার স্কীম' ও 'ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালস স্কীম' এর মাধ্যমে ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদি বাস্তব কাজে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও ইআরএল মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরীণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, দূষণমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ও বদ্ধপরিকর, যা কর্মরত কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী ও কারখানার সন্নিকটস্থ এলাকাবাসীর জন্য একান্ত প্রয়োজন। প্ল্যান্টের ইউনিটগুলো

এমনভাবে অপারেট করা হয় যাতে পরিবেশ দুষনের শিকার না হয়। সকল ধরনের অস্বাস্থ্যকর সালফাইডযুক্ত গ্যাস সুউচ্চ কলামের মাধ্যমে উপরেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। সীসামুক্ত বায়ু বজায় রাখার স্বার্থেই ১৯৯৯ সাল হতে TEL/TML ব্যবহার বন্ধ করে অকটেন তৈরিতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাইড্রোজেন সালফাইড লিকেজ এর ব্যাপারে ইআরএল পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উন্নত ধরনের ডিজাইনে অয়েলি ওয়াটার ও বৃষ্টির পানির সেপারেশন সিস্টেম চালু আছে, যাতে উক্ত মিশ্রণ পরিবেশের কোন ক্ষতি করতে না পারে। এ ছাড়াও সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক রিফাইনারী ও এর আশপাশ এলাকার সার্বিক পরিবেশ সুন্দর, দুষনমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার জন্য ETP স্থাপনের কাজ চলছে।

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ঃ

বিভিন্ন সময়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ-

- এ্যাসফল্টিক বিটুমিন প্ল্যান্ট
- এলপিজি সুইটিনিং ইউনিট
- এলপিজি স্পিয়ার্স
- ক্রুড অয়েল এন্ড প্রডাক্ট ট্যাংক
- ৩ মেগাওয়াট এস টি জি (ইউনিট-১)
- রিভারমুরিং স্থানে ডলফিন জেটি (আরএম-৭)
- সেকেন্ডারী কনভারসন প্ল্যান্ট (এসসিপি)
- প্রসেস বয়লার স্থাপন (বয়লার-সি এবং বয়লার-ডি)
- ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-১)
- হোয়াইট অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক
- ট্রেনিং সেন্টার বিল্ডিং
- কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর বর্ধিতকরন ও আধুনিকায়ন
- ফায়ার ফাইটিং ও সেফটি সিস্টেম এর বর্ধিতকরন ও আধুনিকায়ন
- পুরাতন ক্রুড অয়েল ডিস্টিলেশন কলাম প্রতিস্থাপন
- ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন (ট্যাংক-জি এবং ট্যাংক-এইচ)
- আরসিও স্টোরেজ ট্যাংক
- মেরক্স-১ রিভাম্পড
- কনডেন্সসেট স্টোরেজ ট্যাংক
- ৩ মেগাওয়াট এস টি জি (ইউনিট-২)
- ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-১)
- সি ডি ইউ এর ফার্নেস পরিবর্তন
- আর ও প্ল্যান্ট স্থাপন
- অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম স্থাপন
- ২ মেগাওয়াট ডিজেল জেনারেটর (ইউনিট-২)
- এম এস স্টোরেজ ট্যাংক (ট- ৫১)
- ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ট্যাংক (ট- ৫২, ট- ৫৩, ট- ৫৪)
- সি সি টিভি স্থাপন

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ঃ

- **ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) ঃ**

আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট সহজে, নিরাপদে ও স্বল্প খরচে খালাস এবং স্থানান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসপিএম মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিম পাশে উপকুল থেকে ৯ কি.মি দূরে স্থাপিত হবে। ঐ স্থানের সমুদ্রের গভীরতা ২২ মিটারের অধিক বিধায়, ১,২০,০০০ DWT জাহাজ থেকে ৪৮ ঘন্টায় আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট আনলোড করতে পারবে। জাহাজ থেকে আমদানিকৃত ক্রুড অয়েল ও ফিনিস্‌ড প্রোডাক্ট পাম্প করে ৩৬// ব্যাসের ২ (দুই) টি পাইপ লাইনের মাধ্যমে এসপিএম হয়ে মহেশখালী স্টোরেজ ট্যাংকে মজুদ করা হবে। স্টোরেজ ট্যাংক থেকে তেল ১৮// ব্যাসের দুইটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে অফসোর হয়ে গহিরা দিয়ে কর্ণফুলী নদীর পূর্বপাড় পর্যন্ত আসবে। এরপর HDD পদ্ধতির মাধ্যমে এটি কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করে POCL হয়ে ইআরএল এ পৌঁছবে। মোট অফসোর পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য ৭৩.০০ কিঃমিঃ এবং অনসোর পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ৩৭.০০ কিঃমিঃ। সর্বমোট ২২০ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপিত হবে।

- **ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপন ঃ**

প্রারম্ভকালে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ছিল খুবই সীমিত। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা ১৯৪৮ সালের ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৬৮ সালে ১১.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৭৮ সালে ১৩.২১ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৮৮ সালে ১৭.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৯৯৮ সালে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে এর চাহিদা প্রায় ৬৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে সীমাবদ্ধ থাকায় বর্তমানে দেশের এক পঞ্চমাংশ চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না, যা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে এবং এতে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয় হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ইআরএল এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে, একদিকে যেমন দেশের অধিকাংশ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে তেমনি অপর দিকে উৎপাদন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক ৩০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে ৩০ একর জমি লিজ গ্রহণ সহ কারিগরি সহায়তার জন্য ফ্রান্সের টেকনিপ কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক (MOU) সই হয়েছে। গত ১৯/০৪/২০১৬ তারিখে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসাবে Engineers India Limited (EIL), INDIA ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

- ট্যাংক ফার্মে ফ্লো মিটার স্থাপন
- ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ETP) স্থাপন
- ইআরএল ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণ
- কলাম ১০সি০১ (এবিপি ইউনিট), রিএ্যাক্টর আর-১২০১ ও আর- ১২০৪ (রিফরমিং ইউনিট) প্রতিস্থাপন
- প্রসেস বয়লার প্রতিস্থাপন (বয়লার-সি)
- পাম্প ও অটো গেজিংসহ ন্যাফথা লাইন স্থাপন
- এনজিসি ইউনিটের ফার্নেস স্থাপন
- এরো কনডেনসার বর্ধিতকরণ
- কুলিং টাওয়ার প্রতিস্থাপন
- সি সি টিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোপরি প্ল্যান্টের সংবেদনশীল যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, কোম্পানির দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাংগঠনিক কাঠামো দৃঢ়করণ এবং ইআরএল এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা আছে।

- স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন
- ন্যাচারাল গ্যাস কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-২)
- অনলাইন করোশন মনিটরিং স্থাপন
- অর্গানাইজেশন রি স্ট্রাকচারিং
- টাইম এ্যাটেনডেন্ট ও ভিজিটর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন

কোম্পানিকে অব্যাহতভাবে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু রাখার জন্য সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক/কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও আন্তরিক নিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা, আন্তরিক সহযোগিতা ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় থাকার ফলে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোম্পানি অদ্যাবধি সুনামের সাথে একটি লাভজনক ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। তারই ফলশ্রুতিতে ইআরএল গত ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ' এ দেশের সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের অধিকতর সজাগ, সচেতন ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এল পি গ্যাস লিমিটেড

(১) কোম্পানির পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো ঃ

ক) কোম্পানির পরিচিতি ঃ

ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল)-এ ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত করার সময় উপজাত হিসেবে উৎপাদিত এলপিজি সংরক্ষণ করে বোতলজাতপূর্বক গার্হ্যস্থ রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড ১৯৭৭-৭৮ সালে চট্টগ্রামস্থ এলপিজি ষ্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি নির্মাণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। স্থাপনকাল হতে ইহা বিপিসি'র একটি প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে এ প্রকল্পটি "এল পি গ্যাস লিমিটেড" নামে বিপিসি-এর একটি সাবসিডিয়ারী হিসাবে ৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ১৯৮৮ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রূপান্তর করা হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদিত এলপিজি বাজারজাত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে পেট্রোবাংলার রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার জন্য বিপিসি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার কৈলাশটিলায় আরো একটি এলপিজি ষ্টোরেজ, বটলিং ও ডিষ্টিবিউশন প্রকল্প গ্রহণ করে, যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ মাসে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায়। কৈলাশটিলা এলপিজি প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলপি গ্যাস লিমিটেড চট্টগ্রামের সাথে একীভুত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০.০০ কোটি টাকা, পরিশোধিত মূলধন ১০.০০ কোটি টাকা এবং শেয়ারের অবিহিত মূল্য ১০/- টাকা।

খ) কার্যাবলী ঃ

এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলাস্থ দুইটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে যথাক্রমে ইআরএল ও আরপিজিএল-এ উৎপাদিত এলপিজি বোতলজাত করা হয়। অতঃপর বোতলজাতকৃত এলপিজি বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত বিপণন কোম্পানিসমূহের মাধ্যমে বাজারজাত করার লক্ষ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও এসএওসিএল-কে বিপিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী আনুপাতিক হারে সরবরাহ করা হয়। এক শিফ্‌টে এল পি গ্যাস লিমিটেড-এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১০,০০০ মেঃ টন এবং কৈলাশটিলাস্থ প্ল্যান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৮,৫০০ মেঃ টন। এলপি গ্যাস লিমিটেড-এর শতভাগ শেয়ারের মালিক বিপিসি।

গ) জনবল কাঠামো ঃ

কোম্পানিতে বর্তমানে জনবলের সংখ্যা নিম্নের সারণী-১ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণী-১

	অর্গানোগ্রাম মোতাবেক		কর্মরত জনবল	
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট
কর্মকর্তা	২১	১০	১৪	০৫
কর্মচারী	৬৫	৫৭	৫৩	৩৫
মোট	৮৬	৬৭	৬৭	৪০

(২) ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

বর্তমানে এলপি গ্যাস লিমিটেডের বাল্ক এলপিজি'র বিকল্প কোন সংস্থান না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন কর্মকান্ড সম্পূর্ণরূপে ইআরএল ও আরপিজিসিএল-এর এলপিজি উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। ২০১৫-১৬ অর্থ বছর এ কোম্পানির চট্টগ্রাম ও কৈলাশটিলা বটলিং প্ল্যান্টের উৎপাদন কার্যক্রম নিম্নের সারণী-২ এ উপস্থাপন করা হলো। বর্ণিত অর্থ বছরে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, এলপিজিএল ও বিপিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে ২১০৪৬.৯৬ লক্ষ টাকায় মংলায় বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্প নির্মাণ করার কাজ চলছে। এছাড়া চট্টগ্রামে পিপিপি'র আওতায় একই ক্ষমতার আমদানি নির্ভর আর একটি এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উৎপাদনের পরিমাণ

সারণী-২

বছর		চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	মোট
		উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)	উৎপাদন (মেঃ টনে)
২০১৫-২০১৬	ঃ	১০,৪১১	৫,৯২৯	১৬,৩৪০

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

কোম্পানির ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ডের (নিরীক্ষিত নয়) সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নের সারণী-৩ এ উপস্থাপন করা হলো ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের কোম্পানির আর্থিক কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান (নিরীক্ষিত নয়)

সারণী-৩

লক্ষ টাকায়

বছর	করপূর্ব লাভ/(ক্ষতি)				
	চট্টগ্রাম প্ল্যান্ট	কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট	অবচয় তহবিল	মোট	
২০১৫-১৬	(৫৬.৮১)	(১৩৯.১০)	৩৭৭.২৭	১৮১.৩৬	লভ্যাংশ ঘোষণার কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কোম্পানির বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নিম্নরূপ ঃ

৩০০.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Construction of four-storied office building with five storied foundation for head office of LP Gas Limited (LPGL)" শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প ঃ

অত্র কোম্পানির আওতায় গৃহিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার "LPG Import, Storage & Bottling Plant at Mongla" শীর্ষক প্রকল্পটি বিপিসি, এলপিজিএল ও তিন বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

খ) বার্ষিক ১.০০(এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর অপর একটি প্রকল্প পিপিপি'র আওতায় চট্টগ্রামের লতিফপুর মৌজায় বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম চলমান আছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিআইএম, পেট্রোলিয়াম ইন্স্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহিত ও পরিচালিত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অত্র কোম্পানি হতে জনবল প্রেরণ করা হয়েছে।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামস্থ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির সকল প্রকার অপারেশন্সসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত দেশের বনাঞ্চল ধবংসরোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোম্পানিটি বর্তমানে দেশে গৃহস্থালি রান্নার কাজে ব্যবহৃত গাছ ও লতা-গুল্মের বিকল্প হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে উৎপাদিত বার্ষিক প্রায় ১৮,০০০ মেঃ টন এলপিজি বোতলজাত করে সারাদেশে ভোক্তাসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

(৮) ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা ঃ

দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সীমাবদ্ধাতা থাকায় গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি হিসেবে লাইন গ্যাসের সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। বোতলজাত এলপিজি সারাদেশের ভোক্তাগণের নিকট সুলভ মূল্যে ও সহজে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে পটুয়াখালীর পায়রা বন্দর এলাকায় বার্ষিক ৪.০০ (চার) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি প্রকল্প গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বহুতল ভবনসহ বাণিজ্যিক, শিল্প ও আবাসিক ব্যবহারকারীদের জন্য বোতলজাত ও বাল্ক এলপিজি সরবরাহের লক্ষ্যে সারাদেশে এলপিজি সরবরাহ ও বাজারজাত নেটওয়ার্ক তৈরীর জন্য কোম্পানির পরিকল্পনা রয়েছে।

(৯) অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে কোম্পানির খালি জায়গায় বৃক্ষরোপন করা, জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ, সিএসআর-এর আওতায় বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়ীদের ও দুস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।

ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড

কোম্পানির পরিচিতি ঃ

বিগত ১৯৬৫ সালে এসো ষ্ট্যান্ডার্ড ইনকর্পোরেটেড (এসো) এবং দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ (এশিয়াটিক)- এর যৌথ উদ্যোগে ৫০ঃ৫০ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি (প্রাইভেট) লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০,০০০/- টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ১৯,৭৬,০০০/- টাকা। প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের ৯৮,৮০০ টি 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার এবং ৯৮,৮০০ টি 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ার। এসো 'বি' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার এবং এশিয়াটিক 'এ' ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার।

বিগত মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে 'এসো আন্ডারটেকিং এ্যাকুইজিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৫'- এর আওতায় এসোর শেয়ার সরকার অধিগ্রহণ করে এবং বিপিসি অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ মোতাবেক এসোর অধিগ্রহণকৃত কোম্পানির ৯৮,৮০০ টি বি-ক্লাশ সাধারণ শেয়ার বিপিসি'র নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থাৎ, বর্তমানে কোম্পানির ৫০% মালিকানা "বি" ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অবশিষ্ট ৫০% মালিকানা "এ" ক্লাশ সাধারণ শেয়ারহোল্ডার-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দি এশিয়াটিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ঃ

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এ্যাসোসিয়েশনের ৬৮ নং ধারা মোতাবেক 'এ' ক্লাশ ও 'বি' ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত সম সংখ্যক (দুই জন করে মোট ৪ জন) পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালক পর্ষদ গঠিত এবং ৭০ ধারা মোতাবেক "বি" ক্লাশ শেয়ারহোল্ডারদের মনোনিত পরিচালকগণের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় দিক-নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাউন্ডেড এলপিজি স্টোরেজ সিস্টেম

কার্যাবলি ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানি হিসেবে লুবজোন ব্রান্ডের লুব অয়েল, বিটুমিন, এল পি গ্যাস, ডিজেল ও ফার্ণেস অয়েল বিপণন করছে। নিজস্ব ব্রান্ডের (লুবজোন) লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং এছাড়াও মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাহিদা মোতাবেক লুব্রিকেটিং অয়েল ব্লেন্ডিং পুর্বক সরবরাহ করে থাকে।

জনবল কাঠামো ঃ

অর্গানোগ্রাম ঃ

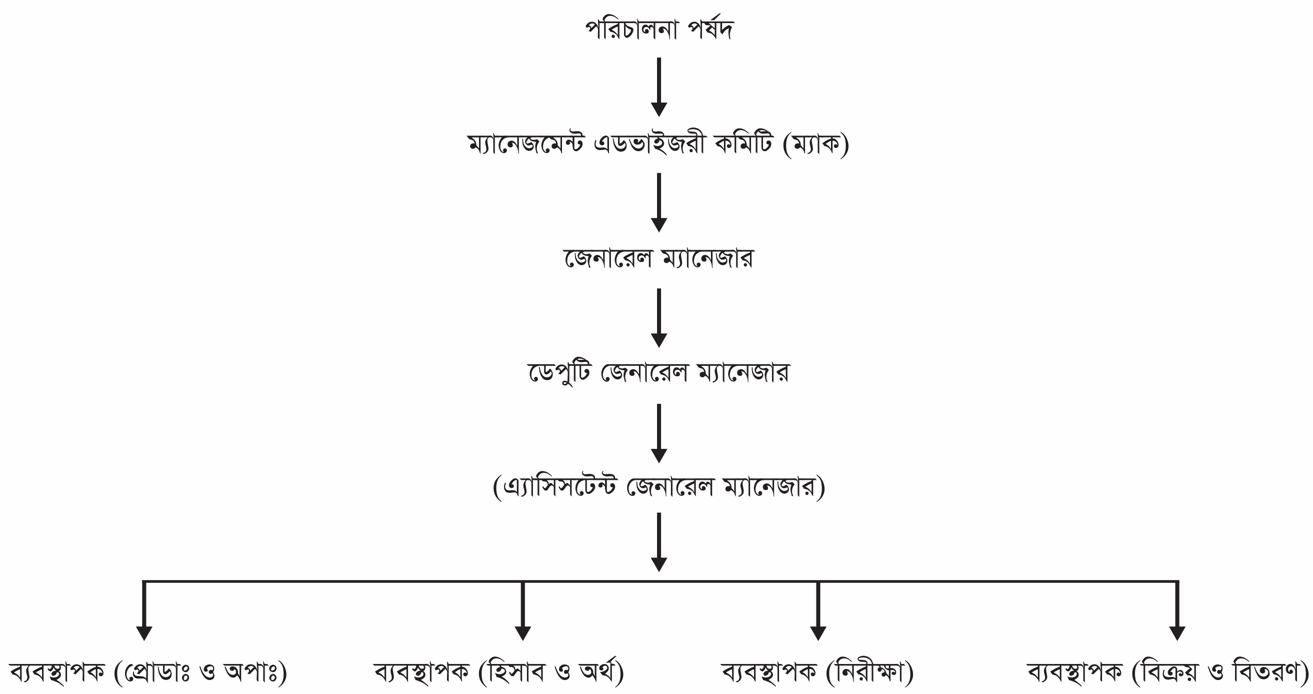

মোট অফিসার = ৩৮ জন
শ্রমিক/কর্মচারী = ৫৪ জন

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠান ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩৪৮৬.৩৫ মেঃ টন লুব অয়েল উৎপাদন (ব্লেন্ডিং) করেছে। ব্লেন্ডিং এর পাশাপাশি ১৪৫৭.৮৫ মেঃ টন লুব অয়েল বাজারজাত করেছে। এছাড়া ৩৫,৪৯২.৩৮ মেঃ টন এল পি গ্যাস, ১৮,৯৪৯.৫৬ মেঃ টন বিটুমিন, ৩৩,১০৮.৯৭ মেঃ টন ডিজেল এবং ৩৭,৫৭৭.১৪ মেঃ টন ফার্ণেস অয়েল বাজারজাত করেছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অত্র প্রতিষ্ঠান কর পূর্ব ৳ ১৫৪১.৭১ লক্ষ টাকা এবং কর উত্তর ৳ ৯৫২.০১ লক্ষ টাকা মুনাফা করতে সক্ষম হবে। সরকারি কোষাগারে ৳ ১২৮.৯০ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ৳ ১২০.৪৪ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। বিগত ৫ বছরের আর্থিক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হল ঃ-

অর্থ বৎসর	কর উত্তর মুনাফা	লভ্যাংশ প্রদান	লভ্যাংশের শতকরা হার	মন্তব্য
২০১১-২০১২	৯২,২৫,৫৭৬.০০	২৩.৩৪	২৩৩.৪০	বিগত ১৯৬৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি কোন লোকসান হয় নি।
২০১২-২০১৩	১,৬৮,৫৭,৩১৪.০০	২৬.৬৫	২৬৬.৫৯	
২০১৩-২০১৪	১,৮৫,৪৩,০৪৫.৪০	২৯.৩২	২৯৩.১৫	
২০১৪-২০১৫	৭,৯৩,৩৩,৭৮৫.০০	১০০.৩৭	১০০৩.৭০	
২০১৫-২০১৬	৯,৫২,০০,৫৪২.০০	১২০.৪৪	১২০৪.৪৪	

বিগত ৫ বৎসরের সরকারী কোষাগারে রাজস্ব জমা ঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	কাষ্টমস শুল্ক	ভ্যাট	সর্বমোট
২০১১-২০১২	১২.৮৯	১৮.০৪	৩০.৯৩
২০১২-২০১৩	২১.৮৯	৩৪.৪৬	৫৬.৩৫
২০১৩-২০১৪	২৫.২৮	৪৪.৮৯	৭০.১৭
২০১৪-২০১৫	৩৪.৯৭	৭২.৪৬	১০৭.৪৩
২০১৫-২০১৬	৪১.৯৬	৮৬.৮৮	১২৮.৯২

বিগত ৫ বৎসরের উৎপাদন ঃ

(লক্ষ লিটার)

বৎসর	লুব্রিকেটিং অয়েল
২০১১-২০১২	৪১.৯০
২০১২-২০১৩	৫৩.০৫
২০১৩-২০১৪	৪৪.১৬
২০১৪-২০১৫	৫৮.৪৮
২০১৫-২০১৬	৩৯.২২

বিগত ৫ বৎসরের বিক্রয় ঃ

(মেঃ টন)

বৎসর	লুব্রিকেটিং অয়েল	এল পি গ্যাস	বিটুমিন	ফার্ণেস অয়েল	ডিজেল
২০১১-২০১২	৩,৭২৪.২৫	৪,৬৭৯.২১	১৮,০১৪.৭১	১৯,১৫৪.৬০	২০৫.১৩
২০১২-২০১৩	৪,৭১৫.৬৭	৪,৩২৮.১৫	১৪,৬২৫.১৯	৪,১৮৩.২১	১৬,০০৬.৫৫
২০১৩-২০১৪	১,৯১৬.১২	৩,৯৭৪.৬৮	১০,১৬৭.৪৫	৫৩,৬৬৬.৩৩	৩১,২৩৫.৮৮
২০১৪-২০১৫	১,৭১৬.১১	৪,৩৩১.৪০	১২,৭১১.১৬	৫০,৪৯৯.৪৭	৩৩,০৬২.৩০
২০১৫-২০১৬	৩,৪৮৬.৩৫	৩৫,৪৯২.৩৮	১৮,৯৪৯.৫৬	৩৭,৫৭৭.১৪	৩৩,১০৮.৯৭

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কোম্পানি তার জনবলের অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া, কর্মপরিচালনা এবং কর্মপরিবেশের উন্নয়ণে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা সহ বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। এ লক্ষে বিভিন্ন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কে প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানো হচ্ছে

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অত্র প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরণের গাছ রোপন করা হয়েছে। বর্জ্য উৎপন্ন হয় এমন ধরণের কোন পণ্য উক্ত প্রতিষ্ঠানে তৈরী করা হয় না। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

প্রায় ৫০ বছরের পুরাতন ওয়ার হাউজ ভেঙ্গে তৎস্থলে উন্নত ও আধুনিক মানসম্মত নতুন ষ্টিল অবকাঠামো ওয়ার হাউজ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কাজটির ডিজাইন ড্রয়িং সম্পন্ন হয়েছে দরপত্র আহ্বায়ন প্রক্রিয়াধিন আছে।

নতুন নির্মাণকৃত ৬ তলা ভবনটি পশ্চিম পার্শ্বে ওয়ার হাউস পর্যন্ত অফিস বিল্ডিং সম্প্রসারণ করা হবে। বর্তমান সিকিউরিটি হাউস ও কেন্টিনকে একত্র করে ৩ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং নির্মার্ণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

সিতাকুন্ডের লতিপপুর মৌজায় ১.০০ লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইমপোর্ট বেইস এল পি জি বোটলিং প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। সেই লক্ষে ৫.৭৮ একর জায়গা বরাদ্ধের জন্য সিতাকুন্ডের লতিপপুর মৌজায় জায়গা নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

দেশের জ্বালানি চাহিদা ও জাতীয় জনগুরুত্ব বিবেচনা করে চট্টগ্রাম প্রধান স্থাপনার পাশাপাশি বিগত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রিঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ হতে ১.০৩ একর জায়গা নিয়ে নারায়নগঞ্জের কাঁচপুর ল্যান্ডিং ষ্টেশনের নিকটে অত্র প্রতিষ্ঠান লিজ ল্যান্ড লাইসেন্স চুক্তি সম্পন্ন করেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নদী পথে উৎপাদন কেন্দ্রে জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য ২ টি কোষ্টাল ট্যাংকার আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিপিসি প্রস্তাবিত কমন পাইপ লাইনে অত্র প্রতিষ্ঠানকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া লুব অয়েল মজুদ সংরক্ষণ বৃদ্ধির জন্য পূর্বের ৪ টি ষ্টিল ষ্টোরেজ ট্যাংকের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর পবিত্র-ঈদ-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করে থাকে। কর্মকর্তা ও শ্রমিক কর্মচারিগণ একত্রে বার্ষিক বনভোজনে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতি বছর জুলাই মাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কোম্পানি রেজিষ্টার্ড ঠিকানা ঃ

অবস্থান ঃ কে পি আই এলাকা, এয়ারপোর্ট রোড, গুপ্তখাল, চট্টগ্রাম-৪২০৫।

ঠিকানা ঃ ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোং লিঃ,

গুপ্তখাল, পতেংগা,চট্টগ্রাম-৪২০৫

বাংলাদেশ।

পিএবিএক্স নং ঃ ০০৮৮-০৩১-২৫০১২৩৭, ২৫০১৯৬৮

ফ্যাক্স নং ঃ ০০৮৮-০৩১-২৫০১২৩৮

ই-মেইল ঃ saocl@bttb.net.bd

ওয়েব সাইট ঃ www.saocl.com

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর পরিচিতি, কার্যাবলী, জনবল কাঠামো ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের সার্বিক কর্মকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত সম্বলিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ভূমিকা

১৮৫১ সালে তৎকালিন বৃটিশ শাসনামালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় সরাসরি বৃটিশরাজের অধীনে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোয়েটায় পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় এবং ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় শাখা অফিস স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের অফিসের ৫০ জন কর্মকর্তা নিয়ে জিএসবি যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীতে আরও ৩৭ জন কর্মকর্তা পাকিস্তান থেকে এসে এ অফিসে যোগদান করেন এবং ১৯৭৭ সালে ২২ জন কর্মকর্তা অধিদপ্তর ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। ১৯৭২ সালের ১০ই নভেম্বর মন্ত্রীপরিষদের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক এ অফিসটিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত একটি জাতীয় ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে তেল ও গ্যাস ব্যতিত সর্বপ্রকার খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষা, প্রাপ্ত সম্পদের মূল্যায়ন ও তথ্য সরবরাহ করার মূল দায়িত্ব অর্পন করে। ১৯৮০ সালের মে মাসে এ অধিদপ্তরটিকে একটি স্থায়ী সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

অধিদপ্তরের পরিচিতি

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিস্কার, মূল্যায়ণ ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ তরান্বিত করার লক্ষ্যে জিএসবি নিয়মিতভাবে রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে এবং তা অব্যাহত আছে। যার ফলশ্রুতিতে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিস্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজ সহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিস্কৃত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বিদেশী প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে। গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের মান উন্নয়ন করা হয়েছে। ১৮টি শাখা, ২৫টি উপ-শাখা; ৮টি গবেষণাগার, ১টি ট্রেনিং সেন্টার এবং ৩টি সেলের মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরের ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ধারা ও কর্মকান্ড সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে ভূবৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকর্তাগণ সরাসরি বহিরংগন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং জরিপ কাজ সমাধা করে সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষণের মাধ্যমে লব্ধ কাজ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন।

মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসাবে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য দু'জন উপ-মহাপরিচালক/দু'টি কারিগরী বিভাগ এর মাধ্যমে মোট ১৫টি শাখা তত্ত্বাবধান করছেন। অবশিষ্ট ৩টি শাখা যথা: অপারেশন ও সমন্বয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণসহ জিওসাইন্স এ্যাওয়ারনেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (জিএটিসি), আর্থকোয়েক গবেষণা সেল এবং কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) সেল সরাসরি মহাপরিচালক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৮০ সালে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় "খনিজ সম্পদের তড়িৎ অনুসন্ধান ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আধুনিকিকরণ" শীর্ষক ১০ বৎসর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় জিএসবিতে নতুন জনবল নিয়োগ করা হয় এবং এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম এবং খুলনাতে জিএসবি-র আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমি ক্রয় করা হয় এবং বগুড়ায় আঞ্চলিক অফিসের অবকাঠামো তৈরী করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হলে প্রকল্পের জনবল ও অন্যান্য মালামাল জিএসবি এর রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে বগুড়া ক্যাম্প অফিসকে আঞ্চলিক অফিস হিসাবে ঘোষনার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম ও খুলনায় অস্থায়ী ক্যাম্প হিসাবে কার্যক্রম চলছে।

কার্যাবলী

দেশের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও আবিস্কার; অবকাঠামো ও প্রকৌশলগত উন্নয়ন; নগর পরিকল্পনা; পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ প্রশমণ এবং পানি সম্পদ সংরক্ষণ/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে এ অধিদপ্তর ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, ভূ-রাসায়নিক ভূ-প্রকৌশল অনুসন্ধান ও খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া সামাজিক সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জিএসবি পরিচালিত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক, ভূগাঠনিক, ভূ-পদার্থিক মানচিত্র ও প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা।
- বাংলাদেশের ভূগাঠনিক কাঠামো ও শিলাস্তর সংক্রান্ততথ্য সংগ্রহ; বিভিন্ন শিলাস্তরের বয়স ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং এতদসংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা।
- ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক মানচিত্রায়নের ফলশ্রুতিতে খনিজ, প্রকৌশল শিলা এবং ভূগর্ভস্থ পানির সন্ধান প্রাপ্তি ও সম্ভাবনাময় এলাকায় বিশদ ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক, ভূরাসায়নিক অনুসন্ধান এবং খননের মাধ্যমে খনিজ সম্পদের অবস্থান ও সম্ভাব্য মজুদ নির্ণয়।
- প্রাপ্ত খনিজের গুনগত মান ও মজুদ নির্ধারণসহ অর্থনৈতিক ও কারিগরী প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ।
- খনিজ সম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভূতাত্ত্বিক, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান।
- বিভিন্ন পুরকৌশল কাজ যেমন- নগরায়ন ও শিল্পায়ন, বাঁধ, সেতু, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ও পরিকল্পনাবিদগণকে ভূবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক (বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ইত্যাদি) ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ, বন্যা ও জলাবদ্ধতা, ভূগর্ভস্থ পানি দূষণের কারণ নিরূপণ ও প্রতিকারের জন্য সমীক্ষা/গবেষণা পরিচালনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা প্রদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূল্যায়ণ ও জনসাধারণকে অবহিতকরণ।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও জলসীমায় সামুদ্রিক ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক অনুসন্ধান ও গবেষণা।
- দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-বৈজ্ঞানিক/জিওসাইন্স এর বিভিন্ন শাখায় গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ দান।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভূবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাসমুহের আদান-প্রদান।
- ভূ-বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান।
- খনিজ সম্পদ, পানি সম্পদ ও পরিবেশ সংক্রান্তনীতি নির্ধারণে ও আইন প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- এ ছাড়া, বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে তাদের সরবরাহকৃত নমুনাসমূহের গবেষণাগার বিশ্লেষণ ও মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদান।

জনবল কাঠামো

অধিদপ্তরের মোট জনবল ৬৫১ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ২০৩ জন

জনবলের ক্যাটাগরী	মোট	কর্মরত
ভূতত্ত্ববিদ	১০০	৬৭
ভূ-পদার্থবিদ	২৩	০৯
রসায়বিদ	১৩	০৮
খনন প্রকৌশলী	২৬	০৬
অন্যান্য কর্মকর্তা	৪১	১৯

এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪৮ জন

গ্রেড	মোট	কর্মরত
১১-১৯	৩০৮	১৯২
২০	১৪০	১০৩

বর্তমানে গ্রেড ২-১০ পর্যন্ত ১০৯ জন এবং গ্রেড ১১-২০ পর্যন্ত ২৯৫ জন মোট ৪০৪ জন কর্মরত রয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সার-সংক্ষেপসমূহ

নওগাঁ জেলার তাজপুর এলাকায় স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে একটি অনুসন্ধান কুপ (জিডিএইচ-৭০/১৫) খনন

সার-সংক্ষেপ

খননকৃত অনুসন্ধান কূপ (জিডিএইচ-৭০/১৫) নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় তিলকপুর বেসিনের অন্তর্ভূক্ত তাজপুর এলাকায় অবস্থিত। খনন এলাকাটি রংপুর স্যাডেলের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত যা টেকটোনিক স্ট্যাবল পাটফর্মের অন্তর্ভূক্ত। প্রায় ৫০ বর্গ কি:মিঃ বিস্তৃতির এই তিলকপুর বেসিনটি উত্তর পশ্চিম-দক্ষিণ পূর্বে সম্প্রসারিত অর্ধ-গ্রাবেন প্রকৃতির যাহা মহাদেশীয় ভিত্তি শিলাস্থিত কাঠামোর উপর অবস্থিত।

মোট ৮৪৩.৫৯ মিটার গভীর খননকৃত এ কূপে ৬৭৫ মিটার হতে ৭০৫.৪৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মোট ৩০.৪৮ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথরের মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে যা বাংলাদেশে এ যাবৎকালে আবিষ্কৃত সর্বাধিক পুরুত্বের চুনাপাথর। নন-কোরিং পদ্ধতিতে ০.০ মিটার হতে ৬৫৩.০০ মিটার গভীরতা এবং ৭২৭.৪৩ মিটার হতে ৮০০.৩০ মিটার গভীরতা এবং কোরিং পদ্ধতিতে ৬৫৩.০০ মিটার হতে ৭২৭.৪৩ মিটার এবং ৮০০.৩০ মিটার হতে ৮৪৩.৫৯ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করা হয়েছে। খননকৃত কূপের ভূতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাস পর্যবেক্ষণে আপার গন্ডোয়ানা সংঘ, তুরা স্যান্ডস্টোন সংঘ, সিলেট চুনাপাথর সংঘ, কোপিলি শেল সংঘ, জামালগঞ্জ সংঘ, ডুপিটিলা সংঘ, বরেন্দ্র কাদার অবশিষ্ট অবক্ষেপ এবং বর্তমান সময়ের পলল পরিলক্ষিত হয়। শিলাস্তরসমূহের বয়স পারমিয়ান হতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত। শিলা অনুক্রমসমূহকে বিভিন্ন প্রশস্ত শিলা পর্বে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি শিলা পর্ব নদীবাহিত অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট অবক্ষেপন পরিবেশের মডেল নির্দেশ করে। গনোডয়ানা সংঘে ৭৭৯.৮৮ মিটার হতে ৭৯৮.১৭ মিটার গভীরতায় সিলিকা বালি পাওয়া যায়। অধিক গভীরতায় খনন কাজ পরিচালনা করা না যাওয়ায় কয়লার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি।

মধ্য ইয়োসিন যুগের এই চুনাপাথর ধুসর থেকে হালকা ধুসর বর্ণের, বেশ শক্ত এবং দৃঢ়। চুনাপাথরে প্রচুর পরিমাণে ফোরামিনিফেরা জীবাশ্ম এবং কয়েকটি স্থানে ফাটল পরিলক্ষিত হয়। উক্ত চুনাপাথরের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য (৯২%-৯৪% ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং ৪৪%-৫৩% ক্যালসিয়াম অক্সাইড) প্রতীয়মান হয় যে, এই চুনাপাথরের মান খুবই উন্নত এবং তা উৎকৃষ্ট মানের সিমেন্ট নির্মাণের উপযোগী। খননকৃত কূপে গন্ডোয়ানা পললের উপস্থিতি এই বেসিনে আরও অধিক গভীরতায় পুরু স্তর সম্পন্ন পারমিয়ান যুগের কয়লা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

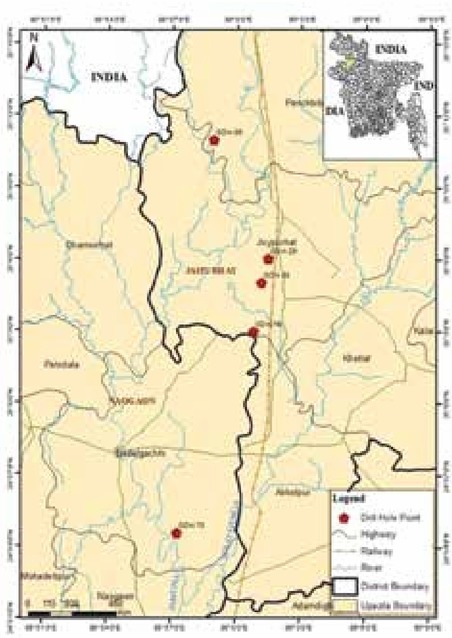

চিত্রঃ নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার তাজপুর এলাকায় অনুসন্ধান কুপ জিডিএইচ-৭০/১৫ এবং তৎসংলগ্ন অনুসন্ধান কুপসমূহের অবস্থান মানচিত্র

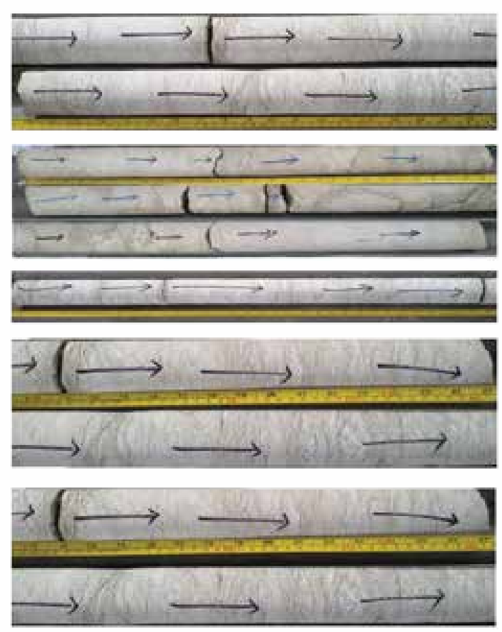

চিত্রঃ নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার তাজপুর এলাকায় আবিষ্কৃত চুনাপাথরের কোর নমুনাসমূহ

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় প্রাপ্ত পিটের মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাইসার

সংক্ষেপ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে বিষদভাবে পিট সম্পদ অনুসন্ধানের কাজ করা হয়েছে। এতে মোট ১৫৯টি অগারকূপ খননের মাধ্যমে পিটের পুরুত্বসহ স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৫৯টি অগার কূপের ১৫৯টি লিথোলগ তৈরি করা হয়। জরিপকৃত এলাকায় পিটের অবস্থান মূলত হাওড় ও বিল কেন্দ্রিক যেখানে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে, তবে শীত কালে শুকিয়ে গিয়ে বিশাল বিস্তৃতির সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। জরিপকৃত এলাকাটির মোট আয়তন প্রায় ২৪০ বর্গ কিলোমিটার। মূলত কালিয়াগোটা হাওড় এবং তৎসংলগ্ন জলাভূমি, কৃষিভূমি ও তৃণভূমি এই এলাকায় পিটের মূল আধার যার আনুমানিক আয়তন ১৩০ বর্গ কি: মি:। এখানে ভূপৃষ্ঠ হতে পিটের গভীরতা ০.৬৬ হতে ১১.৬৭ মিটার এবং পিটের পুরুত্ব ০.১৫-২.৬৭মিটার।

পিটের মোট মজুদ শুষ্ক অবস্থায় ৭৫.৬৩২ মিলিয়ন টন। অত্র এলাকায় প্রাপ্ত পিট বাদামী কালো থেকে কালো রংয়ের, অপরিপক্ক হতে পরিপক্ক, শুষ্ক, আঁশযুক্ত এবং কাষ্ঠ খন্ডযুক্ত। কয়েকটি স্থানে আংশিক পচনযুক্ত অবস্থায় পাতা ও ডালপালাসহ পরিপূর্ণ গাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া সেখানে আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে গাছের গুড়ি লক্ষ্য করা যায়। অনুসন্ধানকৃত এলাকা হতে পিটের ১০৪টি পিটের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং তন্মধ্যে ৬৩টি নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হয়। পিটের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলাফল প্রমাণ করে এর গড় তাপমান ৫৫৭৫ বিটিইউ, কার্বনের গড় পরিমাণ ২০.৭৯%, এবং গন্ধকের গড় পরিমাণ ০.২৩%। পিটের বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণাগুন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অত্র এলাকার পিট মধ্যম থেকে ভাল মানের। এই এলাকাটির পিট বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। পিট মূলত ব্রিকেট আকারে গৃহস্থালী রান্না এবং ইট শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্প কারখানায় জ্বালানি হিসাবে

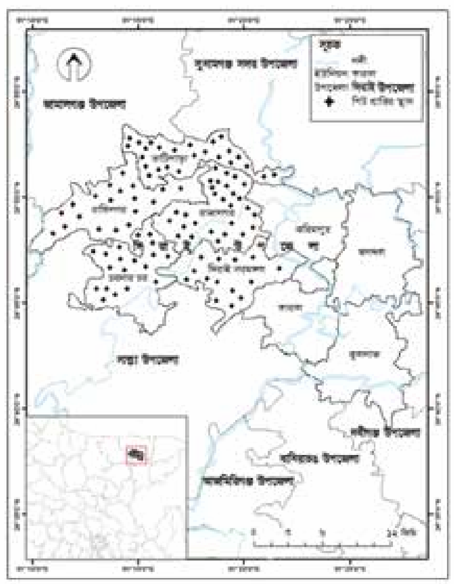

চিত্রঃ সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে আবিষ্কৃত পিটের অবস্থান মানচিত্র।

ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিবেশের ভারসাম্যতা বজায় রেখে সঠিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং নীতি নির্ধারণপূর্বক জরিপকৃত এলাকার পিট উত্তোলন করা যেতে পারে।

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রকৌশল ও টপোগ্রাফিক মানচিত্রায়ন।

সার-সংক্ষেপ

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলা ও এর উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত ফুলবাড়ী কয়লাক্ষেত্রটি বাংলাদেশের বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় কয়লাক্ষেত্রগুলোর একটি। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য খনিজ জ্বালানির ব্যবহার অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশ সরকার খনিজ জ্বালানিকে টেকসই ও অর্থবহভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল। এমতাবস্থায়, নির্দেশনা মোতাবেক ভূতাত্ত্বিক, ভূপ্রকৌশল, টপোগ্রাফিক মানচিত্রায়ণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর সার্বিক ভূতাত্ত্বিক অবস্থা এবং বিদ্যমান তথ্য যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত বহিরংগন কর্মসূচীটি গ্রহন করে। উক্ত এলাকার ভূসম্পদের (যেমন ভূমি সম্পদ, পানি সম্পদ ও খনিজ সম্পদ) সম্ভাব্যতা যাচাই করাও অন্যতম লক্ষ্য ছিল । যদিও ভূপ্রাকৃতিক

মানচিত্রে (চিত্র-১) এলাকাটি সুসম বরেন্দ্র , উত্তর-পূর্ব বরেন্দ্র গড় এবং ছোট যমুনা ফ্ল্যাড পেইন এর অর্ন্তগত কিন্তু আঞ্চলিকভাবে উহা তিস্তা মেগাফ্যান এর লোব-১ এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের দূরবর্তী অংশের অন্তর্গত (চিত্র-২)। মেগা ফ্যানটি মুলত ভারত বাংলাদেশের ১৮,০০০ বর্গ কিলোমটিার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। মেগাফ্যানের পশ্চিমে মহানন্দা এবং পূর্বে তিস্তা নদী অবস্থিত। নদীগূলো পাহাড়ী ও পার্বত্য জল সঞ্চারে প্রবাহিত হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন নদী মেগা ফ্যানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলোর মধ্যে করতোয়া, আত্রাই, পূর্ণভবা, টাঙ্গর, কুলিক এবং নাগর উল্লেখযোগ্য। এই নদীগুলো সমতলের জলপুষ্ট প্রকৃতির বিধায় পানির প্রবাহ পাহাড়ী প্রকৃতির নদীর পানির প্রবাহ থেকে কম থাকে। স্যাটেলাইটের ছবি পর্যবেক্ষনে দেখা যায় অনেক প্রত্ন-নদী মেগাফ্যানের উপর বিচ্ছুরিত আকারে ছড়িয়ে রয়েছে।

ভূতাত্ত্বিকভাবে মানচিত্রায়িত এলাকাটি বেঙ্গল বেসিনের দিনাজপুর শিল্ডের (গারো-রাজমহল গ্যাপ) অন্তর্গত। বহিরংগন তথ্য থেকেও এর মিল পাওয়া যায়। বেঙ্গল বেসিনের পশ্চিমাংশের ভূতাত্ত্বিক গঠনে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত এলাকায় মেগা ফ্যান ডিপোজিট ও সুসম বরেন্দ্র পললের সংমিশ্রণ অন্যদিকে বরেন্দ্র কর্দম শিবালিক পললের (ডুপিটিলার!) উপরে অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিকভাবে উক্ত এলাকাকে ধ) alluvial plain deposits, ন) flood basin প) abandoned channel deposits, ফ) oxbow lake deposits, ব) point bar deposits ভ) channel bar deposits and ম) barind Tract deposits (চিত্র-৩) মানচিত্র এককে ভাগ করা যায়। ভূপৃষ্ঠস্থ বরেন্দ্র ক্লে-রেসিডুয়ামের ৪-৫ মিটার মূলত mottled clay, bluish grey and dark grey silty clay দ্বারা গঠিত পক্ষান্তরে এলোভিয়াল পেইন মূলত grey to dark grey silty sand and sand দ্বারা গঠিত। ভূ-গভীরের প্রায় ৪৫ মিটার পর্যন্ত oxidized Ges non oxidized facies রয়েছে যা বিভিন্ন depositional পরিবেশের সাথে জড়িত। এ এলাকার পাললিক অবক্ষেপ চ্যুতির কারণে কিছুটা উঁচুতে অবস্থিত হলেও এর কারণ খুবই কম প্রমাণিত হয়েছে। বহিরঙ্গন কর্মসূচীর সময় দেখা যায় উক্ত এলাকার ভূ-উপরিতল বিভিন্ন weathered sediments দ্বারা গঠিত কিন্তু ভূঅভ্যন্তরের পলল প্রকৃটি ভিন্ন। টপোগ্রাফিক জরিপের মাধ্যমে দেখা যায় অত্র এলাকা সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২৭-৩১ মিটার এবং নদীতল প্রায় ২৩-২৪.৫ মিটার উচু।

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী কয়লা বেসিনে ৫৭২ মেট্রিক টন উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা যার মধ্যে ২৮৮ মেট্রিকটন প্রমাণিত বাকীটা সম্ভাব্য সম্পদ হিসেবে ধারণা করা হয়। কয়লা স্তরের পুরুত্ব ৪৫ মিটার যেখানে একটি স্তরের সর্বোচ্চ পুরুত্ব ৫.৫ মিটার. প্রস্তাবিত দুইটি মাইন যোগ্য কয়লা স্তরের গভীরতা প্রায় ১২০-৩৫০ মিটার। কয়লা খনি এলাকায় দুইটি ভূ-গর্ভস্থ জলাধার রয়েছে। অভেদ্য থেকে অর্ধভেদ্য ডুপিটিলাস্থ জলাধার যেখানে মূলত মোটা বালু এবং নীচের অংশে গ্রাভেল রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলাধারের প্রধান উৎস বৃষ্টিপাত। পাললিক শিলার বেসিনে ভূগর্ভস্থ জলাধারের পানির দক্ষিন-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় যার ঢাল (gradient) গড়ে ১/১০০০। কয়লা স্তরের উপরিস্থিত গন্ডোয়ানা গ্রুপের জলাধার মূলত চিরযুক্ত কংগোমারেট এবং বেলেপাথর দ্বারা গঠিত। চিরগুলো প্রায়শই মিনারালাইজড ও ভরাটকৃত হয়ে উহাদের আনুষঙ্গিক ভেদ্যতা হ্রাস করে। উক্ত এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অভাব হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানিই সকল কাজের একমাত্র উৎস। অধিকন্তু, ডুপিটিলা জলাধার আঞ্চলিক জলাধারে পানি সঞ্চার করে। তাই, উক্ত এলাকার জলাধারের কোন ধরনের ক্ষতিসাধন ও বিপত্তি আঞ্চলিক জলাধারের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

এলাকাটি অত্যন্ত উর্বর এবং ৩ অথবা ততধিক ফসলি ভূমির সমন্বয়ে গঠিত বিধায় উৎপাদিত কৃষিপণ্য দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি অবদান রাখছে। নিবিড় কৃষি কর্মকান্ডের কারনে এখানকার ভূমিরূপের বাহ্যিক পরিবর্তণ এতই ব্যাপক যে এর ফলে ভূমির আসল ভূ-প্রকৃতি এবং ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুধাবনে বাধা সৃষ্টি করে। টেকসই ভূমি সম্পদের ক্ষতি ও মানুষের পেশা হারোনোর বিনিময়ে খনিজ সম্পদ আহরণ করা উক্ত এলাকা তথা জাতীয় পর্যায়ের আর্থসামজিক ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব দেখা দিতে পারে। এই বিবেচনায় খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য সুবিবেচিত, যথোচিত তথা সতর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য।

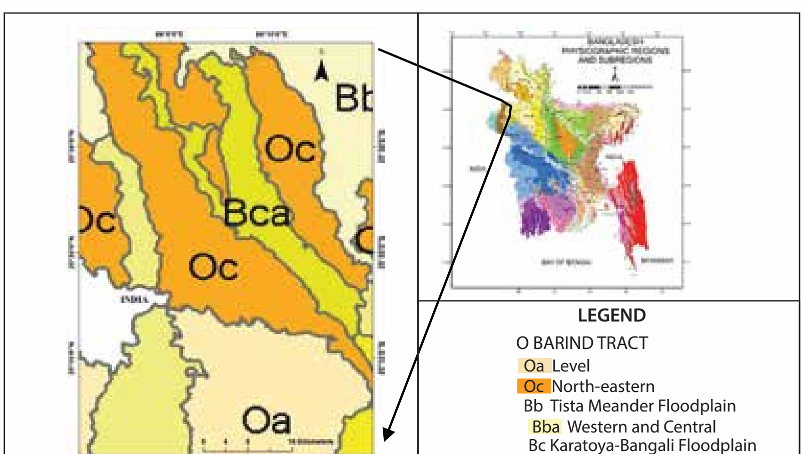

Fig.1. Generalized Physiographic Map of Phulbari Upazila and Adjoining Areas.

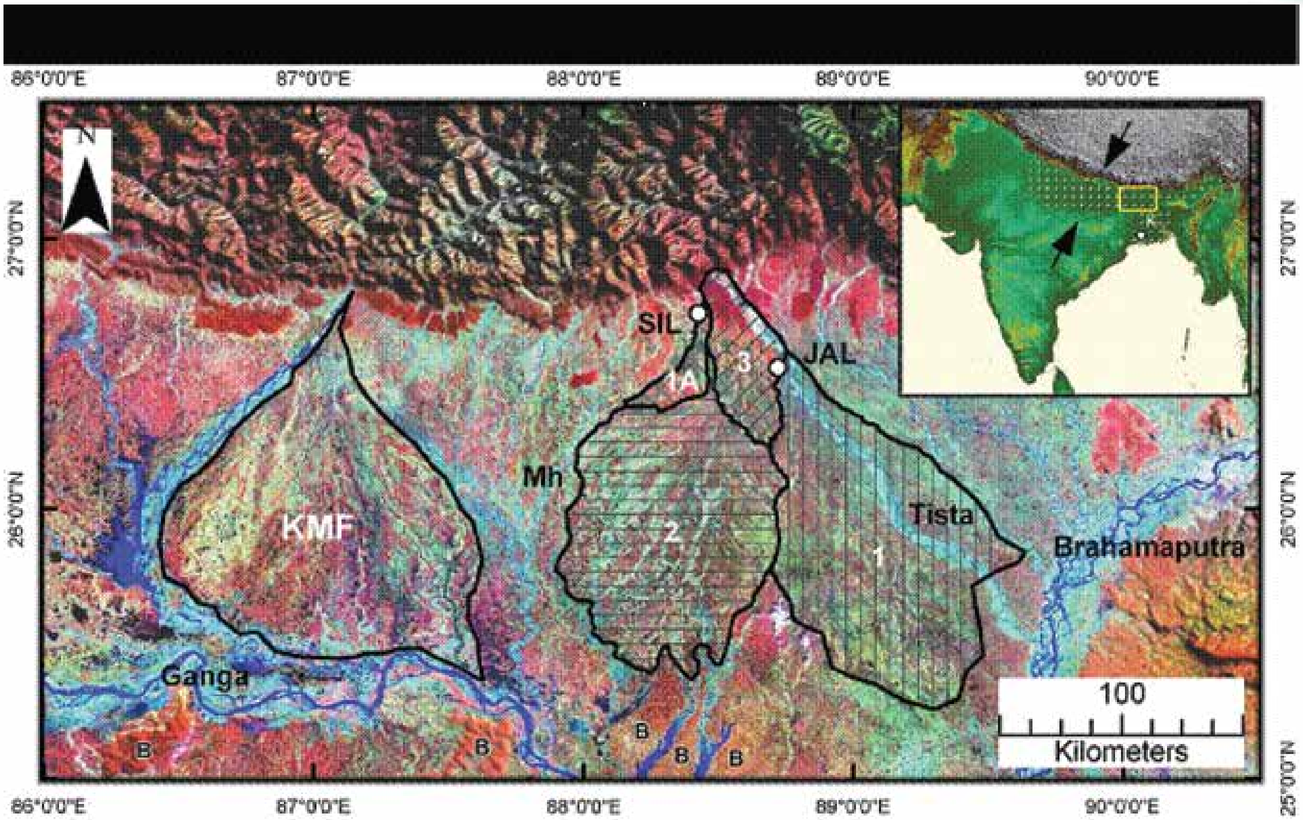

Fig. 2. A generalized map showing the Tista and Kosi mega-fans and the associated major drainages in the sub-Himalayan alluvial plain. Inset is a GTOPO30 view of the Himalayan orogenic belt and the flanking Ganga–Brahmaputra foreland basin (stippled). The rectangle marks the study area. 'K' in the inset marks the city of Kolkata. Note the lobes of the Tista mega-fan marked as 1, 1A, 2, and 3. SIL = Siliguri; JAL = Jalpaiguri; KMF = Kosi megafan; Mh = Mahananda River ; B = marks the basement spurs at the southern margin of the mega fan.

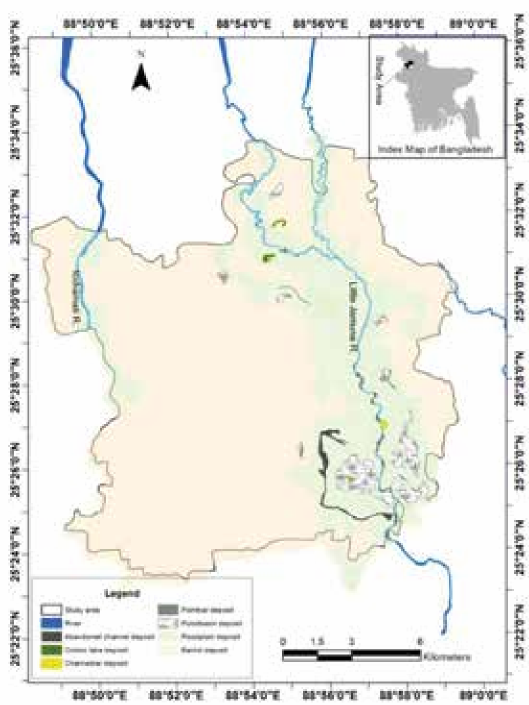

Fig.3. Generalized Geological Map of Phulbari Upazila, Dinajpur.

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন

সার-সংক্ষেপ

অনুসন্ধানকৃত শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলা দুটি বাংলাদেশের প্রায় মধ্য ভাগে ও ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মানিকগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। উপজেলাদ্বয়ের মোট আয়তন ৪১৫.৩০ বর্গ কি.মি., (যার মধ্যে শিবালয় ১৯৯.০৭ বর্গ কি.মি. ও দৌলতপুর ২১৬.২৪ বর্গ কি.মি.), যা ২৩±৪৪' ও ২৪±০২' উত্তর অক্ষাংশ হতে ৮৯±৪২' ও ৮৯±৫৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে বিস্তৃত। জলবায়ুর দিক থেকে এলাকা দু'টিতে ক্রান্তীয় মৌসুমি আবহাওয়া বিরাজমান যেখানে প্রচলিত ঋতু গরম গ্রীষ্ম, দীর্ঘ বর্ষা, অল্প শীত ও উষ্ণমণ্ডলীয় বসন্ত লক্ষণীয়।

এলাকা দুটি মূলতঃ কাটা ও বহুবক্র সর্পিলাকার স্রোতস্বীনি নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত। শিবালয় উপজেলার ভূপৃষ্ঠ পদ্মা (গঙ্গা) এবং দৌলতপুর উপজেলা যমুনা (ব্রহ্মপুত্র)-র সক্রিয় ও শক্তিশালী নদীবাহিত পলল অবক্ষেপনে সৃষ্ট হওয়ার কারণে এলাকাদ্বয়ের মধ্যে ভূ-প্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক, ভূ-আকৃতিগত ও ভূমিরূপের অবস্থার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বৈসাদৃশ্যতা বিরাজমান।

ভূ-আকৃতিগতভাবে এলাকাটি গাঙ্গেয় ও যমুনা পললভূমির অন্তর্গত। দৌলতপুরের পশ্চিম পার্শ্ব ও পার্শ্ববর্তী শিবালয় এলাকার কিছু অংশ নব্য-যমুনা পললভূমি হিসেবে পরিচিত, দৌলতপুরের বেশিরভাগ জায়গা পুরাতন-ব্রহ্মপুত্র পললভূমি ও শিবালয়ের অধিকাংশ জায়গা পুরাতন-গঙ্গা পললভূমির অংশ। যমুনা নদী দৌলতপুর উপজেলার মধ্য দিয়ে এসে শিবালয়ে পদ্মা নদীর ধারার সাথে মিলিত হয়েছে, যার প্রভাবে গঙ্গা-যমুনা পললভূমি নামে একটি মিশ্রিত পললভূমি তৈরি হয়েছে ও যা গঙ্গা পললভূমির মতোই চুন সমৃদ্ধ ধর্ম প্রদর্শণ করে থাকে। সক্রিয় গঙ্গা ও সক্রিয় যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) পললভূমি নদীবক্ষে ও নদীর পাড় ধরে বালুচর তৈরি করে বিরাজমান রয়েছে। এছাড়াও কিছু বিশেষ উপনদী ধারার দ্বারা গঠিত ভূমিরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন-দৌলতপুরের বক্র সর্পিলাকার ধলেশ্বরী, পুরাতন ধলেশ্বরী ও শিবালয়ের ইছামতি ও গাংডুবি (পুরাতন ধলেশ্বরী হতে উৎপন্ন) উল্লেখযোগ্য উপনদী। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বহিরঙ্গন এলাকার উপরিস্থ ভূমিরূপ শেষদিকের কোয়াটারনারি (হলোসিন) সময়ের, যার কিছু প্রক্রিয়া এখনও বিকশিত হচ্ছে। এখানকার ভূমিরূপ সাধারণভাবে নদীমাতৃক, সক্রিয় নদীপ্রবাহ, পরিত্যক্ত নদীপ্রবাহ, নিম্নাঞ্চল খাল-বিল-জলাধার ও পাবনভূমি দ্বারা সনাক্ত করা যায়, যা নদীশাসিত ও নব ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া ও জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবান্বিত, যেসব প্রক্রিয়ার কিছু কিছু এখনো চলমান রয়েছে। এলাকাটির কিছু অংশ নিম্নাঞ্চল, পরিত্যক্ত নদীসমাবেশ ছাড়াও সুগঠিত প্রাকৃতিক আইল দ্বারা আবৃত; যা অতীতে খুব সক্রিয় নদী হতে সৃষ্টির ইঙ্গিত বহন করে। এলাকাটির উত্তরভাগে নদীনালার ঘণত্ব অধিক, বেশিরভাগ নদীনালা দক্ষিণ-পূর্বের দিকে আনতভাবে প্রবহমান, যা এ অঞ্চলের ঢাল নির্দেশ করে। এলাকার উচ্চতা ১১ মিটার হতে ৩ মিটারের মধ্যে, যার গড় উচ্চতা ৭.০ মিটার (গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে)।

উপজেলা দুটিকে আট (০৮) আকৃতি-স্তরসংস্থানিক এককে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে;

ক) পাড় উপচানো অবক্ষেপ

(১) পললভূমি অবক্ষেপ, (২) প্রাকৃতিক আইল অবক্ষেপ, (৩) বন্যা অববাহিকা অবক্ষেপ এবং (৪) আংগুলির মতো প্রলম্বিত স্পে অবক্ষেপ;

খ) নদীবক্ষ অবক্ষেপ

(১) নদী চর অবক্ষেপ এবং (২) পার্শ্বীয় চর অবক্ষেপ;

গ) নদী ভরাট অবক্ষেপ

(১) সর্পিলাকার সজ্জন অবক্ষেপ এবং (২) পললভূমি সজ্জন অবক্ষেপ।

মাটির তলদেশে ছয় ধরনের পললসমাবেশ ফেসিস লক্ষ্য করা গেছেঃ তিনটি বালুময়, ক্লে-ই সিল্ট (কর্দমাক্ত পলি) ও সিলটি ক্লে (পলিময় কর্দম) সমাবেশ, কর্দম/পলিময় কর্দম/কর্দমাক্ত পলি/পিটযুক্ত কাদা, কাদাযুক্ত পিট/পিট ফেসিস। পুরাতন ধলেশ্বরী ও ধলেশ্বরী নদীর গতিপ্রবাহ পরিবর্তনশীল। এ নদীগুলি নিকট অতীতেও বেশ কিছুবার দিক ও ধারা পরিবর্তন করেছে, যার ধারাবাহিকতা ধলেশ্বরী নদীতে আজও বিদ্যমান। যদিও ইছামতি নদী এখন প্রায় স্থিতিশীল ও মৃতপ্রায়।

এলাকাটির উপরিভাগের ভূপৃষ্ঠ মূলতঃ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পলল দ্বারা নির্মিত, যা কোয়াটারনারি উপ-যুগের শেষ সময়ের (হলোসিন ভাগের) পলল। নিচের দিকে অবস্থিত পলল হয়তো বা প্রত্ন-নদীতাত্ত্বিকভাবে প্রত্ন-আত্রাই গৌড় সমাবেশ, প্রত্ন-তিস্তা বা পুরাতন-ব্রহ্মপুত্র নদীসমাবেশের ধারার প্রভাবে সৃষ্ট।

এলাকাজুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক নিচু ভূমি, খাল-বিল ও পরিত্যক্ত নদীসমাবেশ বিস্তৃত রয়েছে। গজঘাটা খাল দৌলতপুর এলাকার মধ্যম অংশে বেশ প্রভাবসহ বিচরণ করে। উপজেলাদ্বয়ের উল্লেখযোগ্য খালগুলি হলো কালাগাড়ির খাল, মানিকনগর খাল, রঘুনাথপুর খাল, শিহলি

চাকার খাল, উড়িরবাড়ির খাল, দুবলাইর খাল, কাজীবাড়ি খাল, কালশীর খাল, কালনীর খাল, মোনাইল খাল, মুসলবাড়ির খাল, মাচাইল খাল, ছেঁড়াপাড়ার খাল, কয়রা খাল ও রূপসা খাল। মিকির বিল, সুমিতপুর বিল, তুটিয়াম ও শ্যামপুর খাল আকারে বড় এবং সাথে কিছু ছোট জলাশয়ের সঙ্গে কিছু পরিত্যক্ত নদীচিহ্ন সমাবেশ লক্ষয়। ভূ-প্রকৌশলত বৈশিষ্ট্য, ভূগর্ভস্থ পৃষ্ঠস্তরগুলোতে ঘন ঘন দৃঢ়তার পরিবর্তন এবং নিচের ১৫ ও ২০ মিটারের দিকে প্রাপ্ত দুটি পিট বা পিট জাতীয় স্তরের অবস্থান, ২৫ মিটারে প্রাপ্ত কিছু কাঠের ধ্বংসাবশেষ এবং ভাঙা কাঠের টুকরোর উপস্থিতি এখানে ভূমিগত অবনমন ও প্রত্ন-পরিবেশের পরিচয় বহন করে। শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর শুষ্ক মৌসুমে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ৭.১০ মিটার ও ৮.০ মিটার এবং বর্ষাকালীন সময়ে সর্বনিম্ন ০.৯০ মিটার ও ২.০ মিটারের মধ্যে বিরাজ করে। জলাধারগুলো মূলতঃ আবদ্ধ থেকে আবদ্ধ-প্রায় প্রকৃতির, যার বেশকিছু উর্ধ-ক্ষুদ্রাকৃতির (উর্ধ্বগামী অনুক্রম) বুনন লক্ষণীয়। অনুসন্ধানকৃত এলাকায় তিন জলাধার (বেশ উর্ধ্বগামী অনুক্রম) এবং তিন একুইটার্ডযুক্ত জলস্তর শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অগভীর জলাধার যা ১৫-২০ মিটার গভীরতায় পলিময় বালু সমাশে অবতি, অত্যধিক লৌহ, আর্সেনিক ও ম্যাগনেসিয়ামসমৃদ্ধ এবং গন্ধযুক্ত। একারণে অনেকেই ভূ-উপরিস্থ পুকুরের পানি গৃহস্থালি কর্ম ও পানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে।

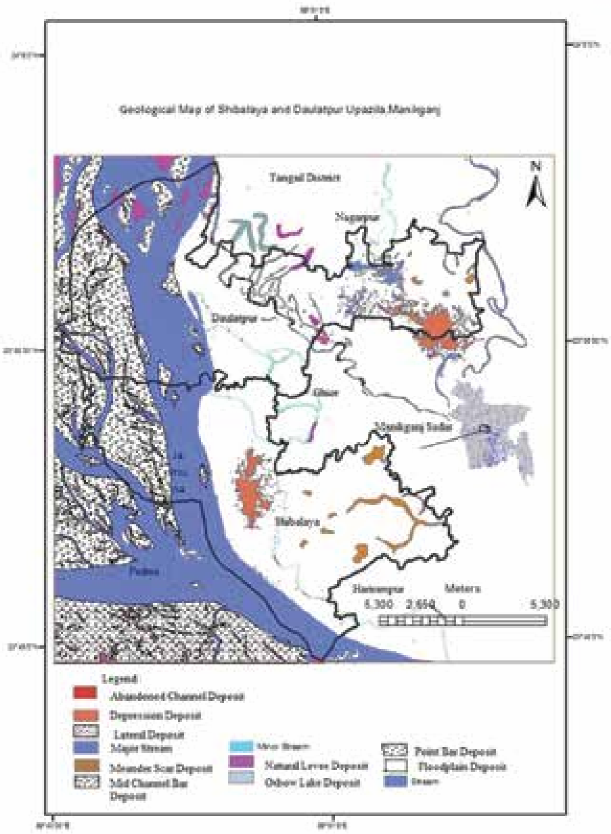

চিত্রঃ মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র।

প্রধান জলাধার ৩০-৩৫ মিটার গভীরতা (শিবালয়ে) এবং ৪২ মিটার গভীরতা (দৌলতপুরে) থেকে শুরু হয়েছে যা মাঝারি এবং মাঝারি হলুদ অনিয়মিত বালি ও নুড়িপাথর দিয়ে গঠিত। গভীর জলস্তর (শেষভাগের পায়োস্টোসিন - প্রারম্ভিক হলোসিন একুইফার) নিরাপদ পানি ধারণকারী। এটি হলদে-বাদামি, মাঝারি হলুদ বালি মিশ্রিত অনিয়মিত নুড়িপাথর দ্বারা গঠিত। শিবালয় এলাকায় এ জলস্তরটি ১০০ মিটারের বেশী গভীরতায় এবং দৌলতপুরে প্রায় ১৩০ মিটারের অধিক গভীরতায় অবস্থিত। শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর শুষ্ক মৌসুমে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ৭.১০ মিটার ও ৮.০ মিটার এবং বর্ষাকালীন সময়ে সর্বনিম্ন ০.৯০ মিটার ও ২.০ মিটারের মধ্যে বিরাজ করে। জলাধারগুলো মূলতঃ আবদ্ধ থেকে আবদ্ধ-প্রায় প্রকৃতির, যার বেশকিছু উর্ধ-ক্ষুদ্রাকৃতির (উর্ধ্বগামী অনুক্রম) বুনন লক্ষণীয়। অনুসন্ধানকৃত এলাকায় তিন জলাধার (বেশ উর্ধ্বগামী অনুক্রম) এবং তিন একুইটার্ডযুক্ত জলস্তর শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অগভীর জলাধার যা ১৫-২০ মিটার গভীরতায় পলিময় বালু সমাবেশে অবস্থিত, অত্যধিক লৌহ, আর্সেনিক ও ম্যাগনেসিয়ামসমৃদ্ধ এবং গন্ধযুক্ত। একারণে অনেকেই ভূ-উপরিস্থ পুকুরের পানি গৃহস্থালি কর্ম ও পানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। প্রধান জলাধার ৩০-৩৫ মিটার গভীরতা (শিবালয়ে) এবং ৪২ মিটার গভীরতা (দৌলতপুরে) থেকে শুরু হয়েছে যা মাঝারি এবং মাঝারি হলুদ অনিয়মিত বালি ও নুড়িপাথর দিয়ে গঠিত। গভীর জলস্তর (শেষভাগের পায়োস্টোসিন - প্রারম্ভিক হলোসিন একুইফার) নিরাপদ পানি ধারণকারী। এটি হলদে-বাদামি, মাঝারি হলুদ বালি মিশ্রিত অনিয়মিত নুড়িপাথর দ্বারা গঠিত। শিবালয় এলাকায় এ জলস্তরটি ১০০ মিটারের বেশী গভীরতায় এবং দৌলতপুরে প্রায় ১৩০ মিটারের অধিক গভীরতায় অবস্থিত।

ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক, ভূ-প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পিটস্তরের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানচিত্রায়নকৃত এলাকায় বড়ধরণের স্থাপনা নির্মাণের জন্য তিন ধরণের জায়গা প্রস্তাব করা যায়ঃ উত্তম, গ্রহণযোগ্য উত্তম ও সর্বোত্তম। তেমন উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক খনিজ স্বল্পতম গভীরতায় পাওয়া যায়নি, তবুও ভারী খনিজ সমৃদ্ধ যমুনা ও পদ্মা নদীর বালি ও কাদাময় পললের প্রাপ্যতা ইট এবং মৃৎশিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে। প্রকান্ড নদীসমাবেশের পানি দ্বারা এলাকাটি একইসাথে আশীর্বাদপুষ্ট ও অভিশপ্ত দুটোই বলা যেতে পারে। এলাকাটি ভূ-দুর্যোগপ্রবণ, যেমন- নদীবাহিত বন্যা, টর্নেডো, নদীগর্ভে বিলীন বা পাড়ধ্বস, অতিরিক্ত পলি জমা, খরা, ভূ-উপরিস্থ জলাধারের স্বল্পতা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস, নিরাপদ ও সুপেয় পানির স্বল্পতা ইত্যাদি। শিবালয়ের জাফরগঞ্জ, তেওতা এবং দৌলতপুর উপজেলার চর কাটারি, বহ্নিয়া ও জিয়ানপুর অঞ্চল মারাত্মকভাবে নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়েছে। এই এলাকার ভূ-জীববৈচির্ত্য, বাস্তুগত, জনগণের জীবনধারা ও পরিবেশ-ব্যবস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত। পললসমূহের বয়স নির্ধারণে কোয়াটারনারি ডেটিং (আইসিপি এমএস, ওএসএল, স্ট্রনসিয়াম) পর্যাপ্ত রাসায়নিক পরীক্ষণ ও প্যালিনোলজিক্যাল গবেষণা করা সম্ভব হলে হয়তো বা প্রত্ন-নদীসমূহের অবক্ষেপণ, ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস-বিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্টগত ধারণা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার অন্তর্গত ঘটিভাঙ্গা, হামিদরদিয়া, কুতুবজোম ও সোনাদিয়া দ্বীপসমূহের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দুর্যোগসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন।

সার-সংক্ষেপ

বর্তমান সরকার কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার অন্তর্গত ঘটিভাঙ্গা, হামিদরদিয়া, কুতুবজোম ও সোনাদিয়া দ্বীপসমূহের বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। যে কোন এলাকার অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ভৌগলিক অবস্থান, ভূতাত্ত্বিক গঠন, নিম্ন উচ্চতা, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় এবং সমুদ্র উচ্চতা বৃদ্ধি জনিত কারনে ঝুকিপূর্ণ এলাকা হিসাবে বিবেচিত। এমতাবস্থায় দুর্যোগ মোকাবেলা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক গবেষণার প্রয়োজন। এ দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার অন্তর্গত দ্বীপসমূহে ভূতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গবেষনা এলাকাটি ২১° ২৭" এবং ২১°৪৭" উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১°৫০" এবং ৯২°০০" দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত এবং এর আয়তন ৩৬২.১৮ বর্গ কি: মি:। গবেষণার অংশ হিসাবে এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপনের জন্য উক্ত এলাকার বিগত কয়েক দশকের ভূ-উপগ্রহ চিত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া ভূগর্ভের নিচের পললের বৈশিষ্ট্য উদঘাটনের জন্য মোট ১৩ টি অগভীর কূপ প্রায় ৩০ মিটার গভীরতায় ও ১২ টি অগার কূপ প্রায় ০৪ মিটার গভীরতায় সম্পন্ন করা হয়। ভূআকৃতি অনুসারে এলাকাটি মোট ০৬ টি এলাকায় বিভক্ত ক) টারশিয়ারী যুগের পাহাড়, খ) পাহাড় অববাহী সমতল, গ) পুরাতন উপকূলীয় সমতল,ঘ) নতুন উপকূলীয় সমতল, ঙ) সক্রিয় উপকূলীয় সমতল, চ) উপসাগর ও খাল। প্রাপ্ত ও সংগৃহিত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সমুদয় এলাকাকে ১০টি মানচিত্র এককে ভাগ করা হয়েছে, যথা- ক) টারশিয়ারী পাহাড় অবক্ষেপ, খ) পাদ-দেশীয় তল অবক্ষেপ, গ) মধ্য জোয়ার-ভাটা তল অবক্ষেপ(১), ঘ) মধ্য জোয়ার-ভাটা তল অবক্ষেপ(২), ঙ) অগ্রতট অবক্ষেপ, চ) পশ্চাৎতট বালিয়াড়ি অবক্ষেপ, ছ) পুরাতন

বেলাভূমি-বালিয়াড়ি অবক্ষেপ, জ) প্রাচীন বেলাভূমি-বালিয়াড়ি অবক্ষেপ, ঝ) প্রলম্বিত বালিয়াড়ি অবক্ষেপ, ঞ) অতি উচ্চ জোয়ার ভাটা অবক্ষেপ।

গবেষণা এলাকার অধিকাংশ স্থানের উপরিভাগের প্রায় ১০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কর্দম এবং পরবর্তী ৩০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কর্দম ও বালির পর্যায়ক্রমিক আস্তরণ বিদ্যমান। তলদেশের কর্দম ভূপ্রকৌশল গুনাবলী অনুযায়ী তুলনামূলক উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু এলাকার অধিকাংশ স্থান সক্রিয় জোয়ার ভাটা এলাকায় হওয়ায়, বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া প্রয়োজন। অপরদিকে সোনাদিয়া দ্বীপের উপকূল রেখা বরাবর আনুমানিক ০৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বালিমাটি বিদ্যমান। এই বালিমাটি মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিম উপকূল বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সহজাত কারনেই বালিমাটির ক্ষয়রোধ প্রবনতা বেশী এবং ইহা মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিম উপকূল বরাবর কার্যকর প্রাকৃতিক দেয়াল হিসাবে কাজ করছে। ফলশ্রুতিতে মহেশখালী দ্বীপের পশ্চিম উপকূল ক্রমান্বয়ে জোয়ার-ভাটা পরিবেশে ক্রম-বিকাশ হচ্ছে। এলাকাটি প্রায় প্রতিবছরই গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়ে আক্রান্ত হয়। এছাড়া মহেশখালী পাহাড়ের শিলা, কাঠামো, এলাকার জলবায়ু এবং অনাকাংক্ষিত মনুষ্য কর্মকান্ডের কারনে উক্ত পাহাড়ে প্রায়ই ভূমিধ্বস হয়।

গত ৩৭ বছরের ভূ-উপগ্রহ চিত্র পর্যবেক্ষণ করে প্রতিয়মান হয় যে, দ্বীপটির পশ্চিম উপকূল রেখা বরাবর প্রতিবছর প্রায় ১.৪১ ব: কি: হারে নতুন ভূমি তৈরী হচ্ছে। গবেষণায় আরো প্রতিয়মাণ হয় যে, দ্বীপটির ভূমি ব্যবহার দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে উপকূলীয় সমতলের প্রায় অধিকাংশ এলাকায়ই গ্রীষ্মকালে লবন ক্ষেত এবং বর্ষাকালে মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপসংহারে একথা বলা যায় যে, বর্তমান গবেষণা হতে ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রকৃতি বিষয়ে যে তথ্য উন্মোচিত হয়েছে তা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে।

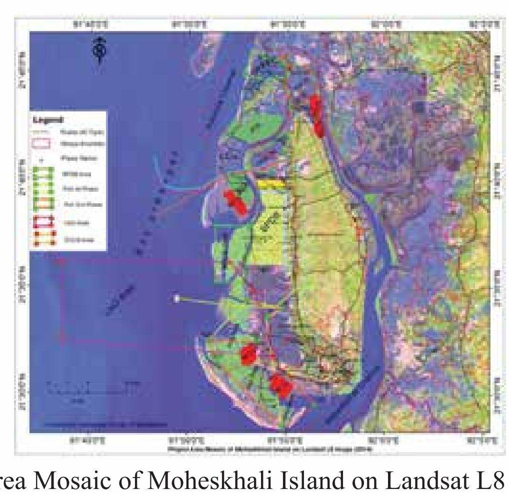

Fig. Study Area Mosaic of Moheskhali Island on Landsat L8 Image (2014).

প্রস্তাবিত পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার পায়রাবন্দর সন্নিহিত কলাপাড়া ও আমতলী (আংশিক) উপজেলার উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন।

সার-সংক্ষেপ

মানচিত্রায়িত এলাকাটি বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া এবং আমতলী (আংশিক) উপজেলায় অবস্থিত যা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপের দক্ষিণ অংশের উপকূলীয় অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

মানচিত্রায়িত এলাকাটি অনুমানিক ৬০০ বর্গকিলোমিটার যার পূর্ব পার্শ্বে রয়েছে গলাচিপা, উত্তর পার্শ্বে পটুয়াখালী সদর, পশ্চিম পার্শ্বে বরগুনা সদর উপজেলা এবং দক্ষিনে বঙ্গোপোসাগর। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে এলাকার ভূতাত্ত্বিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, যা প্রস্তাবিত পায়রা বন্দর স্থাপনে সহায়তা করবে। জিএসবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৫-২০১৬ সালের বার্ষিক বহিরংগন কর্মসূচির আওতায় উপগ্রহ মানচিত্র বিশ্লেষণ এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে ভূতাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য মানচিত্রসমূহ প্রস্তুত করা হয়।

ভূ-আকৃতিগত ভাবে এলাকাটি গঙ্গা নদীর শাখা ও উপশাখা নদীসমূহ এবং জোয়ার-ভাটা দ্বারা সৃষ্ঠ সমভূমি নিয়ে গঠিত। ভূ-সংস্থান অনুযায়ী এলাকাটি কম বেশী প্রসস্থ ও সমতল। সমুদ্রতল থেকে এলাকাটি ১-৩ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। জোয়ার-ভাটার বৈশিষ্ট অনুযায়ী এলাকাটি মেছো-টাইডাল (meso-tidal) পরিবেশ এর অন্তর্গত। ভূ-গাঠনিক দিক দিয়ে এলাকাটি বেঙ্গল ফোরডিপ (Bengal Feredeep) এর বরিশাল অভিকর্ষীয় ধণাত্বক মান (Barisal Gravity High) এর মধ্যে অবস্থিত এবং বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মানচিত্র অনুযায়ী এলাকাটি মৃদু ভূমিকম্পন এলাকায় (অঞ্চল-৩) অবস্থিত।

ভূ-পৃষ্ঠের নীচের ভূ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ঠ নিরূপনের জন্য দুইটি গভীর বোর হোল (৩৩৫ মি: এবং ২৭৪ মি:), ১০ টি স্বল্প গভীরতার বোর হোল (৭০-৯০ মি:), ২৫ টি অগার হোল (৫-৭ মি:) এবং কিছু পরিখা খনন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন গভীরতা থেকে মোট ৩৫০ টি পলল এর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। শিলাতত্ত্বীয় পার্থক্য, রং, বুনন এবং ফেসিস সংশ্লিষ্টতার উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ ৯০ মি: গভীরতা পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠের নীচের শিলাকে ৩ (তিন) টি শিলাস্তরে ভাগ করা যায়। উপরের শিলাস্তরটি কাদাযুক্ত বালি থেকে বালিযুক্ত কাদা, মাঝের স্তরটি কাদাযুক্ত পলি থেকে পলিযুক্ত কাদা এবং নীচের স্তরটি অতিমিহি থেকে মিহি বালি দ্বারা গঠিত, যা হলোসিন সময়ে অবক্ষেপিত। ভূ-প্রাকৃতিক এবং পলল এর বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এলাকাটিকে মোট ০৯ টি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র এককে ভাগ করা যায়, যা হচ্ছে- ১) অতি উচু জোয়ার-ভাটা তল অবক্ষেপ, ২) উচু জোয়ার-ভাটা তল অবক্ষেপ, ৩) নি জোয়ার-ভাটা তল অবক্ষেপ, ৪) প্যারাবন জলাভূমি অবক্ষেপ, ৫) প্রবাহমান জোয়ার-ভাটা নদী অবক্ষেপ, ৬) পরিত্যাক্ত জোয়ার-ভাটা নদী অবক্ষেপ, ৭) বেলাভূমি অবক্ষেপ, ৮) শেনিয়ার অবক্ষেপ এবং ৯) বেলাভূমি ও বালিয়াড়ী অবক্ষেপ। এ সকল একক সমূহ হলোসিন সময়ের বালি, পলিযুক্ত বালি থেকে বালিযুক্ত পলি, পলিযুক্ত কাদা, কাদাযুক্ত পলি, কাদা, পলি এবং কর্দম দিয়ে গঠিত, যা পাবন-জোয়ার ভাটা এবং সামুদ্রিক পরিবেশে অবক্ষেপণ হয়েছে।

উপকূলীয় এবং নদীর তীর ক্ষয়ীভবন, ঘূর্ণীঝড়, সামুদ্রিক-জলোচ্ছাস এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি এই এলাকায় প্রধান ভূ-প্রাকৃতিক দূর্যোগ। এ এলাকায় প্রতিনিয়ত ঘূর্ণীঝড় আঘাত হানে, যেগুলো সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ধাবিত হয়। উপগ্রহ মানচিত্র, বিভিন্ন পুরাতন মানচিত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, লতাচাপলি ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ক্ষয়ীভবন পর্যায়ে এবং ধুলাসার ইউনিয়নের কাউয়ার চর ও গঙ্গামতি এলাকা অবক্ষেপন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ভারী মনিক, প্রকৌশল নির্মাণ সামগ্রী এবং ইট কাদা এ এলাকার প্রধান খনিজ সম্পদ।

বিভিন্ন সময়ের দূরঅনুধাবন চিত্র ব্যবহার করে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলা সংলগ্ন যমুনা নদীর মরফোডাইনামিক্স এবং নদীর গতিপথের পরিবর্তন নির্ণয়করণ।

সার-সংক্ষেপ

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দির উপজেলার প্রায় মধ্যে ভাগ দিয়ে যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছে। নদী ভাঙ্গন উক্ত এলাকার নদী তীরবর্তী অঞ্চলের একটি স্থায়ী সমস্যা। যা প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারনের জীবন ধারনে প্রভাব ফেলছে। সারিয়াকান্দির উপজেলা দেশের উত্তর পশ্চিম অংশে অবস্থিত যার আয়তন প্রায় ৪১১ বর্গ কিলোমিটার । নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদী তীরের বর্তমান অবস্থান এবং মরফোডাইনামিক্স বিশ্লেষণের জন্যে উক্ত এলাকায় ২০১৫-১৬ ইং অর্থ বছরে বহিরংগন কর্মসূচী সম্পাদন করা হয়।

বর্তমান গবেষণাটি মূলত বহিরংগন কর্মসূচী এবং ১৯৫০ এর দশক হতে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ভূ-উপগ্রহচিত্র (SPOT, Landsat-MSS, Landsat-TM, Landsat-ETM+) এবং টপোগ্রাফিক মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে সম্পাদন করা হয়েছে। ভূ-উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষন এবং বহিরংগন কর্মসূচীতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রনয়ণ করা হয়েছে। প্রায় ৩৮ টি হস্ত চালিত অগার কূপ এবং ১০ টি ভূ-প্রকৌশল কূপ খননের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরস্থ নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ভূ-প্রকৌশল কূপ হতে প্রতি ৫ ফুট অন্তর অন্তর প্রায় ৭৫-১০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত নমুনা এবং এসপিটি (Standard Penetration Test) মান সংগ্রহ করা হয় । বহিরংগনে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত এবং ভূ-উপগ্রহ চিত্রের তথ্যের উপর ভিত্তি করে এলাকাটিকে ১০টি ভূ-তাত্বিক মানচিত্র এককে ভাগ করা হয়। ভূ-তাত্বিক মানচিত্র একক গুলো হলো Flood plain, Abandoned channel, Meander scar, Back swamp, Point bar, Old channel bar, New channel bar, Ox-bow Lake, Ephemeral channel and Perennial Channel । তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় নদীর পানি প্রবাহ, নদী তীর গঠিত পলল এবং মনুষ্য বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে নদীতীর ভাংগন সংগঠিত হচ্ছে। ভাংগনটি মূলত দুই ভাবে সংগঠিত হয়। প্রথমত, নদীতীরের পানি সংলগ্ন অংশ নদীর প্রবাহের দরুন ক্ষয় এবং দ্বিতীয়ত, নদীতীরের উপরি অংশ ভেংগে পড়া। নদী তীরবর্তী নরম জমাট বদ্ধ পলল সহজেই পানি প্রবাহ দ্বারা অপসারিত হয়। নৌযানের কারনে সৃষ্ট প্রবাহ নদী তীরবর্তী পললকে সরিয়ে দেয়। সারিয়াকান্দি উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইউনিয়ন যেমন কাজলা, চালুয়াবাড়ী ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক চর ঐ এলাকায় পরিলক্ষিত হয়। নদী দ্বারা বাহিত বালির কারনে বিভিন্ন জায়গায় নদীতীরের কাছাকাছি নতুন চর তৈরী হয়। এই চরসমূহ পানির প্রবাহকে বক্রভাবে নদীতীরে ঠেলে দেয়। এর কারনে নদী ভাংগনের তীব্রতা দেখা যায় । সকল ভূ-উপগ্রহচিত্রেই নদী প্রবাহের পরিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯৫৬ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত ভূ-উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষনের মাধ্যমে উক্ত এলাকার মরফোমেট্রি নির্ণয় করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে উক্ত এলাকায় পুরাতন চর, নদী এবং বালুভূমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩০.৪৭ , ৬৮.৭৫ এবং ৮৬.৬২ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮০ সালে এগুলো ছিল যথাক্রমে ৮০.৭৯, ৮৯.৮৫ এবং ৯৭.৫৪ বর্গকিলোমিটার এবং ২০১০ সালে ইহা যথাক্রমে ৮১.১৫, ৮৮.৮৪ এবং ১০৯.৯২ বর্গকিলোমিটার। বর্তমান গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল যেমন নদী তীরের পরিবর্তন , চরের অবস্থান , ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র এবং ভূ-অভ্যন্তরস্থ তথ্য উপাত্ত সমূহ নদীতীরের ভাংগন রোধ, নদীতীর রক্ষা এবং উক্ত এলাকার টেকসই উন্নয়ন কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

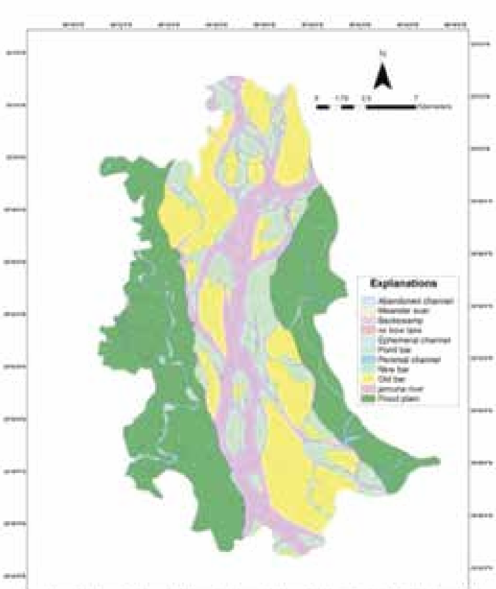

Figure : Geomorphological map of Sariakandi Upazila, Bogra District

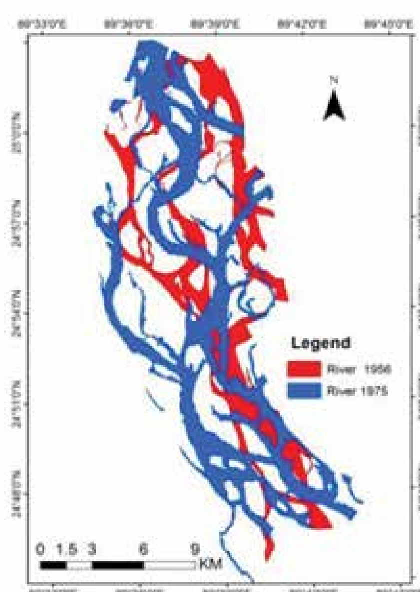

Figure : Rivershifting map 1956-1975

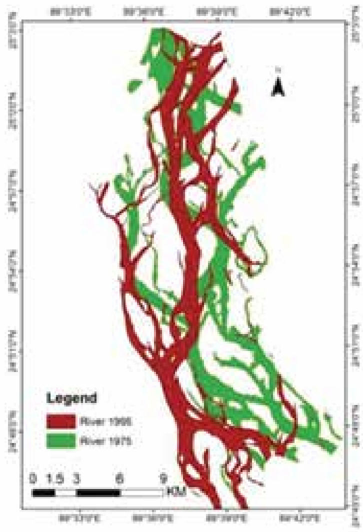

Figure : River shifting map 1975-1995

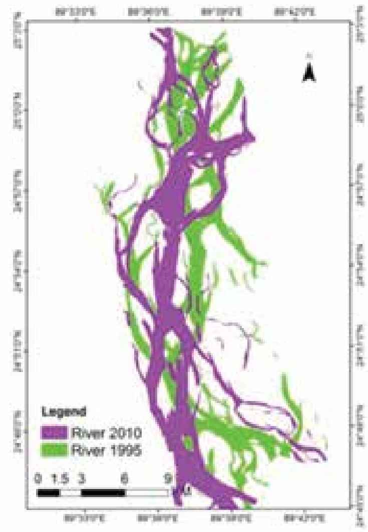

Figure : River shifting map 1995-2010

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিলা ও পলল নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে এক্স-আরএফ এবং এক্স-আরডি গবেষণাগার সমূহের আদর্শ নমুনা তৈরী ও বিশ্লেষণ ।

সার-সংক্ষেপ

X-RF এবং X-RD **মূলত মৌলি**ক বিশ্লেষণ, খনিজ চিহ্নিতকরণ এবং অর্থনৈতিক খনিজ নিরুপনের জন্য সর্বত্র ব্যবহৃত হয় । বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিলা ও পলল নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে এক্স-আরএফ এবং এক্স-আরডি গবেষণাগার সমূহের আদর্শ নমুনা তৈরী ও বিশ্লেষণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয় । প্রথম পর্যায়ে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর ও কাপাসিয়া উপজেলার প্রায় **১১১৫** বর্গকি.মি এলাকা কার্যক্রমের আওতায় ছিল । উক্ত এলাকা ২৩°৫৫´ উ. হতে ২৪°২১´ উ. অক্ষাংশ এবং ৯০°১৮´ পূর্ব হতে ৯০°৪৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বিদ্যমান। গঠনগত ভাবে অধীত এলাকাটি মূলত মধুপুর গড় যা হলুদাভ ধূসর/লালচে ধূসর বর্নের ক্লে দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ সোপানের অগ্রভাগে সরু পলল স্তর দেখা যায় । অধীত এলাকাটির সাবপৃষ্টের ভূতত্ত্ব অগার কূপও পিটের মাধ্যমে শ্রেণিকরণ করা হয় যা সাদা পলল ভূমি, মধুপুরক্লে এবং ডুপিটিলা ফরমেশন দ্বারা স্তরীভূত ।

X-RF **এবং** X-RD **যন্ত্রা**দির আদর্শ নমুনা তৈরীর জন্য প্রায় ১০০টি নমুনা অধীত এলাকা হতে সংগ্রহ করা হয় যা পরবর্তীতে পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ ও গবেষনা করা হবে । নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির জন্য নমুনা সমূহগুলোকে X-RF, X-RD, ICP(OES), IC এবং AAS যন্ত্রাদিতে বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে । কঠোরতর এ্যানালাইটিক,কেমিক্যাল ও ইনস্টুম্যানটাল বিশ্লেষণের পর X-RF এবং X-RD এর জন্য সুবিন্যস্ত আদর্শ নমুনা তৈরী করা হবে। ফলশ্রুতিতে লব্ধ তথ্য ভান্ডার বহিরংগন কার্যে বিশ্লেষণ, মিনারেলজিক্যাল ও পরিবেশগত গবেষণা, খনিজ চিহ্নিতকরণ এবং অর্থনৈতিক খনিজ নিরূপন ব্যবহৃত হবে ।

Plate 1. Augering near Sitalakhya river at Kapashia Upazilla

Plate 2. Pit section at Shreepur Upazilla

ভূপ্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রযুক্তিক মানচিত্রায়নের মাধ্যমে পঞ্চগড় পৌরসভা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার লিকুইফ্যাকশন সাসেপটিবিলিটি এবং সাইসমিক মাইক্রোজোনিং।

সার-সংক্ষেপ

পঞ্চগড় পৌরসভা এর পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রধান চ্যুতি সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত। এলাকাটি বাংলাদেশের সাইসমিক মাইক্রোজোনিং মানচিত্রের ২নং জানে থাকায় কর্মসূচীটি উক্ত এলাকায় সম্পাদন করা হয়। শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে যে চাপ তৈরী হয় তার ফলে মাটি তরলের মত বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। শক্তিশালী কম্পনের ফলে Saturated পলল ও ভূগর্ভস্থ পানি লিকুইফাইড হয়ে উপরের ভর রাখতে ব্যর্থ হয়। লিকুইফাইড পললের উপর তৈরী অবকাঠামো যে কোন সময় ভেঙ্গে বা দেবে যেতে পারে। লিকুইফ্যাকশনকৃত এলাকা বিশ্লেষণের জন্য ১৯৫৪ সালের আকাশ আলোকচিত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূপ্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রকৌশল মানচিত্র প্রস্তুত কর হয়। বহিরংগনে প্রায় ১৫০ বর্গ কি:মি এলাকার মানচিত্রায়ন করা হয়। ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প প্রধান চ্যুতি সীমানায় সংঘটিত হলে কোন কোন স্তর লিকুইফাইড হবে বা হবে না তা নির্নয় করা হয় এবং এর AVS ৩০ বহিরংগনে প্রাপ্ত SPT তথ্যের ভিত্তিতে সাইসমিক মাইক্রোজোনিং মানচিত্র প্রস্তুত করা হবে।

ভূপ্রাকৃতিকভাবে উক্ত এলাকাটিকে higher fan surface, lower fan surface, point bar, lateral bar, meander scar, abandoned channel, intermittent channel, active channel, natural levee এককে ভাগ করা হয়। ভূতাত্ত্বিকভাবে alluvial flan deposits, bar deposits, natural levee deposits and depression deposits এককে ভাগ করা হয়। উওর দক্ষিণ বরাবর প্রবাহিত করতোয়া, চাওই ও তালমা নদী মানচিত্রায়িত এলাকার প্রধান নদী। ভূপ্রকৌশল ও লিকুইফ্যাকশন নির্নয়ের জন্য ১৫ টি বোরহোল করা হয়। অ্যালুভিয়াল ফ্যানে বোরহোল ও আগার করে দৃশ্যমান হয় যে অত্র এলাকায় কম অথবা বেশী প্রতিটি জায়গায় পাথরের স্তর রয়েছে কিন্তু এর গভীরতা ও পুরুত্ব বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক এককে বিভিন্ন পাওয়া যায়। অ্যালুভিয়াল ফ্যানের উপরিস্থিত প্রায় ৩ মিটারের মধ্যে কম পাথর রয়েছে কিন্তু ৩ মিটারের নীচে কয়েক সে:মি: আকারের পাথর রয়েছে এবং ১০.৫ মিটার গভীরে পাথরের স্তর খুবই বেশী। পাথরের আকারের উপর SPT এর মান নির্ধারিত হয়। আকার বড় হলে SPT মান বেশী হয়। পাথরের জন্য ভূতাত্ত্বিক স্তরের প্রকৃত SPT মান পাওয়া যায় না। মানচিত্রায়িত এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে abandoned channel এ পাথর অনেক কম গভীরতায় পাওয়া যায়। বহিরংগনে বোর হোল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় meander scar, abandoned channel এ ভূগর্ভস্থ পানির স্তর সবচেয়ে উপরে এবং করতোয়া নদী হতে দূরে অবস্থিত Alluvial fan এ পানির স্তর নীচে পাওয়া যায়।

লিকুইফ্যাকশন নির্নয়ের জন্য CRR (Cyclic Resistance Ratio) I CSR (Cyclic Stress Ratio) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে গভীরতায় পরীক্ষণ করা হবে সেখানের SPT মানকে মাটির উপরের চাপের সাপেক্ষে ৬০% শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে $(N_1)_{60}$ বের করা হয়। রবার্টসন ও ফেয়ারের ১৯৯৬ সালে দেয়া পাঁচটি সংশোধন সহগের মাধ্যমে SPT মানকে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে $(N_1)_{60}$ শুধুমাত্র বালুর সাপেক্ষে $(N_1)_{60}$ বের করা হয়। ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পের জন্য magnitude scaling factor মান ব্যবহার করে CRR নির্ণয় করা হয়। যে কোন মাত্রার ভূমিকম্পের জন্য magnitude scaling factor CRR নির্ণয় করা যায়। amax ,vertical overburden stress Ges effective overburden stress মানের মাধ্যমে CSR বের করা হয়। ধসধী মান বের করার জন্য বিভিন্ন empirical formula ও সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় এবং overburden stress বের করার জন্য unit weight খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষনাগারে পরীক্ষণ ও বিভিন্ন empirical relation এর মাধ্যমে unit weight নির্ণয় করা হয়। যদি মাটির CRR মান CSR থেকে কম হয় অথবা সমান হয় তাহলে লিকুইফ্যাকশন হবে। মানচিত্রায়িত এলাকার ১৫ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের লিকুইফাইড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেশী গভীরের মাটির স্তর হতে ১৫ মিটার পর্যন্ত মাটির স্তর লিকুইফাইড হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

লিকুইফ্যাকশনের ফলে যে ধরনের ground failure হয় তার মধ্যে Lateral spreading অন্যতম। Sand boiling and fissuring এর মত ground rupture হতে হলে লিকুইফাই স্তরের পুরুত্ব বেশী হতে হবে যার ফলে ভূমির উপরিতলে ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে বেঙ্গল বেসিনে যেহেতু বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু লিকুইফ্যাকশন নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

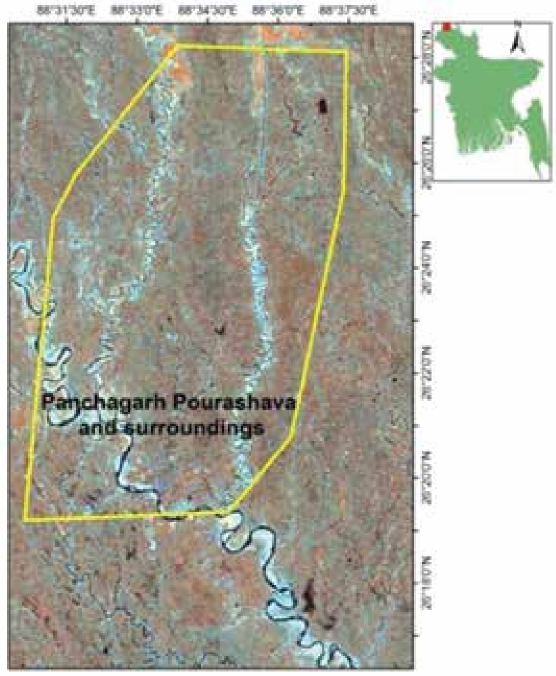

Figure-1. Location Map of Panchagarh Pourashava and surroundings.

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ ও তদসংলগ্ন এলাকায় ভিত্তিশিলার গভীরতাসহ মূল্যবান খনিজ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রতিসরণ ভূকম্পন জরিপ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক রংপুর জেলার বদরগঞ্জ এবং তদসংলগ্ন এলাকায় গত ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে ০৭ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত একটি প্রতিসরণ ভূকম্পন জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপ এলাকাটি ২৫º ৩৬′০০″ উত্তর হতে ২৫º৪২′০০″ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯º০২′১০″ পূর্ব হতে ৮৯º১৫′০০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের অন্তর্গত। এই জরিপ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল উক্ত এলাকায় ভিত্তিশিলার (Archean Basement Complex) গভীরতা এবং ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রধান স্তরবিন্যাস (major Stratigraphic sequence) নির্ণয় করা।

এই কার্যক্রমে, NNW-SSE এবং SSW-NNE প্রোফাইল বরাবর সর্বমোট ৩২ লাইন কিলোমিটার জরিপ সম্পন্ন করা হয়। ঘঘড-ঝঝঊ বরাবর প্রোফাইলসমূহ বদরগঞ্জ হতে মাদারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং SSW-NNE বরাবর প্রোফাইলটি বদরগঞ্জ জেলার ওসমানপুর হতে রাজারামপুর পর্যন্ত বিস্তৃত, যা NNW-SSE বরাবর প্রোফাইলকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করেছে। প্রত্যেকটি প্রোফাইল বরাবর এন্ড শুটিং (সম্মুখ ও বিপরীতমুখী) এবং স্পিট শুটিং (split shooting) ভূকম্পন প্রতিসরণ পদ্ধতিতে উপাত্ত রেকর্ড করা হয়। এই জরিপে ভূকম্পন উৎস (seismic source) হিসেবে ডিনামাইট ব্যবহার করা হয়। উভয় প্রোফাইলে সংগৃহীত উপাত্তসমূহকে প্রচলিত intercept time method-এ ব্যাখ্যা করা হয়। এই জরিপে চারটি সাইসমিক ভেলোসিটি জোন চিহ্নিত করা হয়েছে, প্রথম স্তরটির গতিবেগ ৮৪৬ মিটার/সেকেন্ড হতে ১২৯৯ মিটার/সেকেন্ড, দ্বিতীয় স্তরটির গতিবেগ ১৫৭৮ মিটার/সেকেন্ড হতে ১৮০২ মিটার/সেকেন্ড, তৃতীয় স্তরটির গতিবেগ ৩২১০ মিটার/সেকেন্ড হতে ৩৮৫৫ মিটার/সেকেন্ড এবং চতুর্থ স্তরটির গতিবেগ ৪০৪৫ মিটার/সেকেন্ড হতে ৭৩১৫ মিটার/সেকেন্ড। জরিপ এলাকার আশেপাশে বিদ্যমান খনন কূপের (GDH-৫০, GDH-৬৯ and EDH-১৭) উপাত্তের সাথে তুলনা করে এই স্তরসমূহকে যথাক্রমে এলুভিয়াম/বারিন্ড ক্লে, ডুপিটিলা, গোন্ডোয়ানা এবং আর্কিয়ান বেসমেন্ট কমপেক্স বলে ধারনা করা যেতে পারে।

শুধুমাত্র বদরগঞ্জ উপজেলার মোস্তফাপুরে অবস্থিত জিডিএইচ-৫০ এর নিকটে প্রোফাইল-১ এর উত্তর-পশ্চিমাংশে তৃতীয় স্তরটির (গোন্ডোয়ানা) অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সাইসমিক প্রোফাইলসমূহ বরাবর বিভিন্ন স্থানে অপর তিনটি স্তরের গভীরতা এবং পুরত্ব বিভিন্ন রকম। ওসমানপুর-রাজারামপুর এলাকায় (প্রোফাইল-২) ভিত্তিশিলার গভীরতা ১৭০ মিটার হতে ২১১ মিটার যা দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর নিম্মূখী। বদরগঞ্জ-মাদারপুর এলাকায় (প্রোফাইল-১) ভিত্তিশিলার গভীরতা ১৪৪ মিটার হতে ২৫২ মিটার যা উত্তর-পশ্চিম বরাবর নিম্নমূখী। প্রোফাইল দুটির গভীরতার পার্থক্য এবং জিডিএইচ-৫০ খনন কূপের উপাত্তের সাথে তুলনা পূর্বক ধারণা করা যায় যে, উত্তর বাউচন্ডির নিকটে NNE-SSW বরাবর একটি চ্যুতি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রোফাইল-১ এর কেন্দ্রীয় অংশে কম গভীরতায় এবং একই প্রোফাইলের উত্তর-পশ্চিমাংশে বদরগঞ্জ উপজেলার মোস্তফাপুরের নিকটে অধিক গভীরতায় ভিত্তিশিলা পরিলক্ষিত হয়।

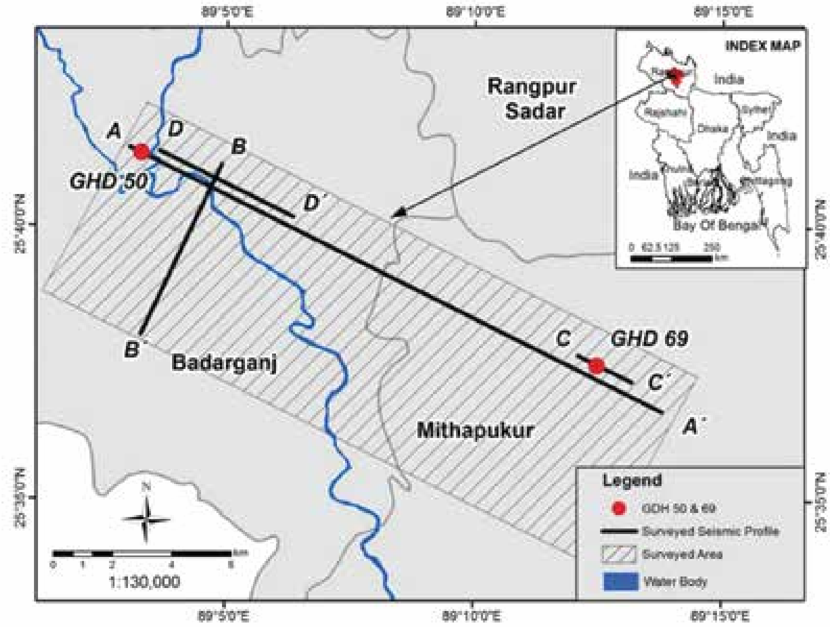

Location map of the seismic refraction survey in and around Badarganj and Mithapukur upazila of Rangpur District, Bangladesh.

কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও তদসংলগ্ন এলাকায় আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অগভীর ভিত্তিশিলার ভূতাত্ত্বিক গঠন কাঠামো নির্ণয় ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য সম্ভাবনাময় ব্যত্যয়ী এলাকা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ১:১০০০০০০ স্কেলে একটি বোগার অভিকর্ষীয় মানচিত্র প্রকাশ করে। এ মানচিত্র অনুযায়ী কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও তদসংলগ্ন এলাকায় একটি ঋনাত্বক বোগার অভিকর্ষীয় এনোম্যালী পরিলক্ষিত হয়। উক্ত এলাকায় ভূতাত্ত্বিক গঠন তথা ভিত্তিশিলার গঠন কাঠামো নির্ণয় ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে এ অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

আঞ্চলিক অভিকর্ষীয় ও মোট চুম্বকীয় উপাত্ত ১০৫ টি পর্যবেক্ষণ পয়েন্ট থেকে সংগৃহীত করা হয়। প্রায় ১৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। যাতায়াত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ১ থেক ২ কি.মি. বিরতিতে এ উপাত্ত সমূহ সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত সমূহ প্রক্রিয়াজাত করে বোগার অভিকর্ষীয় ও মোট চুম্বকীয় এনোম্যালী মানচিত্রসমূহ প্রস্তুত করা হয়। বোগার অভিকর্ষীয় এনোম্যালী মানচিত্র থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে জরিপকৃত এলাকার উত্তর অংশে অভিকর্ষীয় এনোম্যালীসমূহ তুলনামূলকভাবে বেশী। কিন্তু দক্ষিণদিকে ভিত্তিশিলা আরও দক্ষিণের দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়েছে যা দেখে মনে হয় এটি একটি আবদ্ধ বেসিন নয়। চুম্বকীয় জরিপে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি যা উক্ত এলাকায় কোন চুম্বকীয় পদার্থের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে।

"নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার তাজপুর এলাকায় স্তর তাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ন খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান"

সারসংক্ষেপ

প্রায় একশত বছর পূর্বে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশ খনিজ সম্পদের জন্য সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারী ও বিদেশী কোম্পানিসূমহ উক্ত এলাকায় ব্যাপক ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরিপ পরিচালনা করে এবং সম্ভাবনাময় পাললিক বেসিনের সন্ধান পায়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর(জিএসবি)এই বেসিনসমূহে বিষদ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরই ফলশ্রুতিতে বড়পুকুরিয়া, খালাশপীর এবং দিঘিপাড়ায় গন্ডোয়ানা কয়লা এবং মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে জিএসবি রাজস্ব কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে স্বল্প গভীরতা সম্পন্ন বেসিনসমূহে কয়লা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর(জিএসবি)এর খনন শাখা ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচীর আওতায় "নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার তাজপুর এলাকায় স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান" শীর্ষক একটি অনুসন্ধান কূপ জিডিএইচ-৭০/১৫ এর খনন কাজ গত ২০/০২/২০১৬ তারিখ শুরু করে।

উক্ত খনন কার্যক্রমে LF 90C DIAMOND CORE DRILL RIG এর মাধ্যমে মোট ৮৪৩.৫৯ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন করা হয়। এতে ২৯.৮৭ মিটার পুরুত্বের (৬৭৫ থেকে ৭০৪.৮৭ মিটার) উন্নতমানের চুনাপাথর আবিষ্কৃত হয় যা বাংলাদেশে এ যাবৎ কালে আবিষ্কৃত সর্বাধিক পুরুত্বের চুনাপাথরের খনি। খনন কৃত কুপের ভূতাত্ত্বিক স্তর বিন্যাস পর্যবেক্ষণে আপার গন্ডোয়ানা, তুরা স্যান্ডস্টোন, সিলেট চুনাপাথর, কোপিলি শেল, ডুপিটিলা এবং বর্তমান সময়ের পলল পরিলক্ষিত হয়। উক্ত খনন কুপে ড্রিলিং রিগ, মাড পাম্প, জেনারেটর এবং আরো অন্যান্য খনন যন্ত্রপাতি এবং ড্রিল হোলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মাড কেমিক্যাল হিসাবে বেরাইড, বেন্টোনাইট, সিএমসি, কুইকট্রল, কষ্টিক সোডা এবং পলিমার ব্যবহার করা হয়। উক্ত খনন কূপে চার স্তরের কেসিং স্থাপন করা হয় যার মধ্যে ৩ মিটার গভীরতায় ২১৯.১ মি.মি, ১১৪ মিটার গভীরতায় ১৬৮.৩ মি.মি, ৩৭৬ মিটার গভীরতায় ১১৪.৩ মি.মি এবং ৬৫৩ মিটার গভীরতায় ৮৮.৯০ মি.মি ব্যাসের(বহিঃব্যাস)কেসিং স্থাপন করা হয়। প্রচলিত Non CorringDriiling, Dry Drilling এবং Wire Line Diamond Core Drilling এর মাধ্যমে যথাক্রমে Flush Sample, Undisturbed Sample এবং Core Sample সংগ্রহ করা হয়।

গত ১৯/০৬/২০১৬ তারিখ এ জিডিএইচ-৭০/১৫ এর খনন কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, সেই সাথে জিএসবি'র প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কেসিং উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যন্ত ৬৫৩ মিটার ঘড কেসিং এবং ২৯৭.২৫ মিটার HW কেসিং উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। একই সাথে NW কেসিং উদ্ধারের পর খনন কূপে ৩৮৮ মিটার গভীরতা হতে ৮৪৩.৫৯ মিটার গভীরতা পর্যন্ত শুন্য স্থান সিমেন্ট দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বের Drilling Technolog এর সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জিএসবি'র ড্রিলিং যন্ত্রপাতির দ্রুত আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। একই ভাবে বর্তমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনায় সক্ষম, সুদক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল গড়ে তোলা প্রয়োজন।

ক. ড্রিলিংরিগ

খ. মাডপাম্প

গ. হাইড্রোলিক পাওয়ার প্যাক

সেমিনার আয়োজন

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ১৮টি স্থানীয়/আর্ন্তজাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্সে জিএসবি'র মোট ১৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

(৩) আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আয়ের প্রতিবেদন।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ক্রমপুঞ্জিত সংগ্রহ	শতকরা হার	মন্তব্য
১	২	৪	৫	৬
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	২৩৩.০৭	১০.২২	৪.৩৮%	

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ব্যয়ের প্রতিবেদন।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থা	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ			জুন, ২০১৬ মাস পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়			বরাদ্দের শতকরা হারে ব্যয়		
	অনুন্নয়ন বাজেট	উন্নয়ন বাজেট	মোট বাজেট বরাদ্দ	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর	২৭০৬.৬৯	GUD প্রকল্প- ৪৫৫.০০ Sand প্রকল্প- ৫.০০ ৪৬০.০০	৩১৬৬.৬৯	২৬৮০.১২	৪৫২.৪৬	৩১৩২.৫৮	৯৯.০০ %	৯৮.৩৬ %	৯৮.৯২ %

(৪) বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ

কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

প্রকল্পের নামঃ জিও-ইনফরমেশন ফর আরবান ডেভলপমেন্ট, বাংলাদেশ (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত)। ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পে ২০১৫-০২০১৬ অর্থ বৎসরে বরাদ্দ ছিল ৪৫৫.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় হয়েছে ৪৫২.৪৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৯৯.৪৪%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তন ও অপরিকল্পিত নগরায়ন এর বিরুপ প্রভাব থেকে নিরাপদ ও দূর্যোগ সহিষ্ণু নগরাঞ্চল পরিকল্পনার মূল ধারায় ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত সম্পৃক্তকরণ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

২০১৫-০২০১৬ অর্থ বৎসরে প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যসমূহঃ

- বহিরঙ্গন হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন।
- ডেটাবেইস তৈরী সম্পন্ন ও সংগৃহীত তথ্য ডেটাবেইসে সন্নিবেশিত।
- ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র ও ভিত্তি গভীরতা মানচিত্রসহ মোট ৪টি মানচিত্র প্রস্তুত সম্পন্ন ।
- ত্রিমাত্রিক মডেলিং কাজ শুরু হয়েছে।
- স্টেকহোল্ডার সহযোগে ০২ টি ওয়ার্কশপ সম্পন্ন।
- জার্মানীতে একটি ম্যানেজমেন্ট ভিজিটসহ লাওস ও থাইল্যান্ডে একটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

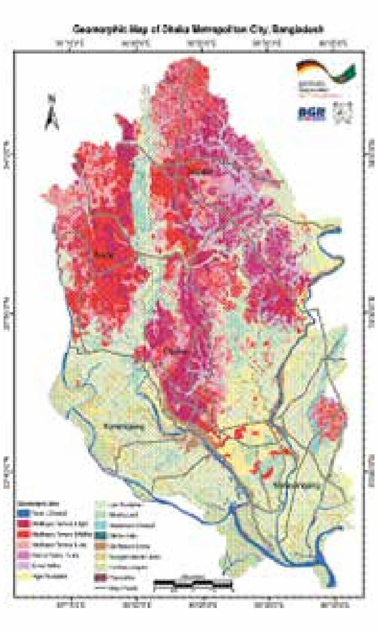

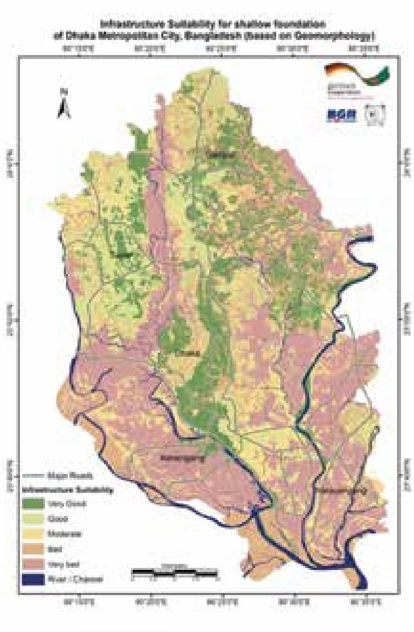

(৫) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের নামঃ "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" (০১ ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত) শীর্ষক ৩৫৬২.৭০ লক্ষ টাকার জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি গত ০৭.০৮.২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(৬) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ২১টি স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং ৭টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ০৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণঃ

জিএসবি বাংলাদেশের Geo-hazards বিশেষ করে ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প ও বিভিন্ন ধরণের বাঁধের দৃঢ়তা নির্ণয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে এবং চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ভবন, এবং টেকনাফে টিএনও অফিস ভবনে ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত প্রদানের জন্য জানুয়ারি ২০১১-এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে। এ যন্ত্র সয়ংক্রিয়ভাবে ১০টি নির্ধারিত মোবাইল নম্বরে ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত প্রদান করছে। আগাম সংকেতের ফলে স্থানীয় প্রশাসন তথা জনগন ভূমিধ্বসের আগেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানে সরে গিয়ে জানমাল রক্ষা করতে পারছে। ইতোমধ্যে ভূমিধ্বসের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও কোন ব্যাক্তি ইন্টারনেটে http://www.m2-m.com সাইট থেকে যে কোন সময় যে কোন স্থান থেকে Landslide Early Warning System (LEWS) সংযুক্ত এলাকার বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারবেন।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের Comprehensive Disaster Management Programme ফেজ-২ (সিডিএমপি-২) প্রকল্পের আওতায় রংপুর, দিনাজপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, কক্সবাজার ও টেকনাফ পৌর এলাকার Microseismic Zoning মানচিত্রায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়া এলাকাসমূহের Active fault Identification এর survey করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনে মোট আটটি Accelorometer স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ভূমিকম্প পরবর্তী প্রভাব এর study করা হবে। তাছাড়া ভূমিকম্প বিষয়ে বাংলাদেশ ও সন্নিহিত এলাকার নব্য-ভূগাঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে আরো অবহিত হওয়ার মাধ্যমে ভূমিকম্প দুর্যোগ নিরূপণে সহায়তা কাজের অংশ হিসাবে প্রথম পর্যায়ে জিএসবি'র মিরপুরস্থ জায়গায়, ময়মনসিংহ শহর, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, চট্রগ্রাম জিএসবি অফিস, খুলনা জিএসবি অফিস, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রীমঙ্গল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে মোট সাততি জিপিএস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

(৮) ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা ঃ

"বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট নিরূপণ ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান" শীর্ষক ১৮৬৩০৩.৮৯ লক্ষ টাকার জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদী একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

(৯) অন্যান্য কার্যক্রমঃ

৮.১ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত ভূবৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের তালিকাঃ

১. "বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার অন্তর্গত ঘটিভাঙ্গা, হামিদরদিয়া, কুতুবজোম ও সোনাদিয়া দ্বীপসমূহের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দূর্যোগসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন" শীর্ষক বহিরংগন কর্মসূচির প্রতিবেদন প্রস্তুতি করে জমা প্রদান করা হয়েছে।

২. পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার পায়রাবন্দর সন্নিহিত কলাপাড়া ও আমতলী (আংশিক) উপজেলার উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন কাজ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।

৩. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জরিপ কর্মসূচির প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।

৪. নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে জিডিএইচ-৭০/১৫ কূপ খনন শীর্ষক কর্মসূচির প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।

৫. মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলাসমুহের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন কাজ শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।

৬. রংপুর জেলার বদরগঞ্জ ও তদসংলগ্ন এলাকায় ভিত্তিশিলার গভীরতাসহ মূল্যবান খনিজ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রতিসরণ ভূকম্পন জরিপ কাজ এর প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।

৭. Report on survey for Chittagong City Outer Ringroad Project সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির কাজ চলছে।।

৮. "Palenological Study of four samples from a borehole of Aftabnagar,Dhaka , Bangladesh" শীর্ষক প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করা হয়েছে।

৯. "Geological, Geomorphological and Engineering Geological Maps and Reports" শীর্ষক কর্মসূচীর চুড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরীর কাজ অব্যাহত রয়েছে।

১০. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জরিপ কর্মসূচির প্রতিবেদন তৈরীর কাজ চলছে।

১১. Study of Economic Minerals in the Padma River Sand and Detection of Bank Erosional Site with its causes from Chapainawabganj to mouth of the Gorai River Kushtia District, Bangladesh শীর্ষক প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করা হয়েছে।

১২. গত ০৪/০১/২০১৬ খৃঃ তারিখে সংঘটিত ভূমিকম্পের তথ্য সংগ্রহের জন্য ঢাকা এবং জয়পুরহাট জেলার আশপাশের এলাকায় সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করা হয়েছে।

১৩. হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, চুনারুঘাট এবং বাহুবল উপজেলাধীন বিভিন্নি এলাকার উত্তোলনযোগ্য সাদা মাটির মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই" শীষক র্কমসূচি বাস্তবায়ন শেষে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন যথাযথক র্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪. টাংগাইল জেলাধীন মধুপুর উপজেলার ফিরোজপুর ও আওদাবিলসহ তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রাপ্ত চীনামাটির/টাইলসমাটির (সাদামাটি) মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই শীর্ষক" কর্মসূচির আওতায় মোট ১২ বর্গকি.মি. এলাকায় জরিপ সম্পন্ন করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরী করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

(১) দপ্তর /সংস্থা/কোম্পানির পরিচিতি, কার্যবলী ও জনবল কাঠামো:

(ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)এর পরিচিতি:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতের একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা মূলতঃ গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত পেশাজীবি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কাজ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট আইন ২০০৪ এর বলে অত্র ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। বিপিআই এর কর্মকান্ড ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে।

খ) বিপিআই এর কার্যাবলী নিম্নরূপ :

(১) তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(২) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে সহায়তা প্রদান, উক্ত খাতের অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা।

(৩) বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারী সংস্থা ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৪) তেল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন। জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ করা। ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, ডিপোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা।

(গ) জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের ৩৫ জন (৮ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন কর্মচারী) কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অত্র প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা হয়েছে। বিপিআই এর জনবল কাঠামোতে বর্তমানে ২১টি পদ শূন্য আছে। বিপিআই এর প্রবিধানমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে আতি সম্প্রতি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

(২) ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য :

(ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের ০১। Material Engineering Codes & Standards ০২। Tax and VAT Management ০৩। Corrosion Control & Cathodic Protection ০৪। Project Management ০৫। Store Keeping & Stock Control ০৬। Gas Pipeline Welding & NDT ০৭। Gas Network Analysis ০৮। Occupational Safety, Health and Environmental Management ০৯। Company Law & Labour Law Act, 2006 ১০। Prepaid Metering Installation and Management ১১। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক ওয়ার্কসপ ১২। Reduction of POL Handling Loss ১৩। Annual Performance Agreement (APA) ওয়ার্কসপ ১৪। Fire Fighting , Fire Prevention, Rescue and First Aid ১৫। Design, Coustruction, Operation and Maintenance of Gas pipline ১৬। Existing BPI Website: Err,correction & Development বিষয়ক ওয়ার্কসপ ১৭। Human Resources Management & Good Governance ১৮। Storage Handling and Maintenance of POL Products and Aircraft Refueling ১৯। Office Management ২০। Design, Coustruction, Operation and Maintenance of Gas RMS ২১। Financial Management ২২। Public Procurement Act, 2006 & PPR ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২০টি কোর্স ও ০৮টি ওয়ার্কসপ পরিচালনা করা হযেছে। উক্ত কোর্স ও ওয়ার্কসপ সমূহের মাধ্যম জ্বালানি সেক্টরের মোট ৬৪১জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(খ) গবেষণা কার্যক্রমঃ

বিপিআই, পেট্রোবাংলা, বাপেক্স এবং জাপানে MOECO & JGI এর সাথে যৌথ উদ্যোগে "Joint Research for the Petroleum System Analysis in Surma Basin" শীষক গবেষণা কার্যক্রম চতুর্থ পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তৈল ও গ্যাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৩। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে বিপিআই পরিচালনার জন্য ২,৮৮,৬৬,০০০/- টাকার বাজেট গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অর্থ বৎসরে বোর্ড কর্তৃক ১,৮৩,৮৬,৯০৫/১৯ টাকার সংশোধিত বাজেট বিভাজন অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী বর্ণিত সময়ে সর্বমোট ১,৮০,৩৮,০৯৬/৫০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে বিপিআই প্রশিক্ষণ ফি বাবদ ৪২,৪৮,৫৮২/- টাকা ও অডিটোরিয়াম ভাড়া বাবদ ৮,০০০/-টাকা, এফডিআর হতে সুদ বাবদ ৭৭,৯২.০২৬/২৪ টাকা, এসটিডি হিসাব হতে সুদ বাবদ ২,৪২,৪৬৮/-টাকাসহ সর্বমোট ১,২২,৯১,০৭৬/২৪(এক কোটি বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার ছিয়াত্তর টাকা চব্বিশ পয়সা) টাকা আয় করেছে। সরকারি রাজস্বখাতে ১,৩২,৭০.০০০/- টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। এছাড়া পেট্রোবাংলা হতে মোট ৫০,০০,০০০/- টাকা, বিপিসি হতে ১৫,০০,০০০/- টাকা অনুদান হিসাবে পাওয়া গেছে। বিপিআই এর নিজস্ব তহবিল হিসাবে বিভিন্ন ব্যাংকে মোট ৯,৮৫,০০,০০০/-(নয় কোটি পঁচাশি লক্ষ) টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা আছে।

(৪) মানব সম্পদ উন্নয়ন :

বিপিআই সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য কর্মকর্ত/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়। বিপিআই-এর নিজস্ব মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে বিপিআই এর ০৬জন কর্মকর্তা ও ০৯জন কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৫) পরিবেশ সংরক্ষণ :

বিপিআই উত্তরা মডেল টাউনে নিজস্ব দপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করে। বিপিআই-এর অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকারি কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

ভূমিকা ঃ

জ্বালানি খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করাসহ তাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে রাজকীয় নরওয়ে সরকারের আর্থিক অনুদান এবং Norwegian Petroleum Directorate (NPD) এর কারিগরি সহায়তায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের প্রথম পর্যায়ের কর্মকান্ড বিগত জুলাই ১৯৯৯-এ শুরু হয়ে মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত চলে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে নরওয়েজিয়ান সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে "Gas Transmission & Development Project" এর আওতায় দ্বিতীয় দফায় ৫(পাঁচ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানের প্রেক্ষিতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প হিসেবে পুনরায় এপ্রিল ২০০৬ হতে এর কার্যক্রম শুরু করে যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে গত ২০০৮ সালে স্থায়ী কাঠামোতেরূপদান করা হয়েছে। গত ০১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত হচ্ছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করেছে।

সার্বিক কর্মকান্ড বা কার্যাবলী ঃ

হাইড্রোকার্বন ইউনিটে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যবধি যে সমস্ত কার্যক্রম চলে আসছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

- "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ;
- "Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- তৈল ও গ্যাসের মজুদ ও সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ ও হালনাগাদকরণ;
- জ্বালানি সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- উৎপাদন বন্টন চুক্তি এবং যৌথ উদ্যোগ চুক্তি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- জ্বালানির অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- তৈল ও গ্যাসের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদন এর পরিকল্পনা ও পর্যালোচনা;
- জ্বালানি খাতের সংস্কার বিষয়ে সুপারিশকরণ এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- বেসরকারি খাতের সহিত যোগাযোগ করাসহ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতায় অংশগ্রহণ;
- গ্যাসের উৎপাদন ও ডিপ্লেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, সংরক্ষণ ও বিপণন কার্যাদি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;
- পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের চাহিদা, বাজারজাত পর্যালোচনাসহ পরিবীক্ষণ কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান;
- মাইনিং সংক্রান্ত প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানসহ পরামর্শ প্রদান;
- কয়লাসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ বিষয়ক আইন-কানুন এবং নীতিমালা প্রভৃতি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সাংগঠনিক কাঠামো

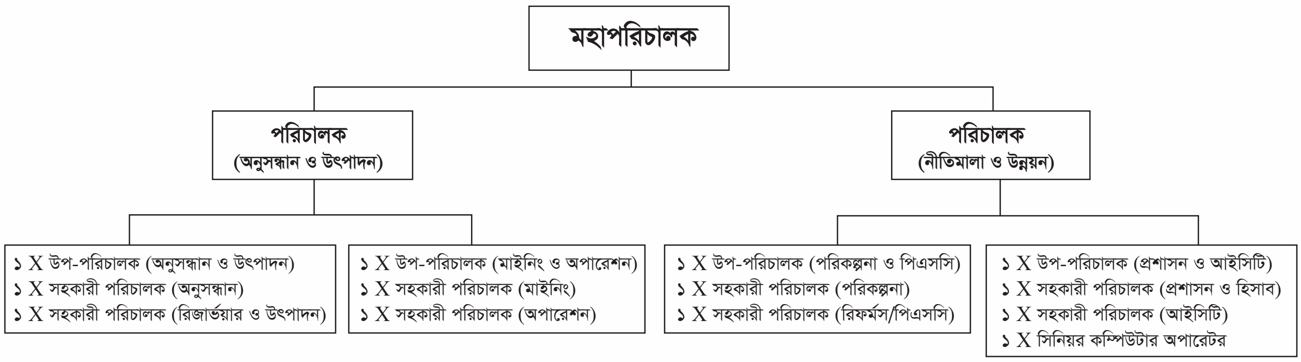

- ## ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ ঃ

❐ Monthly Report on Gas Reserve and Production: ১২টি।

❐ Annual Report on Gas Production & Consumption: ০১টি।

❐ Report on Energy Economics: ০১টি।

❐ Report on Energy Scinario of Bangladesh: ০১টি।

❐ Workshop/Seminer: ০৮টি।

- Necessity of Harnessing Domestic Coal
- Necessity of creating Coal related Department
- Appropriate Method of Coal Mining in Bangladesh
- Concept of Production Sharing Contract (PSC) in Coal Sector
- National Coal Policy of Bangladesh
- Energy Pricing Methodology
- Role of LNG in Energy Sector of Bangladesh
- Bangladesh Energy outlook

❐ **Training: ০২টি।**

- Sustainable Development Goals and Targets
- Good Governance

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (জিওবি)	সংশোধিতমোট বরাদ্দ (জিওবি)	মোট ব্যয় (জিওবি)	উদ্বৃত্ত (জিওবি)
২০১৫-১৬	১৪১.০০	১১৭.২০	১০৪.০৯	১৩.১১

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডঃ

১. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।

২. প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত “Petroleum Resources Management” এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত “Capacity Building of Human Resources for Hydrocarbon Unit” শীর্ষক পিডিপিপি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

২০০৩ সালে ১৩ মার্চ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত এক আইনের মাধ্যমে এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যত এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয় ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে।

২। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবালি ঃ

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষক, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিবতরণ, দক্ষ্য ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গগত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেএে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (finanfcial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঘ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(ঙ) গুণগত মান নিশ্চতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(চ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ছ) লইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেশন প্রেরণ করা এবং

(জ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

৩। এনার্জি দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় রোধ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইতোমধ্যে ১০ (দশ) টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে এবং ১৬ টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪। কমিশনের জনবল কাঠামো ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি গুলেটরী কমিশনের বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে ৮১ টি পদ রয়েছে। ৮৭ টি পদের মধ্যে চেয়ারম্যান ১ জন, সদস্য ৪ জন, সচিব ১ জন, পচািলক ৪ জন, উপ-পরিচালক ৮ জন, সহকজারী পরিচালক ১৬ জন, একান্ত সচিব ১ জন, অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ১৮ জন, গাড়ীচালক ৮ জন, অফিস সহায়ক ১৮ জন এবং গার্ড ২ জন সমন্বয়ে কমিশনের জনবল কাঠামো গঠিত।

৫। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য ঃ

ক) বিদুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ তথা সার্বিক সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশন হতে বিদুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম খাতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কমিশন হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারিখাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৫২ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স, ৬২ টি সিএনজি মজুতকরণ/বিপনন লইডসেন্স এবং ৭৬টি পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ/বিপনন/ বিতরণ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

খ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কমিশন, কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যাক্তি বা ব্যাক্তিসমষ্ঠির সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল পক্ষের বক্তব্য শুনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তাগণের এবং তাদের প্রতিনিধির মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেএে ভোক্তা প্রতিনিধির মতামত ছাড়া কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে।

গ) ২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদনে দেশীয় কোম্পানিসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান করা এবং জরুরী প্রয়োজনে কুপ খনন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত

গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৭,৪৮৬ কোটি টাকা। এ তহবিল হতে বাপেক্স কর্তৃক গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ সংগ্রহ এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ২৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যামান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কার্যকর করে 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করেছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পমিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১,২১৪.৫৬ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত ৪,৫৮৩.৫৯ কোটি টাকা। এ ফান্ডের অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৩৮৩.৫১ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে।

ঙ) গ্যাসের বর্তমান মজুত দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানকল্পে এবং জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্দ্ধিত মূল্যহার হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২,৪১৮.৮৭ কোটি টাকা সংগৃহিত হয়েছে।

চ) কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানির পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। এছড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি এর সঞ্চালন মূল্যহার (মার্জিন), বিতরণ কোম্পানি এর বিতরণ মূল্যহার (মার্জিন) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারণের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন প্রনয়ন করছে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে মূল্যহার নির্ধারণ করে। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন এ প্রক্রিয়ায় বিগত বছরগুলোতে মূল্যহার সমন্বয় করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বিল মাস সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর করে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক), সঞ্চালন এবং খুচরা মূল্যহাড় গড়ে যথাক্রমে ৪.৯৩%, ২১.৮৬% এবং ২.৯৩% বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও কমিশন ভেক্তাপর্যায় প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যহার ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে কার্যকর করে গড়ে ২৬.২৯% বৃদ্ধি করেছে। একইসময়ে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর সঞ্চালন মূল্যহাড় (মার্জিন) এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের বিতরণ মার্জিন সমন্বয় করা হয়েছে।

ছ) পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, বিনিয়োগ ব্যয় , অসম গ্রাহক মিশ্রণ, গ্রাহক প্রতি বিদ্যুতের ব্যবহারের পার্থক্য ইত্যাদি কারণে আর্থিক অবস্থা একই পর্যায়ে নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক অনেক ভাল। দুরদূরান্তের সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং নাজুক। ২০০৯ সাল হতে কমিশন কর্তৃক বাল্ক ট্যারিফ নির্ণয়ের ক্ষেএে ক্রস সাবসিডি অর্থাৎ শহর এলাকায় বিতরণ কোম্পানিগুলোর বাল্ক ট্যারিফ তুলনামূলকভাবে একটু বেশী এবং পল্লী এলাকাভিত্তিক কোম্পানি/সমিতিগুলোর ট্যারিফ একটু কম ধার্য করে আসছে। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সাবসিডাইজড বাল্ক ট্যারিফের কারণে আর্থিকভাবে লাভজনক সমিতিগুলো তাদের লাভের ৮৫% বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্রস সাবসিডি তহবিলে জমা দিচ্ছে। উক্ত তহবিলে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৩,০১৯.৪৩ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮ (আট)টি সচ্ছল সমিতি এ ফান্ডে ৭৬৭.৮৫ কোটি টাকা যোগান দিয়েছে যা অসচ্ছল সমিতিতে প্রদান করা হয়েছে।

জ) সকল বিদ্যুৎ লাইসেন্সীর জন্য কমিশন অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। উক্ত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য বিউবো, পিজিসিবি, বাপবিবো/পবিস, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকো-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঝ) এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিএ সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপণ করা জন্য প্রযোজ্য ক্ষেএে পূর্ণবাসন ও রক্ষাণাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথ্য গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এ লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চালমান রয়েছে। বিউবো'র তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে বিইআরসি প্রদত্ত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণ করেছে।

ঞ) প্রাহক সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিইআরসি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে আউট রীচ প্রোগাম চলমান আছে। এতে তৃণমূল পর্যায়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি/অন্যান্য বিতরণ সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান সম্পর্কে ভোক্তাদের মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মতবিনিময়সহ বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তাগণ সরাসরি অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব প্রদান করেন। উল্লিখিত কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য

হলো ভোক্তা-সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রশাসনের মাঝে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সকল পক্ষের মধ্যে একটি অর্থবহ সংলাপের আবহ সৃষ্টি করা।

ট) প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ভোক্তাদের কাঙ্ক্ষিত বিচার পাওয়া সময় সাপেক্ষ ও জটিল বিধায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিস্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসি-কে প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সরকারি গেজেট Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settelement Regulations, 2014 প্রকাশ হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রবিধানমালার আওতায় বিরোধ নিস্পত্তির কার্যক্রম শুরু করে একাধিক রোয়েদাদ (Award) প্রদান করা হয়েছে।

৬। আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) বিগত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ২২,৩৭,৩৪ ,৯৪৯/- (বাইশ কোটি সাইত্রিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত উনপঞ্চাশ) টাকা আয় করেছে এবং একই সময়ে অর্থ বিভাগের মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের বিপরীতে মোট ১০,৫২,৫৪,১০৮ (দশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার একশত আট) টাকা ব্যয় করেছে।

৭। বাস্তবায়নাধীণ প্রকল্পঃ

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের অংশ বিইআরসিতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তাছাড়া USAID এর মাধ্যমে Catelizing Clean Energy in Bangladesh (CCEB) প্রকল্পটি কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

৮। মানব ভবিষ্যৎ উন্নয়নঃ

দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকে। কমিশন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫টি আউটরিচ প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে। দেশের অভ্যন্তরে ৭টি এবং ৬টি বৈদেশিক প্রশিক্ষনে কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেছেন করেছেন। তাছাড়া মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় ইন হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৯। কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিল্পনাঃ

- সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোড্স এন্ড স্ট্যান্ডর্ড্স প্রণয়ন';
- জ্বালানি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ, মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা;
- বিদ্যামান আইনের অধীন জ্বালানির পরিবেশগত মান বজায় রাখা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির মান ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এনার্জি অডিট পরিচালনা;
- আদর্শ জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা;
- আন্ত:সীমান্ত এনার্জি ট্রেড সংক্রান্ত রেগুলেশনস প্রণয়ন।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিএমডি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের আলোকে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের (তেল, গ্যাস এবং সাধারণবালু ব্যাতীত) অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারী ইজারা প্রদান করা হয়। বিএমডি উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারী ইজারা কার্যক্রমের তদারকি, সার্বিক ব্যবস্থাপনা, রয়্যালটি ধার্য ও আদায় করে থাকে।

প্রধান কার্যাবলীঃ

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজসমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(খ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।

(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।

(ঘ) মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।

(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।

(চ) বধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ছ) দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানি যদি থাকে, এর রেকর্ড সংরক্ষণ।

(জ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।

(ঝ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

জনবল কাঠামোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	মহাপরিচালক	০১	-	শূন্য পদসমূহে দ্রুততম সময়ে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২	পরিচালক	০১	০১	
৩	পরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	-	
৪	উপ-পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ ও পরিকল্পনা)	০১	-	
৫	উপপরিচালক (খনি ও খনিজ)	০১	০১	
৬	সহকারী পরিচালক	০১	০১	
৭	সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব)	০১	-	
৮	সহকারী পরিচালক (ভূ-পদার্থ)	০১	-	
৯	সহকারী পরিচালক (ভূ-রসায়ন)	০১	-	
১০	সহকারী পরিচালক (খনি প্রকৌশল)	০১	-	
১১	তত্ত্বাবধায়ক	০১	-	
১২	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা	মন্তব্য
১৩	হিসাব রক্ষক	০১	-	
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১	
১৫	ড্রাফটসম্যান	০১	-	
১৬	সার্ভেয়ার	০১	-	
১৭	ল্যাব এসিস্ট্যান্ট/টেকনিশিয়ান	০১	-	
১৮	অফিস সহকারী- কাম- কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৫	-	
১৯	কম্পিউটার অপারেটর/পি.এ	০৩	-	
২০	ড্রাইভার	০২	-	
২১	এম.এল.এস.এস	০২	০২	
২২	জারীকারক	০১	-	
২৩	এম.এল.এস.এস/ফিল্ডম্যান	০৫	-	
২৪	নিরাপত্তা কর্মী	০২	-	
২৫	সুইপার/ক্লিনার	০১	-	
	মোট:	৩৮	০৭	

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) অনুসন্ধান লাইসেন্স ও ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা মোতাবেক সরকারি রাজস্ব (রয়্যালটি, ভ্যাট, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডি'র রাজস্ব আয় উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে বিএমডি'র রাজস্ব আয় ৫(পাঁচ) কোটি টাকা। ২০০৬-২০০৭ পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে গড়ে রাজস্ব আয় ৩০ কোটি টাকা। বিএমডি বিগত ১০ বছরে রাজস্ব খাতে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। সেক্ষেত্রে মোট ব্যয় আয়ের ০.৯৫ শতাংশ মাত্র।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনাঃ

ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা মোতাবেক জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যথাযথ রাজস্ব আদায় ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সিলেট, ময়মনসিংহ এবং দিনাজপুর জেলায় আঞ্চলিক অফিস করার পরিকল্পনা রয়েছে। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এযাবৎকালে আবিস্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে প্রাথমিক জরিপ মোতাবেক মজুদের পরিমাণ ৩৩০০ মিলিয়ন টন যা ৭৮-টিসিএফ গ্যাসের সমতুল্য। তাই আগামী দিনের জ্বালানি চাহিদা ও চ্যালেঞ্জে মোকাবেলায় দেশের কয়লা সম্পদের যথাযথ উত্তোলন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বিএমডি অনুসন্ধান লাইসেন্স ও খনি ইজারা প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। দিনাজপুর জেলায় আবিস্কৃত দীঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে পেট্রোবাংলার সাথে অনুসন্ধান লাইসেন্স চুক্তি সম্পাদন করা হয়। দেশের জ্বালানি চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কয়লা সম্পদের যথাযথ উত্তোলন ও অত্যুৎকৃষ্ট ব্যবহার অত্যাবশ্যক বিধায় দীঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিগত ২১-১০-২০১৫ তারিখে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির অনুকূলে হস্তান্তরচুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পরিচিতি, কার্যাবলী ও জনবল কাঠামো

বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, প্রজ্বলনীয় পদার্থ, উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপ লাইন, সিলিন্ডার, এবং গ্যাসাধার সংক্রান্ত সৃষ্ট ক্ষতিকর ঘটনা ও প্রভাব প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সৃজিত বাংলাদেশ সরকারের একটি পূর্নাঙ্গ দপ্তর।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকাসহ ইহার আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ দেশের বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট এবং বরিশালে আছে। বিস্ফোরক পরিদর্শক প্রতিটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান।

উদ্দেশ্যঃ

বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণই বিস্ফোরক পরিদপ্তরের উদ্দেশ্য।

কার্যাবলী :

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত আইনসমুহের প্রয়োগের দায়িত্ব এ দপ্তরের উপর অর্পণ করা হয়েছে :

(১)	বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪	
(২)	বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	১ এর আওতায় প্রণীত
(৩)	গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১	
(৪)	গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫	
(৫)	এলপি গ্যাস বিধিমালা, ২০০৪	
(৬)	সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫	
(৭)	পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪	
(৮)	পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭	৭ এর আওতায় প্রণীত
(৯)	কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	
(১০)	প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১	

অধিকন্তু, এ দপ্তর ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান এবং ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান করে।

কাজের বর্ণনাঃ

(১) বিস্ফোরক প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, খালি বা ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির লাইসেন্স/পারমিট/অনাপত্তিপত্র মঞ্জুর।

(২) লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পান অনুমোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্লান্টের লে-আউট, ডিজাইন, নির্মাণ পদ্ধতি অনুমোদন প্রদান।

(৩) বিস্ফোরক উৎপাদন কারখানা, বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, বিস্ফোরক পরিবহন যান, আতশবাজি প্রদর্শনী, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি প্ল্যান্ট, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদাগার, পেট্রোলিযাম স্থাপনা, মজুদাগার, পেট্রোলিযাম ও গ্যাস সার্ভিস স্টেশন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও এসিটিলিন প্রস্তুত প্ল্যান্টের লাইসেন্স প্রদান।

(৪) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পথ নকশা অনুমোদন এবং নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান।

(৫) সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্র, পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের মেয়াদ এবং সিলিন্ডার পরীক্ষণের অনুমোদনকরণ;

(৬) সমুদ্রগামী জাহাজের পেট্রোলিয়াম পরিবাহী ট্যাংকসমূহে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগীতা যাচাই করণার্থে গ্যাস ফ্রি পরীক্ষণ করিয়া সনদ প্রদান।

(৭) এ দপ্তর প্রশাসিত বিধিমালার আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত ও কারণ অনুসন্ধান।

(৮) মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক প্রেরিত কোন বোমা/বিস্ফোরক জাতীয় আলামত বিশেষণ ও পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ৬৯

কর্মকর্তা/কর্মচারী-৪
১x প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক
১x সাঁট লিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ/ ব্যক্তিগত সহকারী
১x গাড়ী চালক
১x অফিস সহায়ক

বিস্ফোরক পরিদর্শক সিলেট ৭
- ১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ১x কারিগরী সহকারী
- ১x অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
- ১x অফিস সহায়ক
- ১x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক চট্টগ্রাম ১১
- ১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ১x কারিগরী সহকারী
- ১x উচ্চমান সহকারী
- ২x অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
- ১x গাড়ী চালক
- ২x অফিস সহায়ক
- ১x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক ঢাকা ২২
- ১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ৩x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ১x তত্ত্বাবধায়ক
- ২x কারিগরী সহকারী
- ১x সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
- ১x হিসাব সহঃ তথা কোষাধ্যক্ষ
- ১x উচ্চমান সহকারী
- ৫x অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
- ১x পরীক্ষাগার সহকারী
- ১x পরীক্ষাগার সহগামী
- ৩x অফিস সহায়ক
- ২x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক খুলনা ১০
- ১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ১x কারিগরী সহকারী
- ১x উচ্চমান সহকারী
- ২x অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
- ২x অফিস সহায়ক
- ১x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক রাজশাহী ১০
- ১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ১x কারিগরী সহকারী
- ১x উচ্চমান সহকারী
- ২x অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ
- ২x অফিস সহায়ক
- ১x নিরাপত্তা প্রহরী

বিস্ফোরক পরিদর্শক বরিশাল ৫
- ১x বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ২x সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক
- ১x কারিগরী সহকারী
- ১x নিরাপত্তা প্রহরী

গুরুত্বপূর্ন সরঞ্জাম ও যানবাহন তালিকা

১। যানবাহন :
- ১.১। ১x কার
- ১.২। ১x মাইক্রোবাস
- ১.৩। ১x মোটর সাইকেল

২। অফিস সরঞ্জাম :
- ২.১। ৭x কম্পিউটার
- ২.২। ১x ফটোকপিয়ার
- ২.৩। ১x সাইক্লোস্টাইল মেশিন
- ২.৪। ২x এয়ারকুলার

৩। পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি ঃ-
- ৩.১। ১x এক্সপ্লোসিভস্ ডিটেক্টর
- ৩.২। ৬x বজ্রবহ পরীক্ষার মেগার
- ৩.৩। ৫x এক্সপোসিমিটার
- ৩.৪। ৫x অক্সিজেন এনালাইজার
- ৩.৫। ১x আলট্রাসনো থিকনেস গেজ
- ৩.৬। ২x বোমকেলোরি মিটার
- ৩.৭। ১x ওভেন
- ৩.৮। ১x স্টীল টেবল
- ৩.৯। ১x ফ্ল্যাসপয়েন্ট এপারেটার্স
- ৩.১০। ১x ইলেক্ট্রিক ষ্টোভ
- ৩.১১। ১x সেনসেটিভ ব্যালেন্স
- ৩.১২। ১x ওয়াটার বাথ
- ৩.১৩। ১x জি,এস বোম ক্যালরীমিটার
- ৩.১৪। ১x ইউনিভার্সেল মোটর এসি/ডিসি

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	সংখ্যা
০১	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক	৫	১
০২	বিস্ফোরক পরিদর্শক	৯	৬
০৩	সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	৯	১৩
০৪	তত্ত্বাবধায়ক	১১	১
০৫	কারিগরী সহকারী	১২	৭
০৬	সাঁট লিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৩	১
০৭	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৪	১
০৮	হিসাব সহকারী তথা কোষাধ্যক্ষ	১৪	১
০৯	উচ্চমান সহকারী	১৪	৪
১০	অফিস সহঃ-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৬	১২
১১	পরীক্ষাগার সহকারী	১৬	১
১২	গাড়ী চালক	১৫	২
১৩	পরীক্ষাগার সহগামী	২০	১
১৪	অফিস সহায়ক	২০	১১
১৫	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৭
	মোট	৬৯	

(২) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

বিস্ফোরকঃ

বিস্ফোরকঃ ২৮৩ মেট্রিক টন বিস্ফোরক (পাওয়ার জেল), ৩,১৮,৪৪৬ পিস ডেটোনেটর, ২৫.৫৫ মেট্রিক টন ইমালশন, ১০১৫০ পিস শেপ চার্জ, ১০০ কেজি মেইন চার্জ, ৫৫২০ কেজি ডিলে ইলে ডেটোনেটর, ৪২১০ পিস ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৫০০ পিস ফায়ার ওয়ার্কস, ২৪পিস ফায়ার হেড ইগনিটার, ২৮২ পিস কাটার, ৪০পিস প্রাইমার, ৪০ পিস প্রাইম ডিলে পাওয়ার, ৯০ মেটিক টন ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স প্যাকেজড বিস্ফোরক, ৩,২০,০০০ মিটার ডেটোনেটিং ফিউজ, ১,৪২,৮৮৬ মিটার ডেটোনেটিং কর্ড, ১৬.৬০ কেজি ডেটোনেটিং কর্ড, ৪৪০ পিস বুস্টার, ২৪ পিস পাউডার চার্জ, ১৫ মেট্রিক টন ইমুলেক্স আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স মঞ্জুর, বিস্ফোরক আমদানির জন্য ১১টি এবং বিস্ফোরক পরিবহনের জন্য ২১টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডার, সিএনজি, এলপিজি, গ্যাসাধারঃ

১৭,৪৪,৬৬৪টি সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স, গ্যাস সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স ৪৬৬টি ও ৫৪টি গ্যাসাধার আমদানির পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম বিধিমালার অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ও প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থঃ

পেট্রোলিয়াম বিধিমালার অধীন বিভিন্ন ধরনের ৭৯৯টি লাইসেন্স এবং বাণিজ্যিকভাবে ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য ৩২২৩টি পেট্রোলিয়ামভুক্ত প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইনঃ

পেট্রোবাংলা ও তার অধীনস্থ গ্যাস কোম্পানির বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ব্যাসের উচ্চ চাপ সম্পন্ন পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে ৫৫টি পাইপ লাইনের চাপ সহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ করা হয়েছে ও উক্ত পাইপ লাইনে গ্যাস পরিবহনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষণঃ

বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ১৯০৮ ও দ্রুতত বিচার আইনের অধীনে দায়েরকৃত মামলার দ্রুতত নিষ্পত্তিকরণে পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মোট ৪৮১টি বোমা জাতীয় আলামত পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ করে বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব আয় ও ব্যয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অত্র দপ্তর কর্তৃক ৬,১৫,১২,০০০/- টাকা আয় ও ১,৮২,০০,০০০/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পণ্যের অননুমোদিতভাবে পরিচালিত ব্যবসা লাইসেন্সের আওতায় আনার ফলে বিপুল পরিমাণ সরকারি রাজস্ব আদায় সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া ২০১০ সাল থেকে পেট্রোলিয়াম আইটেমসমূহের বিভিন্ন লাইসেন্সের ফি বৃদ্ধি এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন আইটেমের ফি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ দপ্তরের রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রদত্ত হলো:

অর্থবছর	আয়	ব্যয়
২০০৯-২০১০	১,৮০,২১,০০০/-	১,০৬,৬৯,০০০/-
২০১০-২০১১	২,৯৫,৩৫,০০০/-	১,১০,০৯,০০০/-
২০১১-২০১২	৩,৬৩,৮৫,০০০/-	৯৮,০১,০০০/-
২০১২-২০১৩	৪,০১,২১,০০০/-	১,০৮,১৮,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৪,১৫,২৯,০০০/-	১,৪৭,৫৪,০০০/-
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-
২০১৫-২০১৬	৬,১৫,১২,০০০/-	১,৮২,০০,০০০/-

মানব সম্পদ উন্নয়ন

১। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:

(ক) Tax, VAT and Non-Tax Revenue বিষয়ক কোর্স

(খ) Project Management কোর্স

(গ) Emerging Energy Efficiency Technologies for Boiler” কোর্স ।

২। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ দপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ:

(ক) মৌলিক আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স

(খ) মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স

(গ) কম্পিউটার লিটারেসী কোর্স

(ঘ) Design, Construction, Operation and Maintenance of Gas Pipeline কোর্স

(ঙ) কম্পিউটার লিটারেসী কোর্স

(চ) কম্পিউটার এ্যাপিকেশন এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

(১) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার সময় সময় আপডেটের ব্যবস্থা করা।

(২) আইসিটি পেশাজীবী দ্বারা সজ্জিত আইসিটি সেল স্থাপন। এ সেলের জন্য আইসিটি সংশ্লিষ্ট পদ সৃজন করা এবং সংশ্লিষ্ট পদকে কারিগরি পদ হিসেবে চিহ্নিতকরণ।

(৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় দাপ্তরিকভাবে সেবাগ্রহীতাদের সেবাদানের পাশাপাশি দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথি প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ই-সেবা/ অনলাইন সেবা পদ্ধতির উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন

গ্যাস অনুসন্ধান

গ্যাস প্ল্যান্ট

উত্তোলিত কয়লা

Design & Printing : Preview